সাংখ্য-দর্শন

কারিকা

(বাংলা টীকাসহ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার এ্যাট-ল,
এসিষ্ট্যাণ্ট-রেফারি, কলিকাতা হাইকোর্ট।

সন ১৩৩২ সাল
প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার-এট-ল

জাতংবংশে ভুবন বিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥

(মেঘদূত)

৺বিদ্যাসাগর ও ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বাংলা ভাষায় শিশু পাঠ্য গ্রন্থাবলী লিখিয়া বাংলা ভাষা সাধারণের নিকট সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। ৺প্যারী চরণ সরকার মহাশয় ফার্ষ্টবুক, চাইল্ডস্‌ফার্ষ্ট গ্রামার প্রমুখ পুস্তক সমূহ প্রচার করিয়া বাঙালীর সম্মুখে ইংরাজী ভাষার রত্নভাণ্ডারের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি প্রতিষ্ঠিতনামা অশেষ-গুণালঙ্কৃত প্যারী চরণ সরকার মহাশয়ের বংশে জাত এবং স্বনামধন্য পুরুষ। আপনি বিদ্যোৎসাহী আপনার নিকট যাচ্ঞার ফলে সাংখ্য দর্শন প্রকাশিত হইল। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মাঃ।

সাংখ্য দর্শন

মুখবন্ধ

জগতে চিরদিন জীবকে ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত। দুঃখ নাশের জন্য সচরাচর যে সমুদায় উপায় অবলম্বিত হয় তদ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। ঐ সকল উপায় সাময়িক মাত্র। দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। এই দর্শনের মতে জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়।

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল। তাঁহার শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ। পঞ্চশিখ সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে যে সমুদায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সে সমুদায় গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। সাংখ্য শাস্ত্রের যে সমুদায় গ্রন্থ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে তত্ত্ব-সমাস, সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র প্রধান। এই সমুদায় গ্রন্থের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক ভাষ্য ও টিকা আছে। তত্ত্ব-সমাস সাংখ্য দর্শনের সূচিপত্র, কারিকা দ্বিসপ্ততি শ্লোক বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহা আর্য্যছন্দে রচিত। ঈশ্বরকৃষ্ণ আচার্য্যশঙ্করের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পঞ্চশিখ রচিত অধুনালুপ্ত ষষ্টিতন্ত্র অবলম্বনে রচিত। প্রবচন-সূত্র কারিকার তুলনায় আধুনিক গ্রন্থ। সং,—সম্যক, খ্যা—জ্ঞান এই দুই শব্দ হইতে সাংখ্য উৎপন্ন। যে শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য শাস্ত্র।

১

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥ (১)

পদ-পাঠ—দুঃখত্রয় অভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তৎ অবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সা অপার্থা চেৎ ন একান্তঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ ॥

অন্বয়—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ, তদবঘাতকে, হেতৌ, জিজ্ঞাসা,
দৃষ্টে সা চেৎ অপার্থা ন একান্ত অত্যন্ততঃ অভাবাৎ।

দুঃখত্রয় :—সাধারণতঃ দুঃখকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, সেইজন্য "দুঃখত্রয়"। ত্রয় বা ত্রি অর্থ তিন, যেমন ত্রিতাপ। দুঃখত্রয় = ত্রিবিধ দুঃখ যথা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। আধি অর্থ দুঃখ ; আত্মিক = আমার মন ও দেহ সম্বন্ধীয় ; ভৌতিক = ভূত সম্বন্ধীয় ; দৈবিক = যাহার মূলে দৈব শক্তি আছে।

আধ্যাত্মিক দুঃখ :—ইহা দ্বিবিধ ; রোগাদির জন্য শারীরিক দুঃখ, রিপুদিগের জন্য মানসিক দুঃখ।

আধিভৌতিক দুঃখ :—মনুষ্য, পশু বা স্থাবর জনিত (যথা ছুরির ধারে হাত কাটা) দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ।

আধিদৈবিক :—বজ্র,ভূমিকম্পাদির আক্রমণে যে দুঃখ হয়।

অভিঘাতাৎ = 'ঘা' খাওয়ার দরুণ।

তৎ + অবঘাতকে, তদবঘাতকে—(৭মী বিভক্তি) তাহার অর্থাৎ দুঃখের অবঘাতকে—নাশে ; হেতৌ ৭মী বিভক্তি, (সাধু শব্দবৎ) উপায় বিষয়ে, জিজ্ঞাসা = জানিবার ইচ্ছা।

"হয়"—উহ্য ; জিজ্ঞাসা কর্ত্তার ক্রিয়া।

প্রথম সূত্রের অর্থ :—মানুষ তিন রকম দুঃখের ঘা খাইয়া পরে 'ঘা' যাহাতে না খাইতে হয়, সেই উপায়ের জন্য জিজ্ঞাসা করে।

দৃষ্টে :—দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে, যেমন জ্বর হইলে কুইনাইন সেবনে।

চেৎ—যদি 'হয়' উহ্য।

অর্থাৎ যদি লৌকিক উপায়ে দুঃখ দূর হয়। ইহাতো দেখা যাইতেছে যে লৌকিক উপায়ে দুঃখ দূর হয়।

সা—অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাসা।

অপার্থা = অপ্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজন।

লৌকিক উপায়েই তো দুঃখ দূর হয়, সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।

ন = না এইরূপ হইতে পারে না।

কুইনাইনে জ্বর দূর হইলেও পুনরায় হেমন্তে জ্বর আসে। কুইনাইন সাময়িক উপায় মাত্র। কেন কুইনাইনাদি লৌকিক উপায় দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হইতে পারে না?—ইহার উত্তর, লৌকিক উপায়ের অভাব আছে—অভাবাৎ। লৌকিক উপায় পূর্ণ নহে।

অভাবাৎ, অভাবের জন্য।

কিসের অভাব? একান্তাত্যন্ততঃ—এর অভাব।

একান্তাত্যন্তাঽভাবাৎ :—অত্যন্ত = একেবারে; একান্ত = নিশ্চিত।

লৌকিক উপায়ের দুইটি অভাব আছে; ইহা নিশ্চিত বা অব্যভিচারী নহে, ইহা চিরদিনের জন্য নহে—অর্থাৎ ইহা সম্যক্ নহে।

অর্থ :—জীব ত্রিতাপে আহত হইয়া তাপ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে। সত্য বটে তাপ নিবৃত্তির লৌকিক উপায় আছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যখন লৌকিক উপায় আছে তখন কেন দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বৃথা জিজ্ঞাসা। কিন্তু জিজ্ঞাসা বৃথা নহে, কেননা লৌকিক উপায় সাময়িক মাত্র, উহা সব সময়ে খাটে না এবং উহা স্থায়ী নহে। মানুষ ঠিকা প্রজা হইতে চাহে না; মানুষ চায় মৌরসী মকরুরী স্বত্বের প্রজা হইতে।

২

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥ (২)

পদ-পাঠ—দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ স হি অবশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয় যুক্তঃ।
তৎ বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥

অন্বয় :—আনুশ্রবিকঃ দৃষ্টবৎ। স হি অবিশুদ্ধি ক্ষয় অতিশয় যুক্তঃ; শ্রেয়ান্ তদ্বিপরীতঃ; ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।

আনুশ্রবিক = (উপায়) শ্রুতি বা বেদ বিহিত কর্ম্ম কলাপ।

দৃষ্টবৎ—১ম কারিকোক্ত উপায় তুল্য, অর্থাৎ দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তিতে অক্ষম।

—কেন? কারণ স হি—অর্থাৎ (তাহাও) আনুশ্রবিক উপায় ও ত্রিদোষ যুক্ত; যাহা দোষ যুক্ত তাহার ফল নির্দ্দোষ নহে। তিন দোষ কি কি? অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয়।

অবিশুদ্ধি—বেদোক্ত যজ্ঞ সাধনের জন্য যাজ্ঞিককে জীব হিংসা করিতে হয়। যজ্ঞ ফলে স্বর্গ সুখ হইলেও হিংসাজনিত

পাপের ফলে কিঞ্চিৎ দুঃখও পাইতে হয়। যজ্ঞের ফল বিশুদ্ধি নহে উহা মিশ্র বা অবিশুদ্ধি।

ক্ষয়—(ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গলোকাচ্চ্যবন্তে ; পুণ্য ক্ষয় হইলে প্রাণী স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয়।

অতিশয়—(তারতম্য) যজ্ঞ অনুসারে স্বর্গ সুখের তারতম্য আছে ; ভিন্ন যজ্ঞের ভিন্ন ফল হয়। কেহ ইন্দ্রত্ব পাইলেন, কেহ বা দেবত্ব পাইলেন ; পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ দর্শনে স্বর্গবাসীর দুঃখ বোধ অপরিহার্য্য।

শ্রেয়ান—শ্রেষ্ঠ।

তদ্বিপরীত—যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ যে উপায় অবিশুদ্ধি, ক্ষয়াতিশয় হীন অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অক্ষয় ও তারতম্য হীন।

সেই উপায় কোথা হইতে আসে ? বিজ্ঞান হইতে আসে। কিসের বিজ্ঞান ? ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ বস্তুর পার্থক্য জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। সচরাচর যাহাকে আমরা বাহ্য বা জড় জগৎ বলি তাহা রূপরসাদি জ্ঞানের বিকার মাত্র ; স্বপ্নদৃষ্ট বৃক্ষও জ্ঞানের বিকার। ইহাই ব্যক্ত জগৎ। সাংখ্য মতে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের নাম ব্যক্ততত্ত্ব। যাহা জ্ঞানের কারণ-স্বরূপ এবং "যাহার সত্তা (থাকা ভাব) অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হয় তাহার নাম প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্ব। ব্যক্ত জগতের পশ্চাৎ ভাগে অব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান আছে।" উভয় জগৎই জড় বা অচেতন।

জ্ঞ যে জানে আত্মা—আমি (জ্ঞা+ড)। জ্ঞর অপর নাম পুরুষ ; ইহা নিত্য ও চৈতন্য-রূপ। সমস্ত জগৎকে বিভক্ত করিলে দুইটি বস্তু পাই, আমি এবং আমি ছাড়া আর যা কিছু। তাহার নাম প্রকৃতি ; আসল প্রকৃতিকে আমি দেখিতে পাই

না। প্রকৃতি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহ্য জগতের রূপে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান বাহ্য জগতের স্বরূপের নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বরূপ অব্যক্ত, প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ ব্যক্ত। (রঙ্গমঞ্চের মনমোহিনীরূপ বৃদ্ধ নর্ত্তকীর ব্যক্তরূপ মাত্র। তাহার স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে অব্যক্ত। নর্ত্তকীর দুই রূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। নর্ত্তকীর অব্যক্ত রূপ অনুমান করা যায় এবং সময় সময় তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দর্শক তাহার অব্যক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় । প্রকৃতি জড়, আমি চেতন।

অর্থ :—বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য দুঃখের সম্যক নিবৃত্তি করিতে অসমর্থ। উহা অবিশুদ্ধি, অতিশয় এবং ক্ষয় এই ত্রিদোষ যুক্ত। যাহা ঐ ত্রিদোষের বিপরীত অর্থাৎ যে উপায় বিশুদ্ধ, তারতম্যহীন ও শাশ্বত সেই প্রকৃষ্ট উপায় ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিজ্ঞান হইতে ঘটে।

৩

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ, এই তিন বস্তুর মধ্যে ব্যক্ত বস্তু ত্রয়োবিংশতি রকমের ; জ্ঞ বা পুরুষ, অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং ব্যক্ত বা ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বসমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। ইহারা অবিকৃতি আদি চতুর্ভাগে বিভক্ত। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইলে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহাদের সাধারণ বিবরণ সাংখ্য-কারিকার তৃতীয় শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ (৩)

পদ-পাঠ—মূল প্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ মহৎ আদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকঃ তু বিকারঃ ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

অন্বয়—১ মূল প্রকৃতিঃ—অবিকৃতিঃ ;

৭ মহৎ আদ্যাঃ সপ্ত——প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ,

১৬ ষোড়শকঃ তু——বিকারঃ,

১ পুরুষ——ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ,

(১+৭+১৬+১=২৫) ইতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

চেতন পুরুষ এবং অচেতন প্রকৃতি পরস্পর সন্নিহিত হইলে যে জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয়, যাহাতে চেতনের আভাস এবং অচেতনের পরিণাম একত্রিত হয় সেই ফলের নাম মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র জ্ঞান-পুষ্পাবলী আমি-রূপ সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হইয়া জীবনমাল্যে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানের মূলে অনুভূতি।

প্রকৃতি = কারণ, যাহা কার্য্য উৎপাদন করে; বিকৃতি বা বিকার = কার্য্য, পরিণাম; প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ = এক হিসাবে কারণ, এক হিসাবে কার্য্য। মূল = যাহার কারণ নাই।

মহদাদ্যাঃ সপ্ত = মহৎ আদি সপ্ত তত্ত্ব;—যথা মহৎ (জ্যোতিঃ, বুদ্ধি)। অহঙ্কার (আমি নামক সাধারণ ভাব) পাঁচ তন্মাত্র (তৎ+মাত্র, তৎ = সেই)। পাঁচ তন্মাত্র কি কি?—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। রূপ নীল-লোহিতাদি নানারূপ হইতে পারে; কিন্তু যাহা কেবল মাত্র রূপ তাহাই রূপ তন্মাত্র! মূল রূপ একটি স্পন্দন মাত্র, বহুবিধ স্পন্দন সমষ্টির একত্রীভূত সংখ্যা অনুসারে কখনও বা লোহিত রূপ হয়, কখনও বা পীতাদি অন্যরূপ হয়। মহৎ তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্বের কারণ বা প্রকৃতি। অহঙ্কারও আবার পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি।

ষোড়শকঃ তু বিকারঃ। ইহারা কাহারও প্রকৃতি নহে। ইহারা নিছক বিকৃতি। ষোড়শ তত্ত্ব—১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত। চক্ষু কর্ণাদি ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত পদাদি ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাধারে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, সর্ব্ব সমেত ১১ ইন্দ্রিয়; ক্ষিত্যাদি ৫ ভূত. ১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত সর্ব্ব-সমেত ১৬। শব্দগ্রাহী কর্ণ, স্পর্শগ্রাহী ত্বক্, রূপগ্রাহী চক্ষু, রসগ্রাহী জিহ্বা, গন্ধগ্রাহী নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক পানি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়। সর্ব্বসমেত একাদশ ইন্দ্রিয়। বাহ্য বস্তুর সংশ্রবে মাংসপেশীর আকুঞ্চন যদ্দ্বারা জীবের (যেমন কেঁচো) বিস্তার জ্ঞান ঘটে। বস্তুর সহিত নিঃসঙ্গ ভাবে মনে যে বিস্তারের ধারণা তাহার নাম বা সংজ্ঞা দেশ। বস্তুর সহিত নিঃসঙ্গ ভাবে ঘটনা স্রোতের যে ধারণা তাহার সংজ্ঞা হইতেছে কাল। কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের কার্য্য আহরণ—যথা উচ্চারণ, শিল্প, গতি, উৎসর্গ এবং প্রজনন। ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চ ভূত। ক্ষিতি বা অপ্ অর্থে মাটি বা জল বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে; তেজ অনল নহে; বায়ু বাতাস নহে, আকাশ 'ইথার' নহে; উহারা সংজ্ঞা মাত্র। যে ভূতের কারণ শব্দ তন্মাত্র অর্থাৎ যে ভূত হইতে আমার শব্দ অনুভূত হয় তাহা আকাশ ভূত। ক্ষিতির কারণ গন্ধ তন্মাত্র, অপের কারণ রস তন্মাত্র, তেজের কারণ রূপ তন্মাত্র, বায়ুর কারণ স্পর্শতন্মাত্র।

পুরুষ (জ্ঞ, দ্রষ্টা, জীব) কাহারও মূল নহে, কাহারও বিকারও নহে।

ব্যানাদি পঞ্চপ্রাণ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে সাধারণ বলিয়া সাংখ্যেরা উহাকে পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। (পরে ২৬, ২৮, ২৯ প্রভৃতি কারিকা দ্রষ্টব্য)

অর্থ :—মূল প্রকৃতি কাহারও কার্য্য বা পরিণাম নহে তাহার মূল নাই। প্রকৃতিই জড়াত্মক সর্ব্ব বাহ্য জগতের মূল।

মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি বস্তু একাধারে প্রকৃতি এবং বিকৃতি ; মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত এই ষোলটি বস্তু নিছক বিকৃতি।

৪

তত্ত্ব সমুদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সমস্ত বিশ্ব ঐ সকল তত্ত্বে নির্ম্মিত,—তুমি, আমি, আকাশ, ভুবন বাহ্য আভ্যন্তর সমস্ত বস্তু উহার দ্বারা নির্ম্মিত। যাহা বহুর মধ্যে সাধারণ তাহার নাম তত্ত্ব। ঘট, সরা, হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু আছে, কিন্তু মৃত্তিকাই উহাদের তত্ত্ব। সাংখ্য মতে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব সমুদয় জানিতে পারিলে দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি হয় ; জানা অর্থে নিশ্চয় জ্ঞান। ছাদে উঠিতে হইলে “মইয়ের” দরকার, বিনা সাহায্যে ছাদে যাওয়া যায় না ; জ্ঞানলাভও বিনা সাহায্যে হয় না। কিসের সাহায্য ? প্রমাণের সাহায্য। প্রমাণ কি ? যদ্দ্বারায় যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান (প্রমা) সিদ্ধ হয় তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ যুক্তি সাপেক্ষ। জ্ঞাত পূর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে অজ্ঞাত পূর্ব্ব সম্বন্ধ নিরূপণ করা স্বরূপ মানসিক ক্রিয়াকে যুক্তি বলে।

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।

ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধ প্রমাণাদ্ধি ॥ (৪)

পদ-পাঠ—দৃষ্টম্ অনুমানম্ আপ্তবচনম চ সর্ব্ব প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।

ত্রিবিধং প্রমাণম্ ইষ্টম্ প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ হি।

অন্বয় :—দৃষ্টং অনুমানং চ আপ্তবচনং ত্রিবিধ প্রমাণম্ ইষ্টং। সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ প্রমাণাৎ হি প্রমেয় সিদ্ধিঃ।

দৃষ্টম্—নিজের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঐ আগুন অর্থাৎ নিজে আগুন দেখিয়া আগুনের সত্তার জ্ঞান হইল।

অনুমানম্—(অনু = পশ্চাৎ + মা ধাতু = নির্ণয় করা + অনট্) ঐ স্থানে ধূম দেখা যাইতেছে, আগুন আপাততঃ চক্ষে দেখা যাইতেছে না। আগুন ও ধূমের চির-সহচর সম্বন্ধ অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষায় ধূম বহ্নি বা আগুনের ব্যাপ্য বা লিঙ্গ। ধূম যখন আছে তখন ধূমের পশ্চাতে আগুনও আছে। ধূম দেখিয়া পশ্চাৎ অগ্নির নির্ণয় নাম অনুমান।

আপ্তবচনম্ = আপ্ত জনের কথা। আপ্ত = যাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়। আগুন চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, ধূমও দেখিতেছি না। আমি যাহাকে মহাপুরুষ ভাবি তিনি বলিলেন পর্ব্বতের অমুক স্থানে আগুন আছে। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া স্থির জানিলাম সেই স্থানে আগুন আছে, মহাপুরুষের কথা অর্থাৎ আপ্তবচন আমার প্রমাণ।

ইষ্টম্ = (সাংখ্য মতে) অভিপ্রেত। প্রমেয় = যাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় আগুন প্রমেয়। 'এই নিশ্চয়' ত্রিবিধ প্রমাণ হইতে হয়। যত প্রকার প্রমাণ থাকুক না কেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহারা দৃষ্টাদি তিন প্রমাণের কোন না কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে।

সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ = (৫মী বিভক্তি সর্ব্বপ্রমাণ ওই তিন প্রমাণের মধ্যে থাকার দরুণ।

প্রমানাৎ হি = সাংখ্যের প্রমাণ হইতেই। কি হইবে?— প্রমেয় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রমেয় বা তত্ত্ব সকলের যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান হইবে।

অর্থ ঃ—প্রমাণ ত্রিবিধ—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে (সাংখ্য মতে) প্রমাণ। অন্যান্য পণ্ডিতেরা যাহাদিগকে প্রমাণ বলেন তাহারা সকলই অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রমাণই দৃষ্টাদি ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান ঘটিয়া থাকে।

৫

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গি পূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু। (৫)

পদ-পাঠ—প্রতিবিষয় অধ্যবসায়ঃ দৃষ্টং ত্রিবিধম্ অনুমানম্ আখ্যাতম্ তৎ লিঙ্গ লিঙ্গি পূর্ব্বকম্ আপ্তশ্রুতিঃ আপ্ত বচনম্ তু।

অন্বয়ঃ—দৃষ্টং প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ, অনুমানম্ ত্রিবিধং আখ্যাতম্; তৎ লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্ব্বকম্; আপ্তশ্রুতিঃ তু আপ্ত বচনম্।

দৃষ্টং = প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের অর্থ কি? বিষয়ে অধ্যাবসায়; বিষয় = শব্দাদিকে বিষয় বলে—জ্ঞেয় বস্তু। প্রতি = প্রত্যেক।

অধ্যবসায়ঃ—ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান; বিষয় ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা মনে আসিলে মন বিষয়ের আকার ধারণ করে; উক্তবিধ মন চৈতন্যে প্রতিফলিত হইলে নিশ্চয় জ্ঞান ঘটিয়া থাকে। অধ্যবসায়ের অর্থ যত্ন বা উৎসাহ নহে, এস্থলে "নিশ্চয় জ্ঞান"। ইহা একরূপ বুদ্ধিবৃত্তি। শ্রবণাদি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি জ্ঞান হয়। অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইচ্ছা দ্বেষাদি জ্ঞান হয়। উভয়ই প্রত্যক্ষ। মন অন্তরিন্দ্রিয়, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের সর্দ্দার; ইন্দ্রিয়ে অপর একটি নাম করণ। ক্রিয়ার যাহা সাধক তাহাই করণ

শ্রবণ শক্তি শব্দ জ্ঞানের সাধক, সেইজন্য শ্রবণেন্দ্রিয় (শক্তি) শব্দজ্ঞানের করণ। করণ মানে কারণ নহে।

আখ্যাত = কথিত। ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত অনুমানও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা শেষবৎ, পূর্ব্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট।

তৎ = ঐ অনুমান, উহা লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্ব্বকম, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি লিঙ্গ লিঙ্গি জ্ঞানপূর্ব্বক। যে যাহাকে জানাইয়া দেয় সে তাহার লিঙ্গ। লিঙ্গ = লক্ষণ, হেতু, ব্যাপ্য। লিঙ্গী = হেতুমৎ, ব্যাপক। ধূম লিঙ্গ বা ব্যাপ্য, আগুন লিঙ্গী বা ব্যাপক। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সহিত যে চিরসহচর সম্বন্ধ আছে উহার নাম ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব। যে আগুন এবং ধূমের ব্যাপ্তি বা লিঙ্গলিঙ্গি ভাব জানে, সে ধূম জ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করিবে।

ত্রিবিধ অনুমান ১ম শেষবৎ:—শেষ বা নিষেধ জ্ঞানযুক্ত; "ইহা অমুক বস্তু নহে" এইরূপ নির্ণয় যদ্দ্বারা হয় তাহা শেষবৎ অনুমান। ক্ষিতিভূত-গন্ধবৎ, ক্ষিতি ভূতে গন্ধ আছে। যে ভূত সম্মুখে রহিয়াছে উহা গন্ধহীন, অতএব উহা ক্ষিতিভূত নহে এইরূপ অনুমানের নাম শেষবৎ।

২য় পূর্ব্ববৎ = পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানযুক্ত ; ইহা অমুক বস্তু এইরূপ নির্ণয় যদ্দ্বারা হয় তাহা পূর্ব্ববৎ অনুমান। পূর্ব্বে অগ্নির সহিত ধূম দেখিয়াছি। ধূম দেখিতেছি অতএব ইহার সন্নিকটে (পূর্ব্বদৃষ্ট) অগ্নি আছে এইরূপ অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ।

৩য় (সামান্যতঃ + দৃষ্ট) সামান্যতো দৃষ্ট।—সামান্য = জাতি ; সামান্যতঃ = সমানতা হইতে ; কার্য্য দেখিয়া তৎসদৃশ

শক্তির নির্ণয় যদ্দ্বারা হয় তাহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। দৃষ্টের সমধর্ম্মাক্রান্ত অদৃশ্য বস্তু যে অনুমানের বিষয় সেই অনুমানকে সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান বলে। ইন্দ্রিয় কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান তাহা সামান্যতো দৃষ্ট। কাঠুরিয়া গাছ কাটিতেছে। 'কাটা' ক্রিয়া কুঠার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, অতএব কুঠারটি করণ। ক্রিয়ার করণ থাকে। জ্ঞানও ক্রিয়া বিশেষ। দর্শক গাছ দেখিতেছে। গাছ-দেখা বা রূপ-জ্ঞান একরকম ক্রিয়া; এইরূপ জ্ঞানের করণ কি? অদৃষ্টপূর্ব্ব চক্ষু নামক ইন্দ্রিয় শক্তি।

আপ্তশ্রুতি :—আপ্ত পুরুষের নিকট শ্রবণ। (৪র্থ কারিকা দ্রষ্টব্য) আপ্তবচনও অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানের প্রমাণ। আপ্তবচনে বক্তা ও শ্রোতা থাকা চাই। নিজের কাণে মহাপুরুষের বচন শ্রবণের ফল, এবং ছাপার হরপে মহাপুরুষের বচনামৃত পাঠের ফল—এই দুই ফলের প্রভেদ. প্রমাণ হিসাবে বিস্তর।

অর্থ :—শব্দাদি প্রত্যেক বিষয়ে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে ঘটে। কার্য্য কারণ (লিঙ্গলিঙ্গী) জ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা অনুমান নামক প্রমাণ হইতে ঘটে। অনুমান প্রমাণ ত্রিবিধ। আপ্ত পুরুষের নিকট কথা শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা 'আপ্তবচন' নামক প্রমাণ হইতে ঘটে।

৬

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্॥ (৬)

পদ-পাঠ—সামান্যতঃ তু দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়ানাং প্রতীতিঃ অনুমানাৎ। তস্মাৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্॥

অন্বয়—সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ তু অতীন্দ্রিয়ানাং প্রতীতিঃ (ভবতি)। তস্মাৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষং আপ্তবচনাৎ সিদ্ধং।

পরোক্ষ—(পর+অক্ষ, ইন্দ্রিয়) অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ (প্রতি+অক্ষ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে তাহা পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয়। ভূত সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতীন্দ্রিয় বিষয় সমূহ যে আছে এইরূপ জ্ঞান অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়কে কোনরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ। ইন্দ্রিয় যে আছে তাহা শব্দাদিজ্ঞানের দ্বারা অনুমান করি। কেবল ইন্দ্রিয়ই যে একমাত্র পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ তাহা নহে। অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে যাহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতি পুরুষাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় না; সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দ্বারাও তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। ঐরূপ পদার্থ 'নাই' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। উহার বিশেষ জ্ঞান আপ্তপুরুষের বচনের দ্বারা ঘটিয়া থাকে। পদার্থ=আমরা যাহা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতে এবং বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি তৎ সমুদায়ই পদার্থ। সিদ্ধং=জানা যায়।

অর্থ:—অতীন্দ্রিয় পদার্থের সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাই প্রতীতি ঘটে। সামান্যতোদৃষ্ট প্রমাণের দ্বারাও যদি পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ সিদ্ধ বা নির্ণীত না হয় তাহা হইলে উহা আপ্ত বচনের দ্বারা নির্ণীত হইবে। অনুমান যাহা দেখাইতে পারে না আপ্ত বচনের দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়।

৭

প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা শব্দাদি স্থূল বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান ঘটে। কিন্তু অনেক কারণে বর্ত্তমান বস্তুও আমরা জানিতে পারি না। যে সকল কারণ হইতে অনুপলব্ধি হয় তৎসমুদায় ৭ম কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ (৭)

পদপাঠ—অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনঃ অনবস্থানাৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমান অভিহারাৎ চ।

অন্বয়।—অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাৎচ (বস্তোর্নোপলব্ধির্ভবতি)।

কি কি কারণ হইতে বস্তুর উপলব্ধি হয় না? যথা অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইত্যাদি।

অতিদূরাৎ (হেত্বর্থে পঞ্চমী) অতি দূরত্ব হেতু; গঙ্গার পরপারে শুকপক্ষী বসিয়া থাকিলেও আমি তাহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। অতিদূরত্বই অনুপলব্ধির (না জানার) কারণ। সামীপ্যাৎ = অতিশয় নিকট থাকাও না জানার হেতু, যথা চোখের কাজল।

ইন্দ্রিয় ঘাতাৎ = ঘাত (হন্ ধাতু) হানি, ইন্দ্রিয়ের হানি, যথা অন্ধত্ব। অন্ধের রূপ উপলব্ধি হয় না।

মনোঽনবস্থানাৎ—মনের অনবস্থান বা অস্থিতি (অন্—অবস্থান, স্থিতি) অন্যমনস্কতা। শকুন্তলা অন্যমনস্কতার দরুণ

দুর্ব্বাসার উপস্থিতি জানিতে পারেন নাই, তজ্জন্য শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন।

সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্মতা হেতু, ধূলিকণা বায়ুতে আছে, সূক্ষ্মতা হেতু দেখা যায় না।

ব্যবধানাৎ—মধ্যে 'আড়াল' থাকিলে। রুদ্ধদ্বার মন্দিরস্থিত দেবতার বিগ্রহকে জানা যায় না।

অভিভবাৎ, অভিভব = পরাভব; নক্ষত্রের জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতির নিকট পরাভূত হয়, তজ্জন্য আকাশে নক্ষত্র থাকিলেও আমরা দিবসে নক্ষত্র দেখিতে পাই না। সূর্য্যের প্রখর প্রভা নক্ষত্রের আলোককে অভিভূত করে।

সমানাভিহারাৎ = সমান তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ; যথা মেঘের জল জলাশয়ের জলকে আক্রমণ করিল। কোন্‌টুকু মেঘের জল তাহা উপলব্ধি করা যায় না। অভিহার = আক্রমণ।

অর্থ :—দূরত্ব, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়হানী, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব, সমজাতিতে মিশ্রণ এই সকল কারণে বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি হয় না।

৮

অতি দূরত্ব সূক্ষ্মতাদি কারণে বর্ত্তমান বস্তুও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কোনও বস্তু ব্যক্তরূপে জানা না যাইলেও উহা যে আছে তাহা জানা যায়। অব্যক্ত প্রকৃতি সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞেয়মান হয় না কিন্তু তাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। অব্যক্ত প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়া উহার সত্ত্বার উপলব্ধি হয়। প্রকৃতি যে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞেয়মান হয় না তাহার কারণ প্রকৃতির

সূক্ষ্মতা, প্রকৃতির অভাব নহে। কার্য্য দেখিয়া কারণের উপলব্ধি হয়।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদিতচ্চ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং বিরূপঞ্চ ॥ (৮)

পদ-পাঠ—সৌক্ষ্ম্যাৎ তৎ অনুপলব্ধিঃ ন অভাবাৎ কার্য্যতঃ তৎ উপলব্ধেঃ। মহৎ আদি তৎ চ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ।

অন্বয় :—সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ, ন অভাবাৎ। কার্য্যতঃ তৎ উপলব্ধেঃ। মহদাদি চ তৎ কার্য্যং প্রকৃতি সরূপং (প্রকৃতি) বিরূপঞ্চ।

সৌক্ষ্ম্যাৎ = প্রকৃতির সূক্ষ্মতা হেতু, প্রকৃতি সূক্ষ্ম বলিয়া।

তৎ = তাহার ; (প্রকৃতির) অনুপলব্ধি হয়।

ন অভাবাৎ = অভাব হইতে নয় ; প্রকৃতি নাই তজ্জন্য যে প্রকৃতির অনুপলব্ধি হয়, এমত নহে।

কার্য্যতঃ = কার্য্য দ্বারা, তৎ = প্রকৃতি, উপলব্ধেঃ = উপলব্ধ হওয়াতে (প্রকৃতি আছে এই জ্ঞান হয়)।

প্রকৃতির কি-কার্য্য প্রকৃতির উপলব্ধি ঘটায় ?

মহদাদি = মহৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্ব। মহদাদিরাই সেই কার্য্য। সেই কার্য্য কি প্রকার ? মহদাদি কার্য্য কতক প্রকৃতির সরূপ, কতক প্রকৃতির বিরূপ। কতক প্রকৃতির সমান, কতক ভিন্ন।

সরূপ = প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়। মহৎ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ভূতেরাও ত্রিগুণময়।

বিরূপ = প্রকৃতি অব্যক্ত, মহদাদিরা ব্যক্ত।

অব্যক্ত প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ চেতন। অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়,

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ জগৎ ভৌতিক পদার্থের সমষ্টি। ভৌতিক পদার্থের উপাদানের নাম ভূত। ভূত পঞ্চবিধ, যথা, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ। ক্ষিত্যাদি নামে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত কোন বস্তু নাই। উহাদের অস্তিত্ব আমাদের অনুভূতি সাপেক্ষ। ভৌতিক পদার্থ আমাদিগের অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে উহা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চ অনুভূতিতে পরিণত হয়। শব্দ, জ্ঞান হইতে আকাশ-ভূতের, রূপ জ্ঞান হইতে তেজ-ভূতের এবং গন্ধ জ্ঞান হইতে ক্ষিতি-ভূতের কল্পনা। শব্দ স্পর্শাদির যে সূক্ষ্মতম অবস্থা তাহা তন্মাত্র বলিয়া উক্ত হয়। তন্মাত্রের সংঘাত বা প্রচিত অবস্থাই আকাশাদি স্থূল-ভূত। (প্রচিত = যাহা চয়ন করা হইয়াছে, সংগৃহীত)। স্থূল-ভূত পঞ্চতন্মাত্রেরই পরিণাম; জগৎ রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি। কোন ভৌতিক পদার্থই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। উহাদের গতি প্রবাহ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া পরে রূপরসাদি অনুভূতিতে পরিণত হয়। শব্দ জ্ঞানের মূলে আকাশের কম্পন, রূপ জ্ঞানের মূলে তেজঃ নামক ভূতের কম্পন। রূপরসাদি তন্মাত্রের মূলে কম্পন বা গতি বা ক্রিয়া। ক্রিয়া—শক্তির পরিণাম। ক্রিয়ার তিন অবস্থা। ইহা শক্তিরূপে ভৌতিক পদার্থে নিহিত থাকে, পরে ক্রিয়াশীল হয় এবং ক্রিয়াশীল হইয়া বোধের যোগ্য হয়। গ্রামোফোনের যে অংশে পিন্ সংযুক্ত থাকে তাহাতে শব্দ উৎপাদনের শক্তি স্থিত আছে। কল চালাইলে ঐ পিন্ রেকর্ডের উবড়ো খাবড়ো বৃত্তাকার দাগে চলিয়া পিনের পটাহকে ক্রিয়াশীল করে, এবং তখন ঐ পটাহ বোধের যোগ্য অর্থাৎ আমাদিগের

শব্দ জ্ঞান উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত হয়, নিশ্চল পটাহ চঞ্চল হইয়া শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়; যাহাতে তমঃই প্রধান ছিল, তাহাতে রজঃপ্রধান পরে সত্ত্ব প্রধান হইল। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন ভাবই পটাহে বিজড়িত ছিল, তবে প্রথমতঃ তমের অন্য দুই ভাবের উপর আধিপত্য ছিল। জ্ঞান-গোচর পদার্থ মাত্রই শক্তি, ক্রিয়া ও বোধের আবর্ত্তন মাত্র। শক্তির স্থিতিশীল, ক্রিয়াশীল এবং প্রকাশশীল এই অবিনাভাবী তিন ভাবের আবর্ত্তনেই ব্যক্ত জগতের যত কিছু বৈচিত্র্য। এই তিন ভাগ যখন সাম্যাবস্থায় রহিবে ব্যক্ত জগৎও তখন লুপ্ত হইবে। উক্ত তিন ভাবের নাম তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব; প্রকাশশীল ভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল ভাব রজঃ, স্থিতিশীল ভাব তমঃ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন ভাবই প্রত্যক্ষ জগতের মূল কারণ—ইহাদের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রকৃতি। অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইবামাত্রই উক্ত ত্রিভাব ও ত্রিগুণের মধ্যে বৈষম্য বা ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়, এবং তাহার ফলে প্রথম ত্রিগুণাত্মক অথচ সত্ত্ব প্রধান মহতের আবির্ভাব হয়, পরে ব্যক্ত জগতের অন্যান্য তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

অর্থ:—প্রকৃতি যে উপলব্ধ হয় না তাহার কারণ উহার সূক্ষ্মতা,—উহার অভাব নহে। প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়াই প্রকৃতি সত্তার উপলব্ধি হয়। মহৎ তন্মাত্রা দিয়াই প্রকৃতির কার্য্য। কার্য্য প্রকৃতির সমানও বটে প্রকৃতি হইতে ভিন্নও বটে, কার্য্য প্রকৃতির ন্যায় ত্রিগুণময়, আবার প্রকৃতি যেমন অব্যক্ত, কার্য্য তদ্রূপ অব্যক্ত নহে, কার্য্য ব্যক্ত।

৯

৮ম কারিকায় বলা হইয়াছে প্রকৃতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহার সত্তা তাহার কার্য্য দ্বারা উপলব্ধ হয়। ব্যক্ত জগৎ দেখিয়া অব্যক্ত জগতের সত্তার উপলব্ধি হয়। সাংখ্য মতে ব্যক্ত—জগৎ, যাহা অব্যক্ত জগতের কার্য্য, তাহাও সৎ। ১ম, আমি আছি, ২য় আমি ছাড়া আর যা কিছু অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ, এবং ৩য় ব্যক্ত জগতের কারণ অব্যক্ত জগৎ। এই তিন পদার্থের সকলই সৎ। কার্য্য যে কেন সৎ তাহার কারণ ৯ম কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই কারণে বিদ্যমান থাকে। ঘট-রূপ কার্য্য মৃত্তিকারূপ কারণে বিদ্যমান আছে। কার্য্য কারণ বা সৎকার্য্য বুঝাইবার জন্য ৫টি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

(১) যাহা অস্তিত্ব শূন্য তাহা কার্য্যের বিষয় হইতে পারে না, কার্য্যের স্থানও হইতে পারে না।

(২) উৎপন্ন বস্তু যে উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সেই উপাদান ভিন্ন সে অপর কিছু নহে।

(৩) উৎপন্ন বস্তু আবির্ভাবের পূর্ব্বে উপাদান-রূপে বিদ্যমান থাকে।

(৪) প্রত্যেক উপাদান হইতে এক একটি বিশিষ্ট বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৫) বিশেষ উপাদান হইতেই বিশেষ বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শেষোক্ত যুক্তি চতুষ্টয়, (২, ৩, ৪, ৫) প্রকৃতপক্ষে দুইটি যুক্তি

মাত্র, এবং উহাদের ভিত্তি হইতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি—গোড়ার যে উপাদান সেই উপাদানই পরে উৎপন্ন বস্তুতে ভিন্ন আকারে উপস্থিত হয়; উপাদান স্বর্ণ, উৎপন্ন কঙ্কণ বা বলয়ে অবস্থিতি করে; কেবল মাত্র স্বর্ণের আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি—বিশেষ উপাদান হইতেই বিশেষ বস্তু উৎপন্ন হয়। সরিষারূপ বিশেষ উপাদান হইতেই স্নেহরূপ বিশেষ বস্তু উৎপন্ন হয়; তেঁতুল হইতে হয় না।

১ম যুক্তির ভিত্তি হইতেছে যে, কিছু নাই বা অভাব হইতে কিছুর বা ভাবের উৎপত্তি আমরা জগতে দেখিতে পাই না। যাহা কিছু হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে কিছু-না-কিছু থাকেই। যাহা নাই তাহার আবার কার্য্য কি? কথায় বলে "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।" এক বিরাট নিত্য বস্তু আছে, তাহারই রূপের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—ইহাই হইতেছে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ॥

অসদকরণাদুপাদানগ্রহনাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥ (৯)

পদ-পাঠ—অসৎ অকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভব অভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণ ভাবাৎ চ সৎ কার্য্যম্॥

অন্বয় ঃ—অসৎ অকরণাৎ, উপাদানগ্রহণাৎ, সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ, শক্তস্য শক্য করণাৎ, কারণ ভাবাৎ চ সৎ কার্য্যম্।

অকরণাৎ, গ্রহণাৎ, অভাবাৎ, করণাৎ ভাবাৎ সমস্তই হেত্বর্থে ৫মী। উক্তবিধ কারণ হইতে। কি হয়? প্রমাণ হয় যে কার্য্য

সৎ। যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহার নাম সৎ। সৎএর বিপরীতের নাম অসৎ। যাহা উৎপন্ন হয় তাহার নাম কার্য্য। বস্তুর অবস্থান্তরের নাম কার্য্য। ধান্য কারণ, তণ্ডুল ধান্যের কার্য্য। ভুক্তান্ন কারণ, রক্ত কার্য্য। রক্তই ভুক্তান্ন। কেমন ভুক্তান্ন? না অবস্থান্তরিত ভুক্তান্ন; যথা বৃদ্ধ অবস্থান্তরিত শিশু, কিছু নাই হইতে কিছুর আগমন মানুষ ধারণা করিতে পারে না। কিছু হইতেই কিছু হয়। শর্ষপ হইতেই তৈল আসে, বালুকণা হইতে তৈল আসে না। কার্য্য কার্য্যরূপে জ্ঞানগম্য হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে স্বীয় কারণে বর্ত্তমান থাকে। ঘট ঘটরূপে জ্ঞানগম্য হইবার পূর্ব্বে স্বীয় কারণ মৃত্তিকায় বর্ত্তমান থাকে। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ; কুম্ভকার ও চক্র প্রভৃতিকে ঘটের নিমিত্ত কারণ বলে।

অসৎ অকরণাৎ=যাহা নাই, তাহার অকরণ হেতু, তাহা করা যায় না বলিয়া (করণ—করা, করণ অকরণের বিপরীত) যথা বন্ধ্যা পুত্র।

উপাদান গ্রহণাৎ=কোন কিছু করিতে হইলে উপাদান গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া—রুটি করিতে হইলে ভাণ্ডার হইতে ময়দা লইতে হয়।

সর্ব্বসম্ভব অভাবাৎ=এক উপাদান হইতে সর্ব্ববিধ বস্তুর সম্ভাবনা নাই বলিয়া; মৃত্তিকা হইতে ঘট কুণ্ডাদির সম্ভাবনা, শাল জামিয়ারাদি অন্যান্য বস্তুর সম্ভাবনা নাই।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ—শক্ত=শক্তি যুক্ত, শক্য=শক্তির বিষয়, যাহা করিতে পারা যায়। বীজে অঙ্কুররূপ কার্য্যের শক্তি নিহিত আছে তাই বীজের শক্য অঙ্কুর, অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব

হয়। যদি শক্তি না নিহিত থাকিত তবে অঙ্কুরের উদ্ভব হইত না। বীজ শক্ত, অঙ্কুর শক্য। যে যাহা জন্মাইতে শক্ত তাহাই তাহা হইতে জন্মে। শক্ত বস্তুই শক্যকে করে বলিয়া।

কারণ ভাবাৎ=কারণের থাকা আবশ্যক বলিয়া;

কার্য্যং সৎ—কার্য্য বরাবর আছে ও থাকিবে। উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ইহা স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমানে উহা কার্য্য এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ।

অর্থ:—কার্য্যকে নানাবিধ কারণে সৎ বলা যায়, যথা—যাহা নাই তাহা কস্মিনকালেও নাই; কিছু করিতে হইলে উপাদান গ্রহণ করিতে হয়; সকল বস্তুতে সকল বস্তু জন্মে না, শক্ত বস্তুই শক্য বস্তুকে করে, এবং কার্য্যসকলের কারণ থাকা আবশ্যক।

১০

জ্ঞ-ব্যক্ত-অব্যক্ত এই তিন তত্ত্বের কথা ৯ম কারিকা পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে বলা হইল। এই তিন তত্ত্বের মধ্যে জ্ঞ এবং অব্যক্ত উভয়েরই সংখ্যা এক এক এবং অব্যক্তের তাত্ত্বিক সংখ্যা তেইশ। দশমাদি কারিকা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে প্রথম হইতে নবম কারিকার বক্তব্য বিষয় পুনর্ব্বার বলিব। দশম হইতে ২১ কারিকা পর্য্যন্ত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ত্রিগুণ ও জ্ঞএর বিশেষ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যক্তের ধর্ম্ম কি, অধর্ম্মের ধর্ম্ম কি, অব্যক্ত এবং পুরুষ যে আছে তাহার পক্ষে কি যুক্তি, এই সমস্ত বিষয় নিম্নোক্ত কারিকা সমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

(১ কা) দুঃখ ত্রিবিধ। দুঃখ দূর করিবার উপায় কি? দৃষ্ট উপায় বিফল—কেন না তাহা চরম নহে।

(২ কা) যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য বিফল। যথার্থ উপায় ব্যক্ত-অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর যথাযথ জ্ঞান। প্রকৃতির সুপ্ত অবস্থার নাম অব্যক্ত ও জাগ্রত অবস্থার নাম ব্যক্ত। ব্যক্ত প্রকৃতির অপর নাম জগৎ। জগৎ দ্বিবিধ—অন্তর জগৎ এবং বাহ্য জগৎ। অব্যক্তের নাম প্রধান এবং মূল প্রকৃতি। জ্ঞএর নাম চৈতন্য, পুরুষ এবং আত্মা। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত প্রকৃতি এই উভয় অবস্থাতেই জড়, অচেতন বা অনাত্ম। নড়ন চড়ন হীন জড়ের নাম প্রকৃতি। যেই প্রকৃতির নড়ন চড়ন আরম্ভ হইল তখনি অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্তরূপে অর্থাৎ জগদ্রূপে দেখা দিল। জগৎ শব্দ গম্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে; গম্ ধাতুর অর্থ নড়া-চড়া। ঘুমন্ত প্রকৃতি পুরুষের স্পর্শে জাগ্রত হইয়া নানাভঙ্গীতে নানা বেশে পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি যতই ভঙ্গী করুক না কেন, যতই রূপ ধারণ করুক না কেন ঐ সমুদয় রূপ-ভঙ্গী বিশ্লেষণ করিলে ২৩টি শ্রেণী বা পর্য্যায় বা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৩ কা) (১) বুদ্ধি (১) অহঙ্কার (১১) মনাদি ইন্দ্রিয় (৫) তন্মাত্র, (৫) ভূত।

(৪ কা) পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে দুঃখের অবসান হয়। জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করে। প্রমাণ ত্রিবিধ যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন।

(৫, ৬ কা) স্থূল বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয়; সূক্ষ্ম বিষয় অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হয়; অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের সত্তা অনুমান এবং আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি হয়।

(৭ কা) বিদ্যমান বস্তুও ইন্দ্রিয় দোষ হেতু এবং বস্তুর সূক্ষ্মতা

হেতু নাই বলিয়া মনে হয়। বস্তু কীটাণু হইতে পারে, চক্ষুও ব্যাধিযুক্ত হইতে পারে।

(৮ কা) আমার চোখ ভাল থাকিলেও সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে পাই না। সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে পাই না বলিয়া কি সূক্ষ্ম জিনিষ নাই? কার্য্য আমরা দেখিতে পাই কারণ দেখিতে পাই না; কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না। শরীরের উত্তাপ একটি কার্য্য উহা আমরা অনুভব করিতে পারি। বিকৃত যকৃতের প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না। শরীরের উত্তাপ দেখিয়া আমরা যকৃতের সত্তা উপলব্ধি করি। স্থূল কার্য্য দেখিয়া আমরা সূক্ষ্ম কারণের সত্তা অনুমান করি। পঞ্চভূত দেখিয়া পঞ্চ তন্মাত্রের সত্তা নির্ণয় করি। কার্য্য কারণের চিহ্ন বা লক্ষণ মাত্র। (৯ কা) শক্তি ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থা; ক্রিয়ার যাহা উপাদান কারণ তাহাই শক্তি। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। সৎএর কারণ সৎ। ঘটের কারণ মৃত্তিকা। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা সূক্ষ্মের সত্তা নির্ণয় করি অর্থাৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের সত্তা উপলব্ধি করি।

জগতে এক 'আমি' আছি—আর আমি ছাড়া আর যাহা তাহা আছে। জগতে আর কিছু নাই। আমি ছাড়া আর যাহা কিছু তাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির দুই অবস্থা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। নিম্নলিখিত দশম কারিকায় প্রকৃতির এই দুই অবস্থার প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥ (১০)

পদপাঠ। হেতুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গং। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্॥

অন্বয়ঃ—ব্যক্তং হেতুমৎ অনিত্যম্ * * * পরতন্ত্রম্। অব্যক্তম্ বিপরীতম্ (ব্যক্তস্য)।

হেতুমৎ=(হেতু+মতুপ্) হেতু বা কারণযুক্ত। বুদ্ধির প্রকৃতি, পঞ্চ ভূতের কারণ শব্দাদি তন্মাত্র। সমস্ত ব্যক্তই কারণযুক্ত। অব্যক্তের কোন কারণ পাওয়া যায় না। সমস্ত ব্যক্তের দুইটি কারণ, অব্যক্ত উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্তকারণ।

অনিত্য=স্বকারণে লয়শীল। অব্যক্তের কারণ নাই, সুতরাং তাহার স্বকারণে লয় হয় না। যাহার আবির্ভাব তিরোভাব আছে তাহাকে অনিত্য বলা যায়।

অব্যাপী=মৃত্তিকা কারণ, ঘট কার্য্য। যত ঘট আছে তাহাদের সমস্ততেই মৃত্তিকা আছে, কিন্তু যত মৃত্তিকা তৎ সমুদয়ে ঘট নাই। মৃত্তিকাই সমস্ত ঘটকে ব্যাপিয়া আছে, ঘট সমস্ত মৃত্তিকাকে ব্যাপিয়া নাই। কারণই কার্য্যকে ব্যাপিয়া থাকে, কার্য্য কারণকে ব্যাপিয়া থাকে না। ব্যক্ত নিজ কারণের একাংশে অবস্থান করে, সমুদায় অংশ ব্যাপিয়া থাকে না। অব্যক্ত ব্যাপী, ব্যক্ত অব্যাপী।

সক্রিয়ম্=স্পন্দনযুক্ত। কিন্তু অব্যক্ত স্পন্দন শূন্য। প্রকৃতির স্পন্দন শূন্য অবস্থার নাম অব্যক্ত, এবং স্পন্দন যুক্ত অবস্থার নাম ব্যক্ত। অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়, এবং ব্যক্ত সক্রিয় হইলেও উভয়ই (১১ কারিকা); অব্যক্ত প্রকৃতিই ব্যক্তরূপে পরিণত হয়।

অনেকম্=একাধিক ; ব্যক্ত জগৎ ২৩ শ্রেণীতে বা পর্য্যায়ে

বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যে অব্যক্ত তাহা একমাত্র। সিন্ধু এক কিন্তু তরঙ্গমালা হাজার হাজার।

আশ্রিতং = স্বকারণে আশ্রয় করিয়া থাকে। মহদাদি কার্য্য কারণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অব্যক্ত কারণহীন বলিয়া নিরাশ্রয়।

লিঙ্গং = স্বকারণের জ্ঞাপক। পঞ্চভূত পঞ্চ তন্মাত্রের লিঙ্গ। অব্যক্তের কারণ নাই, অতএব উহা অলিঙ্গ।

সাবয়বং = অবয়ব যুক্ত। দেশব্যাপী কালব্যাপী যাহা, অর্থাৎ যাহা এতখানি বা এতক্ষণ তাহাই সাবয়ব। আন্তরিক ভাব সকলের কালব্যাপী অবয়ব আছে, বাহ্য বস্তু সকলের দেশব্যাপী অবয়ব আছে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত। যাহা অনুভব হয় তাহাও ব্যক্ত। আমরা কি কি অনুভব করি? দেশ, কাল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পন্দ, সুখ, দুঃখ, মোহ। সাম্যহীনের অবয়ব নাই, অবয়ব আছে খণ্ডের, টুক্‌রার। অব্যক্ত অবয়ব শূন্য, ব্যক্ত সাবয়ব।

পরতন্ত্রং = পরাধীন (অমরকোষ অভিধান) কার্য্য ক্রিয়ার ব্যক্ত অবস্থা, কার্য্য কারণের অধীন। ব্যক্ত পরের অধীন বা পরতন্ত্র। অব্যক্ত বা প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নয়, অর্থাৎ ইহার কারণ নাই সুতরাং অব্যক্ত স্বতন্ত্র বা অপরতন্ত্র। ঘট অব্যক্ত নহে, ঘট ব্যক্ত। কেন ঘট ব্যক্ত? নিম্নলিখিত কারণে। ঘটের হেতু আছে, যথা মৃত্তিকা, ঘটের আবির্ভাব তিরোভাব আছে, ঘট অনিত্য, ঘট অব্যাপী, ঘটের স্পন্দনে দর্শনেন্দ্রিয় উদ্রিক্ত হয় এবং জীবের রূপ জ্ঞান হয়, ঘট সক্রিয়; একাধিক ঘট দেখিতে পাওয়া যায়, ঘট মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া থাকে; ঘট মৃত্তিকার

জ্ঞাপক, ঘট দেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ঘটের উৎপত্তি পরের অর্থাৎ মৃত্তিকার অধীন।

অর্থ—যাহা (১) হেতুমান (২) অনিত্য (৩) অব্যাপী (৪) সক্রিয় (৫) অনেক (৬) আশ্রিত (৭) লিঙ্গ (৮) সাবয়ব তাহাই ব্যক্ত। যাহা ঐ সকলের বিপরীত অর্থাৎ অহেতুমান, অনিত্য ইত্যাদি তাহাই অব্যক্ত। যাহা ব্যাপী, ক্রিয়াশূন্য, এক, নিরাশ্রয় অলিঙ্গ, দেশ-কালাতীত—এবং স্বতন্ত্র তাহাই অব্যক্ত।

১১

দশম কারিকায় ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিরূপ বা অমিল উক্ত হইয়াছে। অব্যক্তের অপর নাম প্রধান। একাদশ কারিকায় উহাদের স্বরূপ বা মিল বলা হইবে। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণাত্মক এবং অচেতন; পুরুষ গুণাতীত এবং চৈতন্য-স্বরূপ।

ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি-।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥ ১১

পদপাঠ। ত্রিগুণম্ অবিবেকী বিষয়ঃ সামান্যম্ অচেতনম্, প্রসবধর্ম্মী ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতঃ তথা চ পুমান্॥

অন্বয়—তথা ব্যক্তং ত্রিগুণং, অবিবেকী, বিষয়ং, সামান্যং অচেতনং প্রসবধর্ম্মী। তথাচ তদ্বিপরীতঃ পুমান্।

ত্রিগুণম্=অষ্টম কারিকায় ত্রিগুণের কথা বলা হইয়াছে যে জগৎ বিশ্লেষণ করিলে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন পাওয়া যায়। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের নাম প্রকৃতি। ব্যক্ত অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণাত্মক।

অবিবেকী=ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ হইতে অবিবিক্ত বা অভিন্ন। উহারা কেহই কারণ-ভাব ত্যাগ করে না। অন্ধ দিগ্‌বিদিগ্‌শূন্য, ঈক্ষাহীন।

বিষয়=ভোগ্য, জ্ঞানগ্রাহ্য।

সামান্যম্=সাধারণ। অনেকের ভোগ্য ও জ্ঞেয়। বৃক্ষ, ঘট, নর্ত্তকীর ভ্রূলতাভঙ্গ্যাদি বস্তু বহু পুরুষের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, এই জন্য উহা সাধারণ।

অচেতনম্=জড়।

প্রসবধর্ম্মী=প্রসব যাহার ধর্ম্ম। প্রসব=উৎপাদন। প্রসব-ধর্ম্ম=পরিণামী, পূর্ব্বে ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির স্বভাবই প্রসব বা পরিণাম। পরিণামের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ। প্রকৃতি এক ক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া পারে না। সেইজন্য প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে।

তথাচ=এবং, আর।

তৎ বিপরীত :—পূর্ব্বোক্ত 'বিশেষণ' সমূহের বিপরীত হইতেছে পুরুষ; প্রকৃতিকে পরিণামী, জড়, সাধারণ, ভোগ্য, ঈক্ষাহীন, ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে। পুরুষ উহাদের বিপরীত অর্থাৎ চেতন, পরিণামশূন্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অসাধারণ এবং ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন।

অর্থ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয় বস্তুই ত্রিগুণ, অন্ধ জ্ঞানগ্রাহ্য সাধারণ, জড় এবং পরিণামী। পুরুষতত্ত্ব ইহার বিপরীত।

১২

ত্রিগুণের বিষয় ১২।১৩ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতির উভয় ভাবই ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির তিন অঙ্গ

—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাংখ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতির এই তিনগুণ বা এই তিনশক্তি; ইহারা যথাক্রমে সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক। সত্ত্বশক্তি প্রকাশ করে, রজঃশক্তি ক্রিয়া বা গতি উৎপন্ন করে, আর তমঃশক্তি আবরণ করে বা গতি ও ক্রিয়া বন্ধ করে। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, আশ্রয় করে, উৎপন্ন করে, এবং একটি অপরটির সহিত ক্রীড়া করে। সত্ত্বগুণ, লঘু ও প্রকাশ্যভাব; রজঃগুণ, উত্তেজক ও চঞ্চলতাকারী; তমঃগুণ, গুরু ও আবরণকারী। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম, তৈল সলিতা ও অগ্নি সংযোগে প্রদীপের ন্যায়, এই গুণগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও, তাহারা একত্র কার্য্য করে। এই ত্রিগুণ হইতে, ব্যক্ত প্রকৃতির অবিবেকাদি ধর্ম্ম জন্মে। এবং কার্য্য কারণের গুণাত্মক বলিয়া এই ব্যক্ত প্রকৃতির ত্রিগুণভাব হইতে, অব্যক্ত প্রকৃতিও যে ত্রিগুণসম্পন্ন, তাহা সিদ্ধ হয়, এবং যে (পুরুষ) ত্রিগুণাত্মক নহে, তাহা যে ইহার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥ (১২)

পদপাঠ। প্রীতি অপ্রীতি বিষাদ আত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তি-নিয়ম অর্থাঃ। অন্যোন্য অভিভব আশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়ঃ চ

অন্বয়—গুণাঃ (১) প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ, (২) প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ, চ (কিমন্যাঃ) (৩) অন্যোন্যা······বৃত্তয়ঃ। (বৃত্তির বহুবচনে বৃত্তয়ঃ)

(১), (২) এবং (৩) গুণাঃ শব্দের বিশেষণ।

সেই প্রকৃতির গুণ সমূহ কিরূপ? প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ। আত্মকাঃ=(আত্মন+ক) স্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের স্বরূপ কি? যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি এবং বিষাদ। প্রীত্যাদি যাহার স্বরূপ তাহা।

প্রীতি=সুখ, আরামের ভাব। অপ্রীতি=দুঃখ, অস্বস্তির ভাব। বিষাদ=মোহ। ত্রিগুণের সুখ দুঃখ মোহ আছে। স্থূল পঞ্চভূত হইতে মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুই সুখের হেতু, দুঃখের হেতু, এবং মোহের হেতু হইয়া থাকে। জগতে এমন বস্তু নাই যাহা কেবলমাত্র সুখের হেতু, কিংবা কেবলমাত্র দুঃখের হেতু, কিংবা কেবলমাত্র মোহের হেতু। শুদ্ধমাত্র সত্ত্বগুণাত্মক কিংবা রজোগুণাত্মক কিংবা তমোগুণাত্মক বস্তু নাই। অদ্বিতীয়া সীতাদেবী রামচন্দ্রের মনে সুখ, শূর্পনখার মনে দুঃখ এবং রাবনের মনে মোহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত ভয়ে মানুষ এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ে যে ব্যাঘ্র হাত চিবাইতে থাকিলেও তাহার অনুভূতি হয় না, ইহা মোহ ভাবের দৃষ্টান্ত। মোহ মানুষকে জড় করিয়া ফেলে। কতকগুলি ভাবের নাম প্রীতি—কতকগুলি ভাবের নাম অপ্রীতি, এবং কতকগুলি ভাবের নাম বিষাদ। তমগুণের নিদ্রা ভয় আলস্য বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত উহারা বিষাদাত্মক বলিয়া উক্ত হয়।

প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থঃ—প্রকাশ যাহার অর্থ বা প্রয়োজন; প্রকাশশীল। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল, রজঃ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশীল, তমঃ নিয়ম বা নিরোধশীল। সর্ব্ব বস্তুই প্রথমে অপ্রকাশ থাকে, পরে প্রকাশিত হইবার জন্য ক্রিয়াশীল হয় এবং তৎপরে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য হয়। বস্তুতে তিন ভাব সতত টানাটানি করিতেছে,

ফলে কেহ বা স্পষ্ট প্রকাশিত, কেহ বা ঈষৎ প্রকাশিত হইতেছে। মনুষ্য পশু এবং বৃক্ষ ইহারা সকলেই সত্ত্ব রজঃ তমাত্মক; তবে মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয়, পশুর কর্ম্মেন্দ্রিয়, বৃক্ষের প্রাণেন্দ্রিয় (দেহ রক্ষার শক্তি) অর্থাৎ মনুষ্যের সত্ত্বগুণ, পশুর রজোগুণ এবং বৃক্ষের তমোগুণ অন্য দুই গুণ অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। গাছে ছুরিকাঘাত করিলে গাছের সহজে মৃত্যু হয় না।

অন্যোন্যাভিভববৃত্তিঃ=গুণসকল প্রত্যেকেই অন্যোন্যাভিভব বৃত্তি। অন্যোন্য=পরস্পর, অন্য অন্যের প্রতি, অভিভব=পরাভব; গুণত্রয়ের প্রত্যেকের বৃত্তি অন্য দুই গুণ বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া উত্থিত হয়। বৃত্তি=ক্রিয়া।

অন্যোন্যআশ্রয়বৃত্তি=পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ক্রিয়া হয়।

অন্যোন্যজননবৃত্তি=পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বিকার বা কার্য্য জন্মায়।

অন্যোন্যমিথুনবৃত্তি=পরস্পর পরস্পরের নিত্যসঙ্গী, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক গুণের কার্য্যের ভিতর তিন গুণই থাকে।

অর্থ—সত্ত্বগুণ প্রীতিস্বরূপ, রজঃ অপ্রীতিস্বরূপ এবং তমঃ বিষাদস্বরূপ সত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজঃ গুণের প্রবৃত্তি, এবং তমঃ গুণের প্রয়োজন নিরোধ। এই তিন গুণের বৃত্তি এই যে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের বিকার ঘটায় এবং পরস্পর পরস্পরের নিত্য সঙ্গী।

১৩

সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥ (১৩)

পদপাঠ। সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টং উপষ্টম্ভকম্ চলম্ চ রজঃ।
গুরু বরণকম্ এব তমঃ প্রদীপবৎ চ অর্থতঃ বৃত্তিঃ।

অন্বয়। সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্; রজঃ চলং উপষ্টম্ভকং; তমঃ গুরু বরণকম্ এব; প্রদীপবৎ (এষাম্) অর্থতঃ বৃত্তিঃ।

লঘু=গুরুর বিপরীত। হালকা ভাব। শরীরের, ইন্দ্রিয়ের ও অন্তঃকরণের আলস্যহীন ভাব। ইহাতে কার্য্য সহজে ও সুখে করা যায়। সাত্ত্বিক ভাব ইষ্ট। তমঃ গুরু, বরণক অর্থাৎ আবরণক। শরীরের ইন্দ্রিয়ের ও অন্তঃকরণের জড়তা পূর্ণ ভাব। আবরণক প্রকাশক ধর্ম্মের বিরোধী। সত্ত্ব প্রকাশ করে, তমঃ আবরণ করে।

রজঃ উপষ্টম্ভকং=জড়তার নাশকারী; চল=চঞ্চল। উপষ্টম্ভ =উদ্রেক, আরম্ভ। ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তর পাওয়াই রজঃ-গুণের স্বভাব।

প্রদীপবৎ=প্রদীপের ন্যায়। প্রদীপের তেল, বাতি আগুণ আছে। তেল বাতি আগুণ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী, অথচ সকলে মিলিত হইয়া রূপ প্রকাশ করিতেছে।

অর্থতঃ=কোন এক বিষয়ে। (তস্ প্রত্যয় ৭মীতে)

বৃত্তিঃ=কার্য্য, সত্ত্ব রজঃ তমঃ ভিন্ন স্বভাব হইলেও পরস্পরের সঙ্গী এবং একই বিষয় আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, উহাদের কার্য্য প্রদীপের তুল্য।

অর্থ:—সত্ত্ব লঘু প্রকাশশীল এবং ইহা সাংখ্যাচার্য্যদের অভিমত। রজঃ উপষ্টম্ভক এবং চল। তমঃ গুরু এবং আবরণক। প্রদীপের ন্যায় কোন এক বিষয়ে থাকিয়া উহারা কার্য্য করে।

১৪

বিশ্বের মূলকারণ ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত।

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥ (১৪)

পদপাঠ। অবিবেকী আদেঃ সিদ্ধি ত্রৈগুণাৎ তৎ বিপর্য্যয়ে অভাবাৎ। কারণ গুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য অব্যক্তম্ অপি সিদ্ধম্॥

অন্বয়। ত্রৈগুণ্যাৎ অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ; তদ্বিপর্য্যয়ে অভাবাৎ (অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ চ); কার্য্যাস্য কারণ-গুণাত্মকত্বাৎ অব্যক্তম্ অপি সিদ্ধম্।

ত্রৈগুণ্যাৎ = গুণত্রয় থাকাতেই। অবিবেক্যাদেঃ (অবিবেকী আদি শব্দের ৬ষ্ঠীর ১ বচন) অবিবেকাদি ধর্ম্মের। সিদ্ধিঃ = নির্ণয় (হয়)।

আর কি হইতে ঐ সকল ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়? তদ্বিপর্য্যয়ে অভবাৎ। তৎ+বিপর্য্যয়ে (৭মী বিভক্তি); তাহার বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ অবিবেকীর যাহা বিপরীত তাহাতে, অর্থাৎ পুরুষে, (তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ১১ কারিকা)। অভাবাৎ = গুণের অভাবাৎ, পুরুষে ত্রিগুণের অভাব হইতে।

দুই প্রণালীতে ব্যক্ত এবং অব্যক্তের অবিবেকিত্ব সিদ্ধ হয়। ৫ম কারিকায় অনুমানকে "লিঙ্গ-লিঙ্গী পূর্ব্বকম্" বলা হইয়াছে।

ন্যায় দর্শন অনুসারে লিঙ্গ = ব্যাপ্য, এবং লিঙ্গী = ব্যাপক ; এবং এবং ব্যাপ্য ও ব্যাপক ভাবের নাম ব্যাপ্তি অর্থাৎ অবিনাভাব বা নিত্য সহচর সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি তর্কের অঙ্গ বিশেষ। থাকিলে থাকে এইরূপ ব্যাপ্তির নাম অন্বয়ী, যথা, ধূম থাকিলে মূলে বহ্নি থাকে। না থাকিলে থাকে না এইরূপ ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেকী, যথা—বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না। কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব হয়। ত্রিগুণ থাকিলে অবিবেকিত্ব থাকে—ইহা অন্বয়ী। অবিবেকিত্ব যথায় নাই ত্রিগুণও তথায় নাই—ইহা ব্যতিরেকী। পুরুষে ত্রিগুণের অভাব, যে হেতু পুরুষে অবিবেকিত্ব নাই।

কার্য্যস্য কারণগুণাত্মকত্বাৎ = কার্য্যের কারণগুণাত্মকত্ব হেতু। কার্য্যে যাহা দেখা যায় তাহা কারণেরই গুণ বলিয়া ;

অব্যক্তং অপি সিদ্ধম্ = অব্যক্তও সিদ্ধ হইল। ব্যক্তের ধর্ম্ম অনিত্যতা বা উদয়লয়শীলতা ; ইহা ত্রিগুণ হইতেই ঘটে ; কারণে ত্রিগুণ থাকিলে কার্য্যে ত্রিগুণের পরিস্ফুট ভাব দেখা যায়। অতএব ত্রিগুণই ব্যক্ত বা বিশ্বের কারণ। যাহা ত্রিগুণাত্মক তাহার নাম অব্যক্ত।

অর্থ :—পুরুষে ত্রিগুণ নাই সেইজন্য পুরুষে অবিবেকিত্ব নাই। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ত্রিগুণ আছে সেইজন্য ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই অবিবেকি। অতএব ত্রিগুণই অবিবেকিত্বের কারণ। কার্য্য কারণের গুণ পায়। উদয় এবং লয়শীলতা ব্যক্তের ধর্ম্ম। উহা ত্রিগুণের অবস্থা বিশেষ। ত্রিগুণ প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং নিরোধাত্মক। কার্য্য হইতেছে প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি এবং নিরোধের আবর্ত্তন। অতএব ব্যক্ত বা বিশ্বের মূলকারণ ত্রিগুণরূপ অব্যক্ত তাহাও সিদ্ধ হইল।

১৫

ষোড়শ কারিকার প্রথম পাদে "কারণমস্ত্যব্যক্তং" বাক্য আছে; উহার অর্থ—অব্যক্তং কারণম্ অস্তি, এক অব্যক্ত কারণ আছে। উক্ত পদের সহিত ১৫ কারিকার সংযোগ আছে।

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাৎ অবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥ (১৫)

পদপাঠ। ভেদানাং.........প্রবৃত্তেঃ চ।
কারণ............বৈশ্বরূপ্যস্য ॥

অন্বয়। ভেদানং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ চ, কারণকার্য্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য (অব্যক্তং কারণম্ অস্তি)।

ভেদানাং = (৬ষ্ঠী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর, যথা ঘট, বৃক্ষ, চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুর

পরিমানাৎ = (৫মী) বস্তুর দীর্ঘতাদিকে পরিমাণ বলে। যে বস্তুর মাপ আছে সে বস্তু অপর এক বৃহত্তর বস্তু হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া।

সমন্বয়াৎ = সম + অন্বয় = সম্বন্ধ, সমান সম্বন্ধ। বলয় কঙ্কণ হারাদি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারের সহিত সুবর্ণের সমান সম্বন্ধ। ত্রয়োবিংশতি ব্যক্ত তত্ত্ব এবং এক অব্যক্ত তত্ত্বের মধ্যে সুখ দুঃখ মোহাত্মক যে ত্রিগুণ সেই ত্রিগুণ দ্বারা সমন্বয় ঘটিয়াছে। বিভিন্ন পদার্থেরা কতকগুলি সাধারণ গুণবিশিষ্ট বলিয়া।

শক্তিতঃ (শক্তি + তস্) শক্তি হইতে। প্রবৃত্তি শব্দের ৫মীর একবচন প্রবৃত্তেঃ, প্রবৃত্তি = যত্ন, উৎপত্তি। শক্তি হইতে ক্রিয়া জন্মে বলিয়া। কার্য্যের কারণে স্থিত অব্যক্ত অবস্থার নাম শক্তি।

কারণকার্য্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ=বিভাগাৎ—ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা যায় বলিয়া; ঘটরূপ কার্য্য মৃৎপিণ্ডরূপ কারণে থাকিয়া উহা হইতে আবির্ভূত হইয়া বিভক্ত হয়। অবিভাগাৎ—অভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা যায় বলিয়া। উৎপত্তি এবং ব্যক্তরূপে স্থিতি অবস্থার কার্য্যকে কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়; উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রলয়ের পরে কার্য্যকে কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা যায় বলিয়া (তখন কারণেতে অভেদ সম্বন্ধে কার্য্য থাকে)

ঐ সকল হয় বলিয়া কি হয়? সমস্ত মূর্ত্তির এক অব্যক্ত কারণ সিদ্ধ হয়।

বৈশ্বরূপ্য = বিশ্ব—সমস্ত, রূপ-মূর্ত্তি (স্বার্থে ষ্ণ্য)।

অর্থ :—বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ এবং সমন্বয় হেতু, শক্তি হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হেতু, কার্য্য ও কারণের বিভিন্ন অবস্থার ভেদাভেদ হেতু হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিশ্বের নানারূপ বস্তুর এক অব্যক্ত কারণ আছে।

১৬

ষোড়শ কারিকায় অব্যক্ত সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে।

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥ (১৬)

পদপাঠ। কারণম্ অস্তি অব্যক্তম্ সমুদয়াৎ চ। ইত্যাদি

অন্বয়। অব্যক্তং কারণম্ অস্তি। ত্রিগুণতঃ সমুদয়াৎ চ প্রবর্ত্ততে, প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ; পরিণামতঃ সলিলবৎ ॥

কতকগুলি যুক্তিদ্বারা 'অব্যক্ত এক কারণ আছে'। ইহা

দেখাইবার জন্য ১৫ কারিকায় চেষ্টা হইয়াছে। অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক। অর্থাৎ তিন গুণে মিলিয়া এক প্রকৃতি; প্রকৃতির কার্য্য তিনের সম্মিলিত ভাবে কার্য্য।

ত্রিগুণতঃ = (ত্রিগুণ + তস্, ৬ষ্ঠী) অব্যক্তের সেই ত্রিগুণের; ত্রিগুণের কিরূপ অবস্থা? না—সমুদয়াৎ = একত্রিত অবস্থা হইতে অর্থাৎ একত্রিত ত্রিগুণ হইতে। সমুদয় = মিলিত হইয়া আবির্ভাব। এবংবিধ ত্রিগুণ হইতে কি হয়—না প্রবর্ত্ততে, কি প্রবর্ত্ততে, কি উৎপন্ন হয়—না সমস্তই। ত্রিগুণ একত্রিত বা সমবেত হইয়া এক একটি কার্য্য করে। এই যে সমবেত ত্রিগুণ হইতে যে বস্তু সকলের উৎপত্তি হয়, তাহারা কি সমস্ত এক ধরণের? না। তবে কি? উৎপন্ন বস্তু বিভিন্ন ধরণের। কেন এমন হয় ইহার হেতু কি? উত্তর—প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

প্রতিপ্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ—প্রতিপ্রতি—একএকটি।

গুণাশ্রয় বিশেষাৎ—আশ্রয়ী গুণের বিশিষ্টতা অনুসারে, যে গুণ মহদাদিকে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই গুণের বিশিষ্টতা অনুসারে। সত্ত্ব গুণের লঘুতা, রজোগুণের চঞ্চলতা এবং তমোগুণের গুরুতা। ইহারাই হইতেছে ঐ সকল গুণের বিশিষ্টতা। পঞ্চ তন্মাত্রের শব্দে অপর দুইগুণ বিদ্যমান থাকিলেও তথায় সত্ত্বের, রূপে—রজের এবং গন্ধে—তমের বিশিষ্টতা আছে। অত সূক্ষ্ম সহজে বোধগম্য হয় না। স্থূল দৃষ্টান্ত কি নাই? আছে। কি?

পরিণামতঃ সলিলবৎ—পরিণামে মেঘ জল তুল্য। বৃষ্টিধারা ধরায় পতিত হইয়া নানা বৃক্ষে নানা ফলে সঞ্চিত হয়। ত্রিগুণাত্মক একই জল নানা ফলে নানা বিকার বা রস ঘটায়, যথা—জামরুল, আঙ্গুর এবং ধুতুরা।

অর্থ :—ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। ত্রিগুণ সমবেত হইয়া এক একটি কার্য্য করে। প্রত্যেক গুণের বিশেষত্ব আছে, যথা সত্ত্বের প্রকাশ, রজের প্রবৃত্তি এবং তমের স্থিতি। গুণাদির বিশেষত্ব অনুসারে কোন কার্য্য প্রকাশ-প্রধান কোন কার্য্য ক্রিয়া-প্রধান এবং কোন কার্য্য স্থিতি-প্রধান হইয়া থাকে, যেমন মেঘবারি একরূপ, আধার বশে উহার বিবিধ রস হইয়া থাকে; গুণের পরিণামও সেইরূপ।

১৭

পরে কারিকা সমূহে প্রায়ই পুরুষার্থ শব্দ পাওয়া যাইবে। পুরুষার্থ মানে ভোগ এবং অপবর্গ। অর্থ মানে প্রয়োজন। প্রয়োজন সাধন-নিমিত্ত প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইয়াছিল। এই সংযোগ দ্বারা কি বুঝায় তাহা প্রকাশ করা উচিত। স্বচ্ছস্ফটিক পাত্রের সন্নিধানে রঙ্গিন ফুলের স্থাপন এই সংযোগের দৃষ্টান্ত। পাত্র স্বচ্ছ কিন্তু নিকটস্থ ফুলের রং অনুসারে পাত্র বিভিন্ন বর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। রক্ত জবা-পুষ্পে পাত্র রক্ত, নীল অপরাজিতায় পাত্র নীল। আমি দুঃখী, আমি সুখী যখন এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া ভিতরের ভাব প্রকাশ করে তখন আমি "আমি"-রূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া যে "আমি" কে জানাইতে চাহি সেই, "আমি" চৈতন্য বা পুরুষ নহে—উহা অভিমান। আর একটি বাক্য গ্রহণ করা যাউক। 'আমি জানি, আমি দেখিতেছি'। এই বাক্যে দুইটি "আমি" আছে। প্রথম দ্বিতীয় "আমি"র দেখারূপ কার্য্য জানিতেছে। কার্য্য মানে পরিণাম। 'আমি জানিতেছি আমি দেখি, আমি জানিতেছি আমি শুনি', 'আমি জানিতেছি আমি শুঁকি, ইত্যাদি বাক্যে

প্রথম "আমি" সর্ব্বদাই জানে, দ্বিতীয় "আমি" কখনও দেখে, কখনও শুনে, কখনও শুঁকে ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য করে বা পরিণাম পায়। যে "আমি" সতত জানে এবং যে "আমি" ক্ষণে ক্ষণে কখনও বা দেখে, কখনও বা শুনে কখনও বা শুঁকে, এই দুই "আমি" পরস্পর জড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ আলোকে দেখার মতন দুই "আমি" প্রতীত হয়, কিন্তু সে প্রতীতি অস্পষ্ট। প্রথম "আমি" চৈতন্য, দ্বিতীয় "আমি" মহত্তের পরিণাম অহঙ্কার। বিদ্যুৎ যদি ক্ষণদা না হইত তবে দুই "আমি"র পার্থক্য স্পষ্ট হইত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। জ্ঞান এবং আলোক একই কথা, যে জ্ঞান বা আলোকের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত দুই "আমি"কে বরাবর স্পষ্ট পৃথক দেখা যায় তাহাই হইতেছে বিবেক জ্ঞান বা অপবর্গ। যতক্ষণ সেই আলোক না আসে ততক্ষণ দুই "আমি" এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় "আমি"র সুখ দুঃখ মোহ প্রথম "আমি"র সুখ দুঃখ মোহ বলিয়া মনে হয়, ততক্ষণ এই ভুলের নাম পুরুষের ভোগ। (১৯, ২০, ২১, ২২, ৩৭ কারিকা দ্রষ্টব্য)

ইতিপূর্ব্বে অব্যক্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি দেখান হইয়াছে। ১৭ কারিকায় 'সংঘাত পরার্থত্বাৎ' প্রভৃতি ৫ হেতু দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে।

সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃ ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ (১৭)

পদপাঠ। সংঘাত পর অর্থত্বাৎ ত্রিগুণ আদি বিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃ ভাবাৎ কৈবল্য অর্থং প্রবৃত্তেঃ চ।

অন্বয়। সংঘাত পরার্থত্বাৎ, ত্রিগুণাদি বিপর্যায়াৎ, অধিষ্ঠানাৎ, ভোক্তৃভাবাৎ, চ, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ পুরুষঃ অস্তি।

পুরুষ আছেন। কি করিয়া জানিলে? জানিবার ৫ হেতু আছে যথা—(১) সংঘাত পরার্থত্ব (২) ত্রিগুণ বিপর্য্যয়, (৩) অধিষ্ঠান, (৪) ভোক্তৃভাব, এবং (৫) কৈবল্য প্রবৃত্তি।

সংঘাত পরার্থত্ব=সংঘাত বা সংহতের পরার্থত্ব। পর বা অপরের অর্থত্ব বা প্রয়োজন। সম্মিলিত ভাবে দশের কার্য্য মূলে অপর কাহারও প্রয়োজন থাকে। রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে; সেই কার্য্য হইতেছে অট্টালিকা নির্ম্মাণ। অট্টালিকা ছুতারের কিংবা রাজমিস্ত্রির কিংবা কুলীমজুরের কিংবা ইহাদের মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নির্ম্মিত হয় না। অট্টালিকাকে কেবলমাত্র ছুতার কিংবা রাজমিস্ত্রির কিংবা কুলী মজুর কেহই নিজকৃত বলিতে পারে না। কেবলমাত্র বৃক্ষের দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র চক্ষু দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র মনের দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান হয় না। বৃক্ষজ্ঞান বৃক্ষ, চক্ষু, মন প্রভৃতির সম্মিলিত কার্য্যের ফল। এই জ্ঞান বৃক্ষের জন্যও হয় না, চক্ষুর জন্যও হয় না, মনের জন্যও হয় না। তবে কাহার জন্য হয়? নিশ্চয়ই একজন অপর কাহারও জন্য হয়।

ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়=ত্রিগুণের মধ্যে রেষারেষি ধস্তাধস্তি। অব্যক্তে তিন গুণ সাম্যভাবে থাকে। ব্যক্তে তিনগুণে ধস্তাধস্তি হয়; কেন এইরূপ হয়? নিশ্চয়ই এই ধস্তাধস্তির মূলে অপর কেহ একজন আছেন। পুরুষ নিমিত্ত কারণ। বিপর্য্যস্ত শব্দের এবং বিপর্য্যয় শব্দের মূল এক। বিপর্য্যস্ত=ওলট পালট।

অধিষ্ঠান=রথ সজ্জিত, সারথি অশ্বের বল্গা ধরিয়া বসিয়া

আছেন রথী যেই রথে অধিষ্ঠিত হইলেন অমনি রথ চলিতে লাগিল। সারথি ও অশ্ব ব্যতীত নিশ্চয়ই অপর কেহ একজন আছেন যাঁহার অধিষ্ঠানে দেহ রূপ রথ চলিতেছে! চৈতন্যের সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন মন চেতন তুল্য হয়।

ভোক্তৃভাব=ভোক্তার ভাব। জগতে এত রূপ, এত গন্ধ সুন্দরভাবে সজ্জিত আছে ইহা কি বৃথা সজ্জিত আছে। রূপ রূপকে ভোগ করে না, শব্দ শব্দকে ভোগ করে না; এ বিষয় কে ভোগ করিবে? নিশ্চয়ই এই বিষয় ভোগের জন্য বিষয়ের অতিরিক্ত অপর কেহ একজন আছেন।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তি,—প্রবৃত্তি=যত্ন, চেষ্টা। কেবলের ভাব কৈবল্য। কেবল শব্দের অর্থ একমাত্র। বন্ধন শব্দে দুইটি বস্তু বুঝায় যথা রজ্জু এবং রজ্জু-বদ্ধ। রজ্জু-বদ্ধই রজ্জু ছিন্ন করিয়া একমাত্র হইতে চায়। সুখ দুঃখ এবং মোহ ইহারা রজ্জু স্বরূপ। তবুও তাহার কেন মধ্যে মধ্যে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি তো সুখ দুঃখ মোহাত্মক বুদ্ধির নহে! তবে কার প্রবৃত্তি?—নিশ্চয় অপর কেহ একজন আছেন যাঁহার সন্নিধান বশতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়। এই অপর কেহ যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিনা তিনিই পুরুষ। *

অর্থ:—সংহত কার্য্য পরের প্রয়োজনের জন্য ঘটে; ত্রিগুণের সাম্য ভাবের যে বৈষম্য হয় তাহার হেতু আবশ্যক; অধিষ্ঠাতা

---

* আমার দুঃখ ভোগ না হউক এইরূপ প্রার্থনা সকলেরই হইয়া থাকে। পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও দুঃখের সহিত তাহার একরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই সম্বন্ধ প্রতিবিম্ব রূপ। যেমন সরোবরের তটস্থ বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ চিন্ময় দর্পন স্বরূপ পুরুষে দুঃখ প্রতিবিম্বিত হয়।

ব্যতীত রথ চলে না, ভোগ করিবার বস্তু থাকিলেই ভোক্তার আবশ্যক, হৃদয়ে সংসার ত্যাগের প্রবৃত্তি সময় সময় জাগে; এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পুরুষ আছেন।

১৮

সাংখ্য মতে আত্মা বহু, জীবও বহু। বৈদান্তিকেরা বলেন আত্মা এক কিন্তু জীব বহু। ১৮ কারিকায় ত্রিবিধ যুক্তি দ্বারা আত্মার বহুত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জন্মমরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ (১৮)

পদপাঠ। জন্ম মরণ করণানাং প্রতি নিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ চ। পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যাৎ চ এব ॥

অন্বয়। জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ, অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ চ, ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ চ এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ॥

জন্মমরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ। করণ = ইন্দ্রিয়। প্রতি = প্রত্যেক, পৃথক পৃথক। নিয়মাৎ = নিয়ম হইতে, বিধান হইতে। নিয়মাৎ, প্রবৃত্তেঃ, বিপর্য্যয়াৎ এই তিন শব্দই হেত্বার্থে পঞ্চমী হইয়াছে। জন্মাদি শরীরের ধর্ম্ম। শরীর আত্মার ভোগায়তন। জীবে জীবে জন্ম মৃত্যু এবং ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম বা ব্যবস্থা হেতু। যদি আত্মা বহু না হইত, তবে এক ভোগায়তনের নাশে যাবতীয় ভোগায়তনের নাশ ঘটিত।

অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ। অযুগপৎ (প্রবৃত্তির বিশেষণ) ন—যুগপৎ; যুগপৎ = এক সঙ্গে; অন্তঃকরণের চেষ্টার নাম প্রবৃত্তি। এক

সঙ্গে প্রবৃত্তির অভাব হেতু। জীবগণের একসঙ্গে ধর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া।

ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ = ত্রৈগুণ্যের বৈষম্য হেতু। জীবে জীবে ত্রিগুণ ভাবের ভিন্নতা হেতু।

কেহ সত্ত্বগুণ প্রধান অতএব সুখী, কেহ রজগুণ প্রধান অতএব দুঃখী, আবার কেহ বা তমোগুণ প্রধান অতএব মূঢ়। কেন এ বৈষম্য? উত্তর পুরুষের বহুত্ব। সুখ দুঃখ মোহ, ইন্দ্রিয়ের বিফলতা, জন্ম মৃত্যুর নানাত্ব দেখিয়া বহুপুরুষ সিদ্ধ হইয়াছে। যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত, তবে এক জনের ইন্দ্রিয় বিকল হইলে, সকলের ইন্দ্রিয় বিকল হইত, একজন সুখী হইলে সকলেই সুখী হইত।

অর্থ:—সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দেখা যায় না; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; এক পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্য গুণ প্রবল। অতএব পুরুষ বহু।

১৯

১৯ কারিকায় পুরুষের স্বভাব সংগৃহীত হইয়াছে। ১১ কারিকায় পুরুষ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য॥
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বম কর্ত্তৃভাবশ্চ॥ (১৯)

পদপাঠ। তস্মাৎ চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অস্য পুরুষস্য। কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবঃ চ।

অন্বয়। তস্মাৎ বিপর্য্যাসাৎ অস্য পুরুষস্য সাক্ষিত্বম্, কৈবল্যম্, মাধ্যস্থম্ দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবঃ চ সিদ্ধম্ ॥

তস্মাৎ=সেই, বিপর্য্যাসাৎ চ=বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য হইতেই অস্য=এই, পুরুষস্য=পুরুষের স্বভাব, সিদ্ধং=সিদ্ধ হয়। কি কি স্বভাব? সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্ত্তৃভাব। সেই বৈপরীত্য—কোন্ বৈপরীত্য? ১১ কারিকায় উহার উল্লেখ আছে। পুরুষ ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিপরীত। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য অচেতন এবং প্রসবধর্ম্মী। অর্থাৎ পুরুষ চেতন, গুণাতীত, অনুৎপাদক ইত্যাদি।

সাক্ষিত্বম্=সাক্ষীর ভাব। অর্থী প্রত্যর্থীরা বিবাদের বিষয় সাক্ষীকে, দেখাইয়া থাকে সাক্ষী দেখিয়া থাকে। সাক্ষী—দ্রষ্টা হয়।

দ্রষ্টৃত্বম্=দ্রষ্টার ভাব। অচেতন প্রকৃতি স্বীয় রূপ চেতন পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত করিলে পুরুষ তাহা দর্শন করে। পুরুষ চেতন বলিয়া স্বাক্ষী এবং দ্রষ্টা। দৃশ্ ধাতু হইতে দ্রষ্টা হইয়াছে (দৃশ+তৃণ)।

কৈবল্যং=পুরুষ কেবল। কেবল=মুক্ত। ত্রিগুণ সুখ দুঃখ মোহাত্মক; যাঁহার সুখ দুঃখ মোহ ধর্ম্ম নহে তিনি মুক্ত। পুরুষ অ-ত্রিগুণ বলিয়া—কেবল।

মাধ্যস্থম্=মধ্যস্থের ভাব। বিবাদে অর্থী এবং প্রত্যর্থী কাহাকে মধ্যস্থ ঠিক করে? না—যিনি উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দিকে টান দেখাইবেন না। সুখী সুখে তৃপ্ত হয়, দুঃখী দুঃখকে দ্বেষ করে, কিন্তু পুরুষ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ত্রিগুণের অতীত, সুতরাং তিনি মধ্যস্থ বা উদাসীন।

অকর্তৃভাব=অকর্ত্তার ভাব। পুরুষ অকর্ত্তা—পুরুষ কর্ত্তা নহে। কর্ত্তা উৎপন্ন করে। জগতের যত কিছু পরিণাম বা কার্য্য তাহাদের মূলে ত্রিগুণ। কিন্তু পুরুষ অ-ত্রিগুণ অতএব তাঁহার ক্রিয়া নাই, তিনি অকর্ত্তা। গুণত্রয়ের বৃত্তির দ্বারায় অর্থাৎ বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব এবং পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

অর্থ :—পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির বিপরীত বলিয়া পুরুষ সাক্ষি মাত্র পুরুষ কেবল, পুরুষ উদাসীন, পুরুষ দ্রষ্টা, পুরুষ অকর্ত্তা।

২০

পূর্ব্ব কারিকায় পুরুষকে অকর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। কেন এমন হয় তাহার কারণ ২০ কারিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। "সাংখ্য মতে সৃষ্টি কালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। তাহার ফলে পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচারিত হয়। সেইজন্য বস্তুতঃ প্রকৃতি অচেতন হইলেও চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুতঃ পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়।" (গীতায় ঈশ্বর-বাদ)। এই কারিকায় বলা হইয়াছে যে একই ব্যক্তি চেতন ও কর্ত্তা নহে।

তস্মাৎ তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ (২০)

পদপাঠ। তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনম্ চেতনাবৎ ইব লিঙ্গম্। গুণ কর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তা ইব ভবতি উদাসীনঃ।

অন্বয়। তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনম্ লিঙ্গম্ চেতনাবৎ ভবতি ; তথাচ গুণ কর্তৃত্বে উদাসীনঃ কর্ত্তা ইব ভবতি।

তস্মাৎ = সেই হেতু, পুরুষের চেতনত্ব হেতু ; তৎ = তাহার, পুরুষের ; সংযোগাৎ = সংযোগ হওয়াতে। পুরুষের সহিত দেহ দেশ কালের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও পুরুষ অসঙ্গ। সংযোগ বা সম্বন্ধ সঙ্গ নহে। পদ্মপত্রস্থ জল এবং পদ্মপত্রের সংযোগ থাকিলেও জলের সহিত পত্রের সঙ্গতা নাই। (দেশ কাল ৩৩ কারিকায় দ্রষ্টব্য)।

বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতিকে ব্যক্ত বলা যায়। ১০কারিকায় ব্যক্তকে অচেতন লিঙ্গ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অচেতনম্ লিঙ্গম্ = অচেতন বুদ্ধি প্রভৃতি। পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগে বুদ্ধি নামক যে প্রথম 'ব্যক্ত-তত্ত্ব উদ্ভব হয়, যাহা অব্যক্তের জ্ঞাপক সেই বুদ্ধি অচেতন। সেই অচেতন বুদ্ধি সংযোগ হেতু 'চেতনাবৎ ভবতি' = চেতনের মত হয়। তথাচ = আরও অর্থাৎ ঐ সংযোগ হেতু আরও কিছু ঘটে। কি ঘটে ? উদাসীনঃ = উদাসীন পুরুষ, গুণ কর্তৃত্বে = ত্রিগুণের কর্তৃত্ব যোগে ; কর্ত্তা ইব ভবতি = কর্ত্তার মত হন। কর্ত্তা শব্দের অর্থ কি ?—"যে কার্য্যটি করিতে হইবে, তাহার অনুকূল যত্ন যাহাতে থাকে, তাহাকে সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলে।" ত্রিগুণই সমস্ত ক্রিয়ার কারণ। ত্রিগুণই কার্য্য করে। ত্রিগুণ অচেতনের ধর্ম্ম। চেতন অচেতনের সংযোগে চেতন অচেতনের মত হয়, এবং অচেতন চেতনের মত হয়।

অর্থ :—পুরুষের অতি সান্নিধ্যে বা সংযোগে অচেতন বুদ্ধি চেতনের মত হয়, এবং গুণ সকলের কর্তৃত্ব সংযোগে উদাসীন পুরুষ কর্ত্তার মত হয়।

২১

২০ কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে। কেন এই সংযোগ হয়, এই সংযোগের ফল কি এ বিষয় ২১ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎ কৃতঃ সর্গঃ ॥ (২১)

পদপাঠ। পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গু অন্ধবৎ উভয়োঃ অপি সংযোগঃ তৎকৃতঃ সর্গঃ।

অন্বয়। পুরুষস্য কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য দর্শনার্থং উভয়োঃ অপি পঙ্গু অন্ধবৎ সংযোগঃ। তৎকৃতঃ সর্গঃ।

প্রকৃতি এবং পুরুষের কেন সংযোগ হয়? ভোগ এবং পরমার্থের জন্য সংযোগ এবং তৎ ফলে সর্গঃ বা সৃষ্টি হয়। সর্গঃ (সৃজ্ ধাতু = বিসর্জ্জন)—কারণ হইতে কার্য্যের বিসর্জ্জন বা পৃথক হওয়া। অর্থ—প্রয়োজন। পুরুষস্য কৈবল্যার্থং—পুরুষের মুক্তি বা অপবর্গের প্রয়োজন হেতু। তথা = সেই সঙ্গে।

প্রধানস্য দর্শনার্থং = প্রধানকে দর্শনের বা ভোগের প্রয়োজনে।

প্রধানস্য—কর্ম্মে ষষ্ঠী। পুরুষের ভোগ অপবর্গ এই দুই অর্থের জন্য কি হয়? না সংযোগ। কাহার সংযোগ? উভয়োঃ অপি = উভয়েরি অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রধানের সে সংযোগের ফল কি? সর্গঃ। স সর্গ কিরূপ? তৎকৃতঃ অর্থাৎ সেই সংযোগের দ্বারা কৃত। অব্যাকৃত গুণ-সাম্য প্রকৃতি পুরুষকে বেষ্টন করে এবং তাহারি ফলে বুদ্ধি প্রমুখ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই যে

সংযোগের কথা বলিলাম, সে সংযোগ কিরূপ? অপঙ্গু-অন্ধ ও চক্ষুষ্মান-পঙ্গুর সংযোগ তুল্য। প্রয়োজন বশতঃ অন্ধ যেমন পঙ্গুকে স্কন্ধে করে, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়।

অর্থ :—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের সাধনের জন্য পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ হয়। ক্রিয়াশীল চক্ষুহীন অন্ধের সহিত চক্ষুষ্মান অথচ ক্রিয়াশূন্য পঙ্গুর সংযোগের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ। এই সংযোগের ফলে সৃষ্টি ঘটে অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্তে পরিণত হয়।

২২

ইতিপূর্ব্বে জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া যে জ্ঞ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পাওয়া যায় তাহাদিগের কি কি স্বভাব বলা হইয়াছে। এক অব্যক্ত এক পুরুষের সহিত মিশিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্ত মহদাদি যে ২৩ পর্য্যায়ে বিভক্ত, ২২ কারিকা হইতে তৎ বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মৃত দেহ এবং জীবন্ত দেহ, উভয়েই দেহ—পার্থক্য এই যে একটি পচে আর একটি পচে না। এমন একটি বস্তু আছে যাহা দেহে অধিষ্ঠিত থাকিলে দেহ পচে না এবং যাহা দেহে অধিষ্ঠিত না থাকিলে দেহ পচে। যাহার ভাবাভাবে দেহের এই পার্থক্য হয় তাহা হইতেছে চৈতন্য। দেহে যে সমুদায় আচরণ দৃষ্ট হয় তাহা শবে দৃষ্ট হয় না। জড়ে ও চৈতন্যে সংযোগ হইলে জড়ে কতকগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। উহাকে আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধি বলি।

গোলাপ, পদ্ম, শেফালিকা বিভিন্ন হইলেও উহাদের সাধারণ ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মের সংজ্ঞা হইতেছে ফুল। বিভিন্ন দেহে বুদ্ধি বিভিন্ন হইলেও বুদ্ধির সাধারণ ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মের সংজ্ঞা হইতেছে বুদ্ধিতত্ত্ব।

জড়ে (প্রকৃতিতে) চৈতন্য সংযুক্ত হইলে প্রথমে যে জ্ঞান-শক্তি জড়ে উৎপন্ন হয় তাহার নাম মহৎ। ব্যক্ত অবস্থার প্রথম জ্ঞান "আমি জ্ঞান"। বিষয় ভোগের সমস্ত শক্তি ইহাতে সূক্ষ্ম অবস্থায় নিহিত থাকে। আমি এইরূপ জ্ঞান হইতে, কিংবা 'আমি রূপ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া অন্য যাবতীয় জ্ঞান-চেষ্টা এবং সংস্কার ঘটিয়া থাকে। যত কিছু ব্যক্ত পদার্থ তাহার মূলে সাম্য-বিচ্যুত ত্রিগুণের সমষ্টি। মহতে সত্ত্বভাবের আধিপত্য থাকিলেও উহাতে 'রজঃ' গুণের ক্রিয়াশীল ভাব আছে। এই ক্রিয়াশীল ভাবের দ্বারা যাহা কেবলমাত্র 'আমি' জ্ঞান ছিল, তাহা বাহ্য জগতের সংশ্রবে অর্থাৎ আমি ছাড়া (অনাত্ম) যে অবশিষ্ট জগৎ সেই জগতের সংশ্রবে আসে। 'আমি' তখন বিকৃত হইয়া বহু-বিধ প্রত্যয়ে পরিণত হয়, যথা আমার হস্ত আছে, আমি ব্রাহ্মণ, আমি দর্শক, আমি শ্রোতা ইত্যাদি। যদ্দ্বারা অনাত্মের সহিত আত্ম সম্বন্ধ হয় তাহার নাম অভিমান বা অহঙ্কার। ইহা মহতের পরিণাম।

যাহারা মধ্যে থাকিয়া মহতের পরিণাম ঘটায় অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা জ্ঞান মহতের নিকট আনয়ন করে তাহাদিগের নাম ইন্দ্রিয়। অহংকারের প্রথম পরিণাম মন নামক ইন্দ্রিয়, মন হইতে নানাবিধ ইন্দ্রিয় শক্তি উৎপন্ন হইয়া বাহ্য প্রকৃতির সহিত কারবার করে। মন অপরাপর ইন্দ্রিয় শক্তির মিলন ক্ষেত্র এবং ইহাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-শক্তির স্বভাব নিহিত আছে। ইন্দ্রিয় শক্তিগণের বাহ্য প্রকৃতির সহিত যে কারবার তাহার ফলে 'আমি শ্রোতা,' 'আমি দর্শক,' ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ 'অহং' বিষয়ে পরিণত হয়। রূপ-রস গন্ধাদির নাম বিষয়। বিষয়ের সূক্ষ্ম

ভাবের নাম তন্মাত্র, তন্মাত্রেরা পুঞ্জীভূত এবং সংহত হইয়া স্থূল ভূতে পরিণত হয়। জীব দেহ এক শক্তির নানারূপ বিকাশে কত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন আদি মধ্য হীন মূল উপাদান তাহাই প্রকৃতি বা প্রধান বা অব্যক্ত। অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থার নাম সৃষ্টি বা দৃশ্য প্রকৃতি। দৃশ্য প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক। বুদ্ধি অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা. ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান।
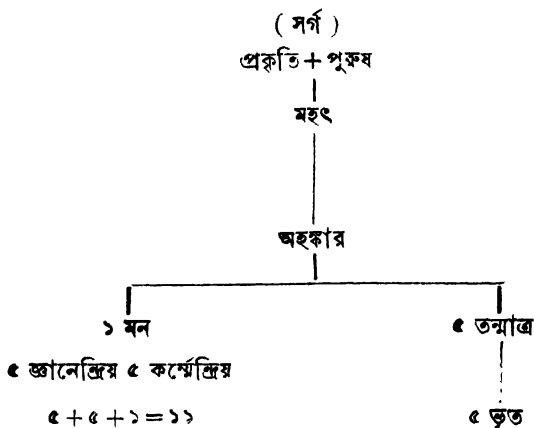
সর্গ দ্বিবিধ—প্রত্যয়-সর্গ ও তন্মাত্র বা ভৌতিক-সর্গ। প্রত্যয়-সর্গ দ্বিবিধ—লিঙ্গ-সর্গ এবং ভাব-সর্গ। প্রকৃতি হইতে যে ১৩ করণের সৃষ্টি তাহা লিঙ্গ-সর্গ। করণের কার্য্য সমূহকে ভাব সর্গ বলে। ধর্ম্মজ্ঞানাদি বুদ্ধির ৮ ভাব। বুদ্ধির ভাব সমূহকে ৫ বিপর্য্যয়াদি ৫০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উদ্ভব হইয়াছে। ভূতের সর্গ দ্বিবিধ—দেহ ও প্রভূত। (৩৯ কারিকা)

মহৎ-অহঙ্কার-মন ইহাদের নাম অন্তঃকরণ বা চিত্ত। চক্ষু কর্ণাদির নাম বাহ্যকরণ। বাকপানি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও বাহ্যকরণ।

প্রকৃতের্মহান্ ততোঽহংকারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥ (২২)

পদপাঠ। প্রকৃতেঃ মহান্ ততঃ অহংকারঃ তস্মাৎ গণঃ চ ষোড়শকঃ। তস্মাৎ অপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।

অন্বয়। ঐ রূপই থাকিবে, কেবল দ্বিতীয় পাদে তস্মাৎ চ ষোড়শকগণঃ হইবে।

সর্গ= সৃজ্ ধাতু বিসর্জ্জন করা) সৃষ্টি; দার্শনিক সৃষ্টির কথা।

প্রকৃতেঃ=প্রকৃতি হইতে; মহান=মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব (ভবতি উহ্য)।

ততঃ=তাহা হইতে অর্থাৎ মহৎ হইতে (তস্ যোগে পঞ্চমী) অহংকার (হয়) তস্মাৎ=অহংকার হইতে; ষোড়শক=ষোল; গণঃ=সমূহ, বিকার সমূহ।

অনেক সময় দেখা যায় যে একজন মিষ্ট সঙ্গীত শুনিতেছে এবং তাহার সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছে না। ইহার কারণ তখন মনের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগ নাই। চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় মনও জ্ঞানের সাধক এইজন্য মনও ইন্দ্রিয়।

তস্মাদপি ষেড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ=১১ ইন্দ্রিয় এবং ৫ঞ্চতন্মাত্র এই ষোলর অপকৃষ্ট পাঁচ হইতে অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে। পঞ্চ-ভূতানি=পঞ্চভূত (হয়)

অর্থ :—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শ তত্ত্ব (ইন্দ্রিয় ১১, তন্মাত্র ৫) সেই ষোড়শতত্ত্বের (অপকৃষ্ট) পঞ্চতত্ত্ব হইতে (স্থূল) পঞ্চভূতের উৎপত্তি।

২৩

অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্॥ (২৩)

পদপাঠ। অধ্যবসায়ঃ বুদ্ধিঃ ধর্ম্মঃ জ্ঞানম্ বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যম্। সাত্ত্বিকম্ এতৎ রূপম্ তামসম্ অস্মাৎ বিপর্য্যস্তম্॥

অন্বয়। বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়ঃ। (অস্য) ধর্ম্মঃ জ্ঞানং বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যম্ এতৎ সাত্ত্বিকরূপম্। তামসং অস্মাৎ বিপর্য্যস্তম্।

অধ্যবসায়=নিশ্চয় জ্ঞান, কর্ত্তব্য নিশ্চয়। রূপ=ভাব, মূর্ত্তি। নটীর ন্যায় বুদ্ধি একাধিক রূপ ধরিয়া একাধিক ভাবে পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে। বুদ্ধির রূপ বা ভাব ৮ প্রকার। দুঃখ হেয়, যদ্দ্বারা দুঃখ হানি (হান) হয় তাহা উপাদেয়। বুদ্ধি যে ভাব ধরিয়া কার্য্য করিলে দুঃখের হানি (হানোপায়) হয় তাহা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাব এবং যে ভাব ধরিয়া কার্য্য করিলে দুঃখের হানি হয় না তাহা বুদ্ধির তামসিক ভাব। বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে পরিণত বলিয়া গুণাত্মক। যে সমুদায় কর্ম্ম দুঃখ হানির সহায় তাহাই ধর্ম্ম। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কিংবা সরূপতা বুঝাই জ্ঞান। জ্ঞানে কি হেয় কি উপাদেয় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ঐশ্বর্য্য=প্রভুত্ব ; ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব। বিরাগ=নির্লিপ্ততা, বিষয়ে আসক্তি হীনতা। এতৎ সাত্ত্বিকরূপং=ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্য, ইহারা বুদ্ধির সাত্ত্বিকরূপ তামসম্=তামসিক

ভাব। তস্মাৎ=তাহা হইতে, সাত্ত্বিক হইতে। বিপর্যাস্তম্= বিপরীত।

অর্থ :—অধ্যবসায়ই বুদ্ধি অর্থাৎ অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি। ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির সাত্ত্বিকরূপ; ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য বুদ্ধির তামসরূপ।

২৪

অভিমানোঽহংকারঃ তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকশ্চৈব ॥ (২৪)

পদপাঠ। অভিমানঃ অহংকারঃ তস্মাৎ দ্বিবিধ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ। একাদশকশ্চ চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকঃ চ এব।

অন্বয়। অহংকারঃ (বা) অভিমানঃ, তস্মাৎ দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্ত্ততে। একাদশকঃ চ গণঃ (একং) পঞ্চকঃ তন্মাত্র চ এব (অপরং সর্গং)।

অহংকারঃ=অভিমানঃ=অহংকারের নিজস্ব বৃত্তি হইতেছে অভিমান; যেমন মহতের অধ্যবসায়।

অভিমানঃ='ইহা আমারই বিষয়, ইহাতে আমি অধিকৃত' ইত্যাদি স্বামিত্ব বৃত্তির নাম অভিমান।

তস্মাৎ=অহংকার হইতে, প্রবর্ত্ততে=প্রবর্ত্তিত হয়; কি প্রবর্ত্তিত হয়? দ্বিবিধঃ=দুই রকম, স্বর্গঃ=সৃষ্টি; একাদশকঃ= একাদশ সংখ্যক; গণঃ বা ইন্দ্রিয়গণ; এবং পঞ্চকঃ=পঞ্চ সংখ্যক তন্মাত্রঃ=রূপরসাদির পরমাণুর তুল্য সূক্ষ্ম অংশ।

ঘুম ভাঙ্গার পর প্রথম অহংভাব উঠে তৎপরে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

অর্থ :—অহংকারের বৃত্তি হইতেছে অভিমান; অহংকার হইতে মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই দ্বিবিধ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অহংকার হইতে ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়।

২৫

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ
ভূতাদেস্তন্মাত্র স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥ (২৫)

পদপাঠ। সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ। ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ স তামস তৈজসাৎ উভয়ম্।

অন্বয়। বৈকৃতাৎ অহংকারাৎ সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে ভূতাদেঃ (অহংকারাৎ) তন্মাত্রঃ সঃ তামসঃ, তৈজসাৎ উভয়ম্।

কোন প্রাকৃতিক বস্তুতে শুদ্ধ বা নিছক সত্ত্ব কিংবা রজঃ কিংবা তমঃ গুণ নাই। সর্ব্ব বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব এবং তমঃ গুণ স্বয়ং ক্রিয়া করিতে অসমর্থ। রজঃ গুণ ক্রিয়াশীল। রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমঃ গুণকে উদ্রিক্ত করিলে পরে তবে উহারা কার্য্য করে। অহঙ্কার ও অপরাপর বস্তুর ন্যায় ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত।

গুণের মিশ্রন এবং পরস্পরের উপর প্রভাবের মাত্রা অনুসারে বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দৃষ্ট হয়, ঐ সকল কার্য্য কেহ বা সত্ত্ব প্রধান কেহ বা তমঃ প্রধান; উভয়বিধ কার্য্যেই রাজসিকভাব স্বল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমিতি হয়। কার্য্যের সাত্ত্বিক অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে তাহাতে কারণের সত্ত্ব গুণের অংশ তমোগুণ

হইতে অধিক পরিমাণে প্রভাবশালী হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার, এবং উহারা জ্ঞান আহরণের সহায়তা করে; উহারা জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশশীল। সুতরাং উহারা অহঙ্কারের সত্ত্বগুণ প্রধান অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কারের সত্ত্বগুণ-প্রধান অবস্থার নাম বৈকৃত বা সাত্ত্বিক। পঞ্চতন্মাত্র জড়, উহা বিষয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং উহারা অহঙ্কারের তমোগুণ প্রধান-অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কারের তমগুণ-প্রধান-অবস্থার নাম ভূতাদি বা তামস। রাজসিক ভাব চালিত না হওয়া পর্য্যন্ত কি তমঃ কি সত্ত্ব কেহই কার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের অন্যতর কারণ হইতেছে অহঙ্কারের রজঃপ্রধান অবস্থা এবং উহা তৈজস নামে খ্যাত। ইন্দ্রিয়গণেও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে সাত্ত্বিক ভাব বেশী, চক্ষুতে রাজসিক ভাব বেশী, ঘ্রাণে তামসিক ভাব বেশী। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যত রাজসিক ভাব দেখা যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তত নয়। বাক্ এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ে অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তুলনায় অধিক সাত্ত্বিক ভাব দৃষ্ট হয়।

অহঙ্কার তত্ত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে ৫ তন্মাত্র এবং সত্ত্ব গুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

বৈকৃতাৎ = সাত্ত্বিক ; অহঙ্কারাৎ এই পদের বিশেষণ।

অহঙ্কারাৎ = অহঙ্কার হইতে।

সাত্ত্বিকঃ একাদশকঃ = সত্ত্বগুণাধিক একাদশ ইন্দ্রিয়।

প্রবর্ত্ততে = প্রবর্ত্তিত হয় ; উৎপন্ন হয়।

বৈকৃত-অহঙ্কার হইতে সত্ত্ব প্রধান ১১ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

ভূতাদেঃ = ভূতাদি শব্দের পঞ্চমীর একবচন, ভূতাদি ভাবাপন্ন অহঙ্কার হইতে। তন্মাত্রঃ (প্রবর্ত্ততে)

সঃ তামস = তন্মাত্র হইতেছে তামসিক। ভূতাদি = তামসিক। উভয় = দুই বস্তুই, কি ইন্দ্রিয়, কি তন্মাত্র উভয়ই আবার উৎপন্ন হইয়াছে। কোথা হইতে ? না—তৈজসাৎ = তৈজস্ অহঙ্কার হইতে। তৈজস = তেজঃ বা রজঃ ভাবাপন্ন।

অর্থ :—একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক। তাহারা বৈকৃত অহঙ্কার হইতে অর্থাৎ অহঙ্কারস্থ সত্ত্বগুণকে অধিক পরিমাণে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মাত্র তামসিক। তন্মাত্র ভূতাদি অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মাত্রের কারণে অহঙ্কারের তমোগুণ অধিক পরিমাণ আছে। কি ইন্দ্রিয়, কি তন্মাত্র উভয়ই অহঙ্কারের রজঃ গুণের চালনা ব্যতীত হয় না, এই জন্য ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের অন্যতর কারণ হইতেছে অহঙ্কারস্থ রজোগুণ বা তৈজস অহঙ্কার।

২৬

বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্ পানিপাদপায়ূপস্থান কর্ম্মেন্দ্রিয়ান্যাহুঃ ।। (২৬)

পদপাঠ। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াণি, চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ রসন ত্বক আখ্যানি। বাক্ পাণি পাদ পায়ূ উপস্থান্ কার্য্যন্দ্রিয়াণি আহুঃ।

অন্বয়। কোন পরিবর্ত্তন নাই।

২১ ইন্দ্রিয়। মন ১, জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫। বুদ্ধি বা জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয় সকল। তাহারা কে ? যাহাদিগের "আখ্যা" অর্থাৎ নাম হইতেছে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক। ইন্দ্রিয় (ইন্দ্ ধাতু অর্থ শক্তি থাকা) ইন্দ্রিয় অর্থ মনের সেই শক্তি

যদ্দ্বারা 'অহং' বাহ্যজগতের সহিত সংস্পর্শে আসে। জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থ যে শক্তি দ্বারায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান আহরিত হয়।

চক্ষু = যে শক্তি 'চোক'কে অধিষ্ঠান করিয়া রূপ জ্ঞান ঘটায় তাহার নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। যে শক্তির গুণে আমরা দেখিতে পাই তাহা চক্ষুঃ। যে শক্তিতে আমরা শুনিতে পাই, এবং যাহার কেন্দ্র বা অধিষ্ঠান কান তাহার নাম শ্রোত্র (শ্রু ধাতু—শোনা)। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ খর তীব্র প্রভৃতি স্পর্শ জ্ঞান জন্মে তাহার নাম ত্বক্। ত্বগেন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান চর্ম্ম। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা কটু তিক্তাদি রসের অনুভব হয়। রসনা—জিহ্বা। ঘ্রাণ, নাসিকা এই ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। এই ইন্দ্রিয়টির দ্বারায় আমাদের গন্ধ জ্ঞান হয়। চক্ষু কর্ণাদির জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম আলোচন। কুন্তল শোভিত কর্ণ কিংবা কজ্জল ভূষিত চক্ষু বলিতে যে অবয়ব বুঝায় তাহা ইন্দ্রিয় নহে। সিংহাসন রাজা নহে; সিংহাসনে যাঁহার অধিষ্ঠান তিনিই রাজা। ইন্দ্রিয়শক্তি মূলতঃ এক হইলেও কেহ বা চক্ষুরূপে কেহ বা শ্রবণ প্রভৃতিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

মনের যে শক্তি দ্বারা বচন, আহরণ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানের আহরণে এবং জ্ঞানের বিস্তারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। ইহারা দৃশ্যমান হস্ত পদাদি নহে; হস্ত পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলেও হস্তমাত্র কিন্তু পাণীন্দ্রিয় নহে। বাক্ = মুখের স্পন্দন, যাহা হইতে বচন উদ্ভব হয়। আহুঃ = বলা হয়। পায়ুঃ = পায়ু সেই ইন্দ্রিয় যাহা দেহের মল মূত্র আহরণ করিয়া বাহির করে। উপস্থ = জননেন্দ্রিয়।

অর্থ :—চক্ষু কর্ণাদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদিকে

কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়। ত্রিগুণের কম বেশী কিংবা ইতর বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য বস্তু উৎপন্ন হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও নানারূপে পরিস্ফুট হয়।

২৭

সাধারণে মন বলিতে কি বুঝে ; মন একটি পদার্থ, উহা দেহের ভিতরে আছে। মন চিন্তা করে, অনুভব করে কল্পনা করে, স্মরণ করে। দেহ যেমন আহার পান ভ্রমণ নিদ্রা করে, মনও শরীরের ভিতরে থাকিয়া ভাবে, বোধকরে কল্পনা করে, স্মরণ করে। মনের স্বরূপ কি ? উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এই পর্য্যন্ত বলা যায় মন শরীরের তুল্য জড় পদার্থে নির্ম্মিত নয়। ইহা শরীরের ভিতরে থাকে বটে, কিন্তু ইহার আয়তন নাই ; হয়তো বা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়াই আছে। সাধারণ লোকে মনের স্বরূপ না জানিলেও মনের কার্য্য-জানে। যতকিছু ভাব, অনুভব তাহাদের সমষ্টির নাম মন। ৬ষ্ঠ কারিকায় পদার্থ কি বলা হইয়াছে ; যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তাহাকে অর্থ বলা যায়। অর্থ কাল্পনিকও হইতে পারে বাস্তবিকও হইতে পারে। কোনও অর্থ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে তাহার যে ছায়া মনে পতিত হয় সেই ছায়াকে সেই অর্থের প্রত্যয় বলে। এক মনের প্রত্যয় অন্য মনে উদিত করিবার জন্য শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। যে শব্দ ব্যবহার করা যায়, সেই শব্দটি প্রত্যয়ের মূলে যে অর্থ সেই অর্থের নাম। মন অর্থ মন প্রত্যয় নয়। এইরূপ অর্থ অনেক আছে যাহার বিষয়ে লোকে এখনও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই।

উভয়াত্মাকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্য ভেদাশ্চ ॥ (২৭)

পদপাঠ। উভয় আত্মকম্ অত্র মনঃ সঙ্কল্পকম্ ইন্দ্রিয়ম্ চ সাধর্ম্ম্যাৎ গুণ পরিণাম বিশেষাৎ নানাত্বম্ বাহ্যভেদাঃ চ।

অন্বয়। অত্র মনঃ সাধর্ম্ম্যাৎ ইন্দ্রিয়ং উভয়াত্মকং; সঙ্কল্পকং চ। গুণপরিণামবিশেষাৎ নানাত্বং বাহ্যভেদাঃ চ।

বাঘ এবং বিড়াল দেখিতে কত বিভিন্ন. বিভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম আছে। বিভিন্ন আকার হইলেও উহারা মূলতঃ এক আধার হইতে আসিয়াছে এই জন্যই উহাদের মধ্যে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন আপাততঃ পৃথক মনে হইলেও উহারা একই স্বাত্বিক অহঙ্কার হইতে আসিয়াছে এবং সেইজন্য উহাদিগের মধ্যে কতক গুলি সমান ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমান ধর্ম্মের সংস্কৃত কথা সধর্ম্ম; সধর্ম্মের ভাবের নাম সাধর্ম্ম্য। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হইলে সাধর্ম্ম্য সাধর্ম্ম্যাৎ হয়।

অত্র = এই ইন্দ্রিয় বর্গে। মনঃ অর্থাৎ মন। মনও ইন্দ্রিয়। কেন? সাধর্ম্ম্যাৎ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও যেমন অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনও সেইরূপ হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ মনও ইন্দ্রিয়।

উভয়াত্মকম্ = উভয় স্বরূপ; মনে কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও গন্ধ পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও গন্ধ পাওয়া যায়। মন একাধারে জ্ঞান এবং কর্ম্মের ইন্দ্রিয়।

সঙ্কল্পকম্ = সঙ্কল্পকারী। সঙ্কল্প করা কাহাকে বলে? সঙ্কল্প, সম্যক্ কল্পয়তি = বিশেষ্য বিশেষণ ভাবেন বিবেচয়তি, অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা মন বিশেষ করিয়া বিষয়কে বিবেচনা করে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য ভাব গ্রহণ করে মাত্র। ইহার নাম

আলোচন। পরে মন বস্তুর বিশেষ আকার ঠিক করে। মনের এই বিশেষ আকার ঠিক করা রূপ বৃত্তিকে সংকল্প বলে; "সংকল্পঃ কর্ম্মণো মানসম্"—কর্ম্মের মানসকেও সঙ্কল্প বলে। মন কেবলমাত্র সংকল্পকারী নহে, উহা আবার সংস্কারের আধার। গুণ পরিণাম বিশেষাৎ—তিন গুণের পরস্পরের মিলন, রেষারিষি এবং পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারের মাত্রা অনুসারে যে সমুদয় কার্য্য হয় তাহাদের বিভিন্ন ভাবের হেতু। ত্রিগুণের এইরূপ ব্যবহার হইতে কি হয়—নানাত্বং, এবং (চ) বাহ্য ভেদাঃ অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ভেদ বা বহুত্ব।

অর্থ :—মনের ব্যবহার ইন্দ্রিয়ের মতন অতএব মনও ইন্দ্রিয়। মন একাধারে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়। ত্রিগুণের মাত্রা ও প্রভাব অনুসারে যেরূপ বহুবিধ বস্তু হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়েরও নানাত্ব হয়।

২৮

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চনাম্ ॥ (২৮)

পদপাঠ। শব্দাদিষু পঞ্চনাম্ আলোচন মাত্রম্ ইষ্যতে বৃত্তিঃ। বচন আদান বিহরণ উৎসর্গ আনন্দাঃ চ পঞ্চানাম্।

অন্বয়—শব্দাদিষু পঞ্চানাং বৃত্তিঃ আলোচনমাত্রং ইষ্যতে। বচনাদানবিহরণউৎসর্গানন্দাঃ চ পঞ্চনাং (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ)।

শব্দাদিষু = শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে ; পঞ্চানাম্ = ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ; বৃত্তিঃ = ব্যাপার। বৃত্তিকে কি বলা যায়—আলোচনমাত্রম্।

ইষ্যতে (কর্ম্মবাচ্য ইষ্) এই ক্রিয়ার কর্ত্তা "সাংখ্যজ্ঞানিদ্বারা" উহ্য। অভিপ্রেত—ইহাই পণ্ডিতদের অভিপ্রেত।

চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, জিহ্বার বিষয় রস এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। ঐ ঐ বিষয়ের সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যে বৃত্তি হয় তাহার নাম আলোচন।

শ্রোত্র = কর্ণের বৃত্তিঃ শব্দ আলোচন মাত্র, চক্ষুর রূপ আলোচন মাত্র, ত্বকের স্পর্শ আলোচন মাত্র, জিহ্বার রস আলোচন মাত্র, এবং নাসিকার ঘ্রাণ আলোচন মাত্র।

আলোচন = বিশেষ পরিচয় শূন্য সামান্য জ্ঞানমাত্র। চক্ষু কিছু দর্শন করে, কিন্তু তাহা কিরূপ এবং কিমাকার তাহা অবধারণ করিতে পারে না। অতি ক্ষুদ্র শিশুর চোখের সম্মুখে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে দেখা যায় যে শিশুর চোখে অঙ্গুলির ছায়া পড়িয়াছে অথচ তাহার চোখের পলক পড়িতেছে না। এইরূপ অবস্থায় বয়স্কেরা সন্ত্রস্ত হইত এবং তাহাদের চোখে ঘন ঘন পলক পড়া দেখা যাইত। শিশুর (দৃষ্টান্ত স্থলে) যে জ্ঞান, তাহা বয়স্কের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন। আলোচন পূর্ব্ববর্ণিত শিশুর জ্ঞানের অনুরূপ। আলোচনের অন্য নাম সম্মুগ্ধ-জ্ঞান, নির্ব্বিকল্প বোধ।

অর্থ :—শব্দাদি আলোচনই শ্রোত্রাদি ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। বচন বা স্পন্দন কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্যের, আহরণ হস্তের, বিহরণ পদের, ত্যাগ পায়ুর এবং আনন্দ উপস্থের বৃত্তি।

২৯

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥ (২৯)

পদপাঠ। স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিঃ ত্রয়স্য সা এষা ভবতি অসামান্যা। সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণ আদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ।

অন্বয়। ত্রয়স্য স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিঃ, সা এষা অসামান্যা ভবতি, প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ সামান্যকরণবৃত্তিঃ।

ত্রয়স্য = তিনের; বুদ্ধির, অহঙ্কারের এবং মনের, এই তিনের।

স্বালক্ষণ্যং—স্ব = স্বকীয়; লক্ষণ (লক্ষ = দর্শন করা) দর্শন রূপ, চিহ্ন। স্ব, স্বকীয়, যাহা আর কাহারও নাই; স্বলক্ষণের ভাব স্বালক্ষণ্য। ইতি পূর্ব্বে ২৩, ২৪ এবং ২৭ কারিকায় বুদ্ধি, অহংকার এবং মনের যে স্ব স্ব লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে তাহাই স্বালক্ষণ্য। বুদ্ধির স্বালক্ষণ্য হইতেছে অধ্যবসায়, অহংকারের অভিমান এবং মনের সঙ্কল্প। স্বালক্ষণ্য ঐ তিনের কি? উত্তর—বৃত্তি, ব্যবসায়, ব্যাপার। কিরূপ বৃত্তি? সা এষা অসামান্যা ভবতি—সেই ইহা অসামান্যা হয়। এতদ্ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার ১বচনে এষা। সেই অধ্যবসায়, অহংকার এবং সঙ্কল্প, বুদ্ধি অহংকার এবং মনের স্বীয় স্বীয় অসামান্য বৃত্তি।

বুদ্ধি, অহংকার ও মনের দ্বিবিধ বৃত্তি আছে। প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় অসামান্যা বৃত্তি এবং সকলের সামান্যা বৃত্তি। অসামান্য বৃত্তির কথা বলা হইল। সামান্যা বৃত্তির কথা বলা হইতেছে।

সামান্যা করণ বৃত্তি—করণ সকলের সামান্য বা সাধারণ

বৃত্তি। অন্তঃকরণের সামান্য বৃত্তি। কি তাহারা? প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ, প্রাণ প্রমুখ পঞ্চ বায়ুগণ। বায়ু অর্থ বাতাস নহে, উহা শক্তি বিশেষ। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান এই পঞ্চ বায়ু। বায়ু শব্দের বহুবচনে বায়বঃ। যে শক্তির দ্বারা দেহ বিধৃত হয় তাহার নাম প্রাণ। বিধারণ শব্দের অর্থ নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ। প্রাণের বিধারণ শক্তি ৫ ভাগে বিভক্ত। প্রাণবায়ু যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে বিধারণ করে। রক্ত, রস, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র, উদান বায়ুর দ্বারা বিধৃত হয়। মাংসপেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি ব্যান বায়ু দ্বারা বিধৃত হয়। অপান বায়ু দ্বারা মল অপনীত হয়, এবং সমান বায়ু দ্বারা বাহ্য বস্তুকে রস-রক্তাদিতে পরিণত করা হয়।

অর্থ :—অধ্যাবসায় বুদ্ধির, অভিমান অহংকারের এবং সঙ্কল্প মনের অসামান্য স্বকীয় বৃত্তি। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান এবং সমান এই পঞ্চ শক্তি ত্রি-অঙ্গ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধি অহংকার এবং মনের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তিঃ।

৩০

সাংখ্যদর্শন মতে, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে, আমাদের বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এবং দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটি যুগপৎ অথবা ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হয়। কিন্তু অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে যদি আমাদের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। করণগুলি এইরূপ পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী ক্রিয়া উৎপন্ন করে। ইহারা আত্মার জন্যই

কার্য্য করে, নতুবা আর কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করে না।

যুগপৎ চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ ॥ (৩০)

পদপাঠ। যুগপৎ চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ, ক্রমশঃ চ তস্য নির্দ্দিষ্টা। দৃষ্টে তথাপি অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎ পূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ।

অন্বয়। তস্য চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশঃ চ নির্দ্দিষ্টা, তথা অপি অদৃষ্টে, ত্রয়স্য তৎ পূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ।

কোন ইন্দ্রিয় মনের সাহায্য ব্যতীত স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে না। কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কি জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ব্যতীত কার্য্য করিলে সেই কার্য্য নিষ্ফল হয়। তস্য চতুষ্টয়স্য = সেই চারিটির, অর্থাৎ তিন অন্তঃকরণ এবং ১ বাহ্য করণের। তু = পাদপুরণে "চ বা তু হি"।

বৃত্তিঃ = (কর্ত্তৃকারক, কর্ম্মবাচ্যের) সেই চারি করণের বৃত্তি। বৃত্তির কি হইয়াছে? নির্দ্দিষ্টা—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? যুগপৎ ক্রমশঃ চ, যুগপৎ এবং ক্রমশঃ বলিয়া। কি সম্বন্ধে? দৃষ্টে বা প্রত্যক্ষ বিষয়ে। যুগপৎ = এককালে, ক্রমশঃ = পরপর। তিন অন্তঃকরণ এবং উহার সহিত কোন এক বাহ্যকরণ এই চতুষ্করণের বৃত্তি বিদ্যমান বিষয়ে কথনও বা এককালে কথনও বা পরপর আবির্ভূত হয়।

বাচস্পতিমিশ্র যুগপৎ এবং ক্রমশঃ বৃত্তির উদাহরণ নিম্নলিখিত ভাবে দেখাইয়াছেন। যুগপৎ = অন্ধকার নিশীথে বিদ্যুৎ আলোকে কেহ ব্যাঘ্রকে অতিসন্নিহিত দেখিল, এবং দেখিল যে ব্যাঘ্র তাহার দিকে মুখ করিয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহার আলোচন (ইন্দ্রিয় বৃত্তি) সঙ্কল্প (মনবৃত্তি) অভিমান (অহংকারের বৃত্তি) এবং

অধ্যবসায় (বুদ্ধিবৃত্তি) আবিভূর্ত হইল, অর্থাৎ ব্যাঘ্র তাহার চক্ষু গোচর হইবামাত্রই সে 'চম্পট' দিল। ইহা হইল যুগপৎ বৃত্তির দৃষ্টান্ত।

ক্রমশঃ=অস্পষ্টালোকে দূরে কেহ দেখিল কি একটা বস্তু আছে (আলোচন)। তারপর বুঝিল সেই বস্তুটি তীরধনুকধারী চোর (সঙ্কল্প) তাহার দিকে আসিতেছে (অভিমান)। তখন সে 'সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়ি' স্থির করিল (অধ্যবসায়) এবং তথা হইতে অপঃসৃত হইল। ইহা হইল ক্রমশঃ বৃত্তির দৃষ্টান্ত।

পরোক্ষ বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয আবশ্যক হয় না। কেবল মাত্র অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা পরোক্ষ বিষয়ের ব্যবহার হয়। অতীত এবং অনাগত বিষয়ে অন্তঃকরণ বৃত্তির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। যে বস্তু সমীপে নাই, চক্ষু কিংবা পাণি কেহই তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু অন্তঃকরণ তাহা পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে বস্তুকে পরোক্ষে ব্যবহার করা যায় না।

তথা অপি অদৃষ্টে—যথা দৃষ্টে তথা অপি অদৃষ্টে, যেমন প্রত্যক্ষ বিষয়ে বৃত্তি কখন যুগপৎ কখন ক্রমশঃ, সেইরূপ অদৃষ্ট বিষয়ে বা পরোক্ষ বিষয়েও বৃত্তি কখন যুগপৎ, কখন ক্রমশঃ। কিন্তু পরোক্ষ বিষয়ের এক বাধা আছে। সে কি? ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ= তৎ, সেই, দৃষ্ট ; তৎপূর্ব্বিকা='তৎ', যাহার পূর্ব্ব (আদি বা মূল) তৎপূর্ব্বিক=প্রত্যক্ষ মূলক। অদৃষ্টে অর্থাৎ পরোক্ষ বিষয়ে, তিন অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহা তৎপূর্ব্বিকা। পরোক্ষ বিষয়ে যে বৃত্তি তাহার আদিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যক। পরোক্ষ অনুমানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক। ধূম দেখিয়া পরোক্ষ অগ্নি যে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই তাহার কারণ প্রথমে আমি ধূম

ও অগ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যাহা যুগপৎ বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা ক্রমশঃ। একশত পদ্মপত্রের বৃত্তাকার স্তূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা নিমেষে দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তূপে পরিণত হইল। আপাততঃ মনে হয় এক সঙ্গে এক কালে শত পত্র ভেদ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক একটি পত্র ক্রমে ক্রমে ভেদ হইয়াছে। অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার এবং তীব্র গতির জন্য বোধ হয় যেন শত পত্র ভেদ যুগপৎ ঘটিয়াছে। শতদল-পত্র-ভেদ ন্যায় ইহাই।

অর্থ :—প্রত্যক্ষ বিষয়ে চতুষ্টয়-করণের বৃত্তি লক্ষিত হয়, যথা তিন অন্তঃকরণ এবং এক বাহ্যকরণ। পরোক্ষ বিষয়ে কেবলমাত্র তিন অন্তঃকরণের বৃত্তি লক্ষিত হয়। কি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উভয় স্থলেই হয় বৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব কিংবা ক্রমশঃ আবির্ভাব ঘটে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে তবে উহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে।

৩১

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎকার্য্যতে করণম্॥ (৩১)

পদপাঠ। স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পর আকূতহেতুকাং বৃত্তিম্। পুরুষার্থ এব হেতুঃ ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্।

অন্বয়। (করণানি) পরস্পর আকূতহেতুকাং স্বাং স্বাং বৃত্তিং প্রতিপদ্যন্তে, পুরুষার্থ এব হেতু ; ন কেনচিৎ করণং কার্য্যতে।

বৃত্তিং প্রতিপদ্যন্তে ; (করণানি) কর্ত্তা উহ্য। করণ সকল বৃত্তি প্রতিপাদন করে বা লাভ করে। বৃত্তিম্ = (স্ত্রীলিঙ্গ) জীবিকা, ব্যবসায়।

বৃত্তি কি প্রকার? পরস্পর আকূত হেতুকাং। আকূতের অভিধানিক অর্থ—অভিপ্রায় (হেমচন্দ্র)। আকূত, কূ ধাতু হইতে হইয়াছে।

কূ = অস্পষ্ট শব্দ করা। অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা যাহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ অভিপ্রায়। আকূতি বা আকূত = সমবেত অভিপ্রায়। অভিপ্রায় = প্রবণতা বা কার্য্যোন্মুখতা।

হেতুক = কারণ; হেতুকা, বৃত্তির বিশেষণ।

বৃত্তির কারণ কি? করণ পরস্পরের সমবেত প্রবণতা। করণের যে বৃত্তি তাহা হইতেছে উহাদের পরস্পরের সমবেত অভিপ্রায় হেতু। কাঁচ ভঙ্গপ্রবণ অর্থাৎ কাঁচের অভিপ্রায় এই যে সে ভাঙ্গিতে চায়। করণেরা স্বাং স্বাং অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বৃত্তি নিষ্পাদন করে। কি জন্য? পুরুষার্থ এব হেতুঃ = তাহার কারণ পুরুষার্থ। পুরুষ + অর্থ = পুরুষার্থ, পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষার্থ = ভোগ এবং অপবর্গ।

অপবর্গের কথা পরে বলা যাইবে। পুরুষ বাহ্য জগৎ ভোগ করিবেন বলিয়া করণ সমূহের স্বীয় স্বীয় বৃত্তি। বৃত্তির মূলে যে সমবেত অভিপ্রায় সে অভিপ্রায় হইতেছে যে পুরুষ জগৎকে ভোগ করুক।

ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্। কর্ম্মবাচ্য। করণ কাহারও দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। কেহ বা কোন কর্ত্তা করণদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় না। আকূত = স্বকার্য্য জননে আভিমুখ্য (বাচস্পতি মিশ্র)।

অর্থ:—করণ সকল স্বীয় স্বীয় বৃত্তি লাভ করে। সেই বৃত্তির মূলে করণদিগের পরস্পরের সমবেত অভিপ্রায় আছে।

পুরুষের ভোগসাধন জন্যই করণদিগের এই আকৃতি। কোন স্বতন্ত্র কর্ত্তা করণদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে না। প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য ব্যক্ত হয়েন, যেই তিনি ব্যক্ত হয়েন, তখন তাঁহার যত কিছু পরিণাম পুরুষের ভোগ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। করণের বৃত্তিও প্রকৃতির পরিণাম।

৩২

হারু কালু প্রভৃতি আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ কি ভাবে প্রকাশ হয়? হারু সচরাচর যাহা প্রকাশ করে তাহা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এইরূপ পাওয়া যায়।

আমি চোখ দিয়া গাছ দেখিতেছি;
আমি হাত দিয়া রুটি করিতেছি;
আমি দেহ ধরিয়া আছি;
আমি মনের দ্বারা চিন্তা করি; ইত্যাদি

চোখের দ্বারা দেখি সেইজন্য চোখের নাম করণ, মনের দ্বারা চিন্তা করি, অতএব মনও করণ জাতীয়। হস্ত বা পাণি দ্বারা রুটি করি, সেইজন্য পাণিও করণ। করণ বা ইন্দ্রিয় শক্তি বিশেষ; শক্তি স্বয়ং প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান 'চোক'কে প্রত্যক্ষ করি। পাণি-ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান হস্তকে প্রত্যক্ষ করি। যে সকল ইন্দ্রিয় বা করণের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাদিগকে বাহ্য করণ বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনও করণ, কেননা আমরা মনের দ্বারা চিন্তা করি। মনের অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক আমাদিগের

প্রত্যক্ষ হয় না; উহার অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে বা অন্তরে; এইজন্য মনকে অন্তর-করণ বা অন্তঃকরণ বলা যায়। অন্তঃকরণের তিন ভাব, যথা বুদ্ধি, অহংকার এবং মন। তিন ভাবযুক্ত অন্তঃকরণকে আমরা সচরাচর মন বলিয়া উল্লেখ করি, যথা সোণার বালা, সোণার কণ্ঠি সমস্তকেই সোণার গহনা বলি। চিত্তও অন্তঃকরণের একটি নাম।

যখন বলি "আমি আমগাছ দেখিতেছি" তখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কি দিয়া দেখিতেছ? তাহা হইলে উত্তর হইবে 'চক্ষুর দ্বারা'। যখন বলি "আমি দেহ ধরিয়া আছি" তখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কি দিয়া ধরিয়া আছ? তাহা হইলে উত্তর হইবে "ভিতরের শক্তি দিয়া।' আমরা অন্তঃকরণের প্রাণবৃত্তি বা শক্তির দ্বারা দেহ ধারণ করিয়া আছি। প্রাণের বিষয় ২৯ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

আহরণ শব্দ হৃ ধাতু হইতে হইয়াছে; হরণ অর্থ আমার যাহা নহে তাহা নিজের করা, স্থানান্তরিত করা। আ উপসর্গের যোগে 'হৃ' ধাতুর কিছু পরিণাম ঘটিয়াছে। পাণি বাহ্য বস্তু স্থানান্তরিত করে; বাক্‌ও বায়ুকে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। পায়ু শরীরের গ্লানি স্থানান্তরিত করে। আহরণ অর্থ কর্ম্ম বিশেষ। 'পা' ধাতুর অর্থ পান করা। 'পা'র বিশেষ্য পান। আ—হৃ ধাতুর বিশেষ্য আহরণ। জল হইতেছ পেয় বা পানের বিষয়, পা ধাতু ষ্ণ্য প্রত্যয়ে পেয় সিদ্ধ হইতেছে। পা ধাতু হইতে পান শব্দ হয়; তাহার বিষয়কে বলে পেয়। সেইরূপ আ পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে যে আহরণ শব্দ হয় তাহার বিষয়কে বলে (আ+হৃ+ষ্ণ্য) আহার্য্য।

রাজা শান্তনু ধীবরকন্যাকে দেখিলেন নদীতটে। তিনি রাজপুরীতে আসিয়া বিজন মন্দিরে বসিয়া ধীবরকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ? কেন তিনি বস্তু সম্মুখে অবিদ্যমান থাকিলেও বস্তুকে বিদ্যমান দেখিলেন ? উত্তর— সংস্কার ও স্মৃতি। সংস্কার নিদ্রিত জ্ঞান ; স্মৃতি প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত জ্ঞান। সংস্কার বা স্মৃতি একই বস্তু বা একই ছেলে, সংস্কার ঘুমন্ত ছেলে, স্মৃতি জাগ্রত ছেলে, একই বস্তুর এক ভাবের নাম সংস্কার অন্য ভাবের নাম স্মৃতি। প্রত্যক্ষ যতটা স্পষ্ট ও পরিস্ফুট, সংস্কার তত নয় ; কিন্তু এইরূপ দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ যে সকল খুটিনাটি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না, সেই সকল খুটিনাটি সংস্কারে ধৃত হইয়া থাকে। তোমার ফটোগ্রাফ তুলিলাম, তোমার চোখ দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে তোমার চোখের নিকট যে নাক সেই নাকের নাকছাবি দেখিয়াও দেখি নাই অথচ ফটোগ্রাফ সেই নাকছাবি ধরিয়া রহিয়াছে। সংস্কার ফটোগ্রাফের তুল্য। প্রত্যক্ষে নাকছাবি দেখিয়াও দেখি নাই, অথচ স্মৃতিতে নাকছাবি ফুটিয়া উঠে। সংস্কার মানে, মনে বাহ্য বস্তুর যে ফটোগ্রাফ থাকে।

গায়ক গান গাহিল,—শুনিলাম, সেই সঙ্গে কলের গানের রেকর্ডে কতকগুলি দাগ পড়িল। গায়ক স্থানান্তরে, রেকর্ড ঘুরিতে লাগিল, গায়কের গান 'কাছে থাকা' গানের তুল্য শুনিতে পাইলাম। মধ্যাহ্নে গাছ ও চোখের সংযোগ হইল, তারপর আস্তে আস্তে বৃক্ষ জ্ঞান হইল। বৃক্ষ জ্ঞান অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম রেকর্ডে দাগ রাখিয়া গেল অর্থাৎ মনে সংস্কার থাকিয়া গেল। নিশীথে রুদ্ধ ঘরে সেই গাছ দেখিয়া আবার বৃক্ষ জ্ঞান হইল। মধ্যাহ্নের গাছ স্থূল, নিশীথের গাছ কাছে না থাকিলেও কাছে থাকার মতন,

অতএব ইহা সূক্ষ্ম। গাছ বা বিষয় দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম। বিষয় পঞ্চধর্ম্মাত্মক অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দময়। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিষয় দশবিধ, যথা স্থূল রূপরসাদি এবং সূক্ষ্ম রূপরসাদি। স্থূলরূপ, স্থূলরস, স্থূলগন্ধ, স্থূলস্পর্শ, স্থূলশব্দ, সূক্ষ্মরূপ, সূক্ষ্মরস, সূক্ষ্ম-গন্ধ, সূক্ষ্মস্পর্শ, এবং সূক্ষ্মশব্দ এই দশ বিষয় বা কার্য্য। আমরা স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ বিষয়কে ব্যবহার করি।

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধাহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥ (৩২)

পদপাঠ। করণং ত্রয়োদশবিধং, তৎ আহরণ ধারণ প্রকাশ-করম্। ইত্যাদি।

অন্বয়। করণং ত্রযোদশবিধং, তৎ আহরণ ধারণ প্রকাশকরম্ কার্য্যম্ চ তস্য দশধা, আহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশম্ চ।

করণম্ = "যাহা দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণকারক বলে।" কর্ত্তা যদ্দ্বারায় কিছু করেন তাহা করণ। করণ = ইন্দ্রিয়।

ত্রয়োদশবিধং = ১৩ রকমের। ১৩ রকমের করণ আছে। ৩ অন্তঃকরণ এবং ১০ বাহ্য করণ। বুদ্ধি, অহংকার এবং মন এই তিনকে অন্তঃকরণ বলা যায়। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানের ইন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের ইন্দ্রিয়, সর্ব্বসমেত দশ ইন্দ্রিয়কে বাহ্য করণ বলা যায়।

তৎ = (করণ) তাহা ; করণ কি প্রকার, না—আহরণ ধারণ প্রকাশকরম্।

আহরণ-ধারণ প্রকাশকরম্ = করণের বিশেষণ পদ। করণে আহরণ করে, ধারণ করে এবং প্রকাশ করে। আহরণ শব্দের

অর্থ কর্ম্মবিশেষ। কর্ম্মেন্দ্রিয় আহরণ করে, জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশ করে, এবং অন্তরিন্দ্রিয় সর্ব্ববিধ জ্ঞান কর্ম্মের সংস্কার ধরিয়া রাখে, স্বীয় প্রাণ বৃত্তির দ্বারা শরীর ধরিয়া রাখে।

তস্য = করণের; কার্য্যম্ চ = কার্য্যও; কি বলে তাহাদিগকে —না, আহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যম্ চ; করণের কার্য্য বা বিষয়ও ত্রিবিধ। আহরণের বিষয়কে আহার্য্য, ধারণের বিষয়কে ধার্য্য এবং প্রকাশের বিষয়কে প্রকাশ্য বলা যায়।

কার্য্যম্ দশধা—কার্য্যম্ বা বিষয় পঞ্চধর্ম্মাত্মক, অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময়; শরীর-প্রাণবৃত্তির দ্বারা ধার্য্য, ঘট পাণি দ্বারা আহার্য্য, চন্দ্র চক্ষু দ্বারা প্রকাশ্য। রূপরসাদির দুই অবস্থা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে কার্য্য বা বিষয় দশধা বা দশবিধ। জাগ্রত অবস্থার বৃক্ষ স্থূল ও বাহ্য; স্বপ্নের বৃক্ষ সূক্ষ্ম এবং আভ্যন্তর।

অর্থ:—করণ ত্রয়োদশবিধ। করণ আহরণ করে, ধারণ করে এবং প্রকাশ করে। করণের কার্য্য—আহার্য্য ধার্য্য এবং প্রকাশ্য। বিষয় সকল স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দশবিধ, যথা স্থূলরূপ, সূক্ষ্মরূপ, স্থূল শব্দ সূক্ষ্ম শব্দ ইত্যাদি।

৩৩

সাংখ্যে দেশ এবং কাল নামে কোন তত্ত্ব নাই। দেশ এবং কাল বাহ্য বস্তুর ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধিই, দেশ এবং কালকে কল্পনা করিয়া এবং দেশ ও কালের ছকে বাহ্য বস্তুসমূহ ও ঘটনাবলীকে পরে পরে সাজাইয়া তবে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। জগতের বিচিত্রতার মূলে কল্পনাজাত দেশ এবং কাল। দেশের অতি সূক্ষ্মাংশের নাম অণু, কালের অতি সূক্ষ্মাংশের নাম ক্ষণ।

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং ব হ্যং ত্রিকালম্ আভ্যন্তরং করণম্॥ (৩৩)

পদপাঠ। অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্। সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালম্ আভ্যন্তরং কবণম্।

অন্বয়। অন্তঃকরণং ত্রিবিধং, ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং বাহ্যং দশধা বাহ্যং সাম্প্রতকালম্; আভ্যন্তরং ত্রিকালম্ করণম্।

ত্রিবিধং = অন্তঃকরণ ত্রিবিধ যথা বুদ্ধি অহংকার এবং মন।

বাহ্যং—বাহ্যকরণ; দশধা = দশবিধ—৫টি ৫ প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং ৫টি জ্ঞানে নিযুক্ত থাকে। এই বাহ্য করণের সহিত অন্তঃকরণের কি কিছু সম্বন্ধ আছে—যে সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বে বলা হয় নাই?—আছে। কি তাহা? ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।

ত্রয়স্য = উক্ত অন্তঃকরণত্রয়ের।

বিষয়াখ্যম্ = বিষয় যাহার আখ্যা তাহা বিষয়াখ্য।

বিষয় = যেমন শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, সেইরূপ বাহ্য করণেরাও অন্তঃকরণের বিষয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ উহাদের সহিত ব্যবহার করে। শব্দাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণের ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়। বাহ্য করণেরা উক্ত তিন অন্তঃকরণের বিষয় সাধক। বাহ্য করণেরা অন্তঃকরণের দ্বার স্বরূপ। বাহ্য করণের একরূপ কাজ, অন্তঃকরণেব কাজ অন্যরূপ। কি প্রকার?

বাহ্যং সাম্প্রতকালম্; আভ্যন্তরং হইতেছে ত্রিকালম্।

আভ্যন্তরম্ = আভ্যন্তর করণ বা অন্তঃকরণ।

সাম্প্রতকালম্ = সমীপস্থ বিদ্যমান বিষয়ী; বাহ্যকরণের সমীপস্থ

বিদ্যমান বিষয়েই কার্য্য করে, উপস্থিত বিষয়ই গ্রহণ করে। বাহ্যের বিষয় বর্ত্তমান কালব্যাপী। এইস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে সাধারণ জগতে বর্ত্তমানের অতি নিকটবর্ত্তী অতীত কাল—বর্ত্তমান তুল্য।

ত্রিকালম্ = অন্তঃকরণ অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালব্যাপী। অন্তঃকরণ অবিদ্যমান এবং অসমীপস্থ বিষয়ও গ্রহণ করে।

অর্থ :—তিন অন্তঃকরণ, দশ বাহ্য করণ। বাহ্যকরণ অন্তঃ-করণের বিষয়। অন্তঃকরণ যে সমুদায় উপাদান লইয়া কার্য্য করে, বাহ্যকরণ দ্বারা সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হয়। বাহ্য করণ কেবলমাত্র বর্ত্তমান বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু অন্তঃকরণের ক্ষমতা অনেক। উহা কেবলমাত্র বর্ত্তমান নহে, অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়া ব্যাপার করে।

৩৪

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্ ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥ (৩৪)

পদপাঠ। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষ অবিশেষ বিষয়াণি। বাক্ ভবতি শব্দ বিষয়া শেষাণি তু পঞ্চ বিষয়াণি।

অন্বয়। তেষাং পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বিশেষাবিশেষ বিষয়াণি, বাক্ শব্দবিষয়া ভবতি ; শেষাণি পঞ্চ বিষয়াণি।

তেষাং = তাহাদিগের মধ্যে, ১০ বাহ্যকরণগণের মধ্যে।

পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি = ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি, তাহারা কিরূপ? বিশেষাবিশেষ বিষয়াণি = বিশেষ এবং অবিশেষ যাহা

বিষয় তাহা বিশেষাবিশেষ বিষয়; তাহার বহুবচন, (ফলম্, ফলে, ফলানি) বিষয়াণি। বিশেষ এবং অবিশেষ বিষয় কি? শব্দ স্পর্শাদির নাম ইন্দ্রিয়ের গোচর বা বিষয়।

বিশেষ = স্থূল; অবিশেষ = সূক্ষ্ম। স্থূলকে বিশেষভাবে দেখান যায়, এই জন্য স্থূলকে বিশেষ বলে। সা, রে, গা, মা স্থূল। কিন্তু কেবল শব্দ সূক্ষ্ম। তুমি আমি সা, রে, গা, শুনিয়া কত কথা বলি। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্ সা, রে, গা, মা প্রভৃতিতে কেবলমাত্র বাতাসের ঢেউ দেখিয়া থাকেন। সুধীরা ২৪ বার কম্পনকে 'সা', ২৭ কম্পনকে রে, ৩০ কম্পনকে গা, ৩২ কম্পনকে মা, ৩৬ কম্পনকে পা, ৪০ কম্পনকে ধা, ৪৫ কম্পনকে নি, এবং ৪৮ কম্পনকে মুদারার সা বলিয়া দেখেন, এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রুতি শ্রবণ করেন। আমরা শব্দকে স্থূল শুনি, গুণিজনেরা শব্দকে সূক্ষ্ম ভাবে দেখেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল এবং সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূত তন্মাত্র নহে। এইবার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হইতেছে।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্, (স্ত্রীলিঙ্গ), ভবতি = হয়; শব্দবিষয়া = শব্দ যাহার বিষয় তাহা শব্দবিষয়; স্ত্রীলিঙ্গে শব্দবিষয়া। বাক্ কেবলমাত্র শব্দ লইয়া কারবার করে।

শেষাণি = শেষ কয়টি অর্থাৎ বাক্ ছাড়া আর যে কয়টি। তাহারা কে? পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। বাক্ কর্ম্মেন্দ্রিয়, হস্তপদ প্রভৃতিরাও কর্ম্মেন্দ্রিয়, কিন্তু বাকের বৃত্তি এবং অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

শব্দবিষয়া = বাকের বিষয় শব্দ। শব্দ যাহা অন্তঃকরণকে

অনুবাদ করে—সেই শব্দ উচ্চারণ এবং পায়ুর মলত্যাগ এই দুয়ে কত প্রভেদ !

তু = কিন্তু, বাক্ শব্দবিষয়া হইলেও ইহার অন্যান্য কর্ম্মবন্ধুগণ কিন্তু। কিন্তু কি ? তাহারা পঞ্চবিষয়াণি; পঞ্চভূত যাহার বিষয় তাহা পঞ্চবিষয়। তাহাদের বিষয় ভৌতিক।

পঞ্চভূতের সমষ্টি যথা ঘট, পট, মঠ ইত্যাদি।

অর্থ :—দশ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল ও সূক্ষ্ম। পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাকের বিষয় স্থূল শব্দ, এবং অবশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের বিষয় একেবারে গোটা জড়বস্তু, তাহারা ঘটাদি ভৌতিক বস্তুর সহিত ব্যবহার করে।

৩৫

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥ (৩৪)

পদপাঠ। স অন্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বঃ বিষয়ম্ অবগাহতে যস্মাৎ। তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারী দ্বারাণি শেষাণি।

অন্বয়। যস্মাৎ সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়ম্ অবগাহতে, তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারী, শেষাণি দ্বারাণি।

যস্মাৎ = যে হেতু

সান্তঃকরণা—স = সহিত, অন্তঃকরণ, যাহা অন্তঃকরণের সহিত আছে তাহা সান্তঃকরণ। বুদ্ধির বিশেষণ। মন এবং অহংকার এই দুই অন্তঃকরণযুক্ত যে বুদ্ধি। সে কি করে ? সর্ব্বং বিষয়ম্ অবগাহতে সমস্ত বিষয়কে স্নান করায়; (নিশ্চয় করায়)। বুদ্ধি সর্ব্ববিধ বিষয়কে স্নান করায়; জলের মধ্যে আনয়ন করে এবং

জলের মধ্য হইতে বাহির করে; চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা অন্তরে আনয়ন করে, এবং বাক্ পাণিদ্বারা বাহিরে প্রকাশ করে।

বিষয় = দশ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিই কর্ত্তা। মন এবং অহংকার বুদ্ধির করণমাত্র। অন্তঃকরণে যাহা হয় বাক্ তাহা বাহির করে।

তস্মাৎ = সেই হেতু।

ত্রিবিধং করণং—অর্থাৎ বুদ্ধি এবং তাহার দুই সহচর মন এবং অহংকার। এই তিন করণ দ্বারী; এবং শেষাণি অর্থাৎ অবশিষ্ট করণ সমূহ তাহারা হইতেছে দ্বারাণি বা দ্বারসমূহ। দ্বারী যেমন দ্বার দিয়া লোকজন ভিতরে আনে এবং বাহিরে পাঠায়; অন্তঃকরণ সেইরূপ বাহ্যকরণ দ্বারা বিষয়ের সহিত ব্যবহার করে।

দ্বারী = প্রধান, দ্বার = অপ্রধান। ১৩ করণের মধ্যে তিন অন্তঃকরণ প্রধান।

অর্থ :—ত্রয়োদশ করণের মধ্যে অন্তঃকরণত্রয় প্রধান। বাহ্য-করণসমূহ অন্তঃকরণের দ্বারস্বরূপ।

৩৬.

বুদ্ধি এবং অন্যান্য করণের কার্য্যাবলী।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্যবুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি॥ (৩৬)

পদপাঠ। এতে প্রদীপকল্পা পরস্পর বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ। কৃৎস্নং পুরুষস্য অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি।

অন্বয়। গুণবিশেষা প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর বিলক্ষণাঃ এতে পুরুষস্য কৃৎস্নং অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি।

এতে অর্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি—এই পাঁচটি শব্দ এই কারিকার প্রধান শব্দ। এই সকল করণেরা অর্থ প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রদান করে।

এতে—ইহারা। কাহারা? বুদ্ধি ব্যতীত অপরাপর করণেরা। এই সকল করণেরা কিরূপ? গুণ বিশেষাঃ, পরস্পরবিলক্ষণাঃ এবং প্রদীপকল্পাঃ। ইহারা করণ সমূহের বা 'এতে'র বিশেষণ।

গুণ বিশেষাঃ—গুণের বিশেষ, ত্রিগুণের বিকার। শব্দে সত্বগুণের পায়ূতে তমগুণের বিশিষ্টতা আছে।

পরস্পরবিলক্ষণাঃ—পরস্পর হইতে পৃথক, পরস্পরের লক্ষণ পৃথক। রূপ প্রকাশক চক্ষুর লক্ষণ, শব্দ প্রকাশক কর্ণের লক্ষণ হইতে বিভিন্ন, যাহা চক্ষুর লক্ষণ তাহা কর্ণের বিলক্ষণ।

প্রদীপকল্পাঃ=ব্যবহারে যাহারা প্রদীপের তুল্য। প্রদীপের অঙ্গ তৈল, বর্ত্তি এবং অগ্নি। তৈল অগ্নিশিখায় ঢালিয়া দিলে শিখা লোপ পায়। বর্ত্তি না হইলে শিখা হয় না। অগ্নি তেল এবং বাতি একত্রে মিলিয়া প্রদীপরূপে যেরূপ আলোক প্রদান করে, করণেরাও সেইরূপ ভাবে কাজ করে। এইজন্য করণগণকে প্রদীপকল্পা বলা হইয়াছে।

করণেরা সকলই একই উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বীয় বৃত্তি পরিচালনা করিতেছে। করণেরা কি করিতেছে—প্রকাশ্য প্রযচ্ছন্তি—প্রকাশ করিয়া অর্পণ করিতেছে? কি প্রকাশ করিতেছে? কৃৎস্নং পুরুষস্য অর্থং=পুরুষের ভোগ্য সমস্ত। কৃৎস্নং=সর্ব্বং সমস্তই। অর্থং=ভোগ্য। প্রকাশ্য=প্রকাশ করিয়া, আদায় করিয়া। বুদ্ধৌ=বুদ্ধিতে; প্রযচ্ছন্তি=অর্পণ করে।

অর্থ:—বাহ্য ইন্দ্রিয় মন এবং অহংকার ইহারা গুণত্রয়ের

বিকার। যেমন বর্ত্তি, তৈল ও বহ্নি ইহারা অন্ধকার দূরকরতঃ রূপের প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া প্রদীপ হয়, সেইরূপ উহারা পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণ যুক্ত হইয়াও ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে মিলিত হয়। বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য করণেরা পুরুষের ভোগ্য সমস্ত বিষয় আদায় করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে।

৩৭

বুদ্ধি = চিত্ত, জ্ঞ = পুরুষ, চৈতন্য, আমি, চিৎ। বুদ্ধি প্রথম ব্যক্ত। ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চিত্তবৃত্তি রূপরসাদির আকার ধরিয়া চিৎ সম্মুখে প্রকাশ পায়। উক্ত প্রকাশকে অনুভূতি বলে। সরোবরের জলে তীরস্থিত বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পড়ে। 'চিৎ' দর্পণে বিষয় রঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব হয়। চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব দ্বারা আচ্ছন্ন যে চিৎ তাহাই ভান, তাহাই অনুভূতি, তাহাই ভোগ। (ভান = প্রকাশ) উক্ত ভোগ চিত্তবৃত্তিতে থাকে। বুদ্ধি চৈতন্যের সন্নিধান বশতঃ চৈতন্যের ন্যায় হয়, এবং স্বীয় অনুভূতি পুরুষে বা 'আমি'তে আরোপ করে। ইহার ফলে বুদ্ধি নিজেকে আমির সহিত এক করিয়া ফেলে, এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী বোধ করে। ইহাই হইল ভোগ। আমি অসঙ্গ, তবুও বুদ্ধি 'আমি'র সহিত নিজেকে অভেদ বোধ করিয়া আমি ভোক্তা কর্ত্তা বলিয়া, সঙ্গযুক্ত বলিয়া বোধ করে। এই বোধ ঠিক জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ভ্রান্ত জ্ঞানবশে আপনাকে চৈতন্য হইতে অভিন্ন মনে করিয়া "আমি সুখী, আমি দুঃখী" মনে করে। ঐ ভুলজ্ঞান নষ্ট হইলে বুদ্ধি আপনাকে বা প্রকৃতিকে

আমি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তখন 'আমি' স্বরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধির যে জ্ঞানে সে চিৎকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে সেই জ্ঞানের নাম বিবেক বা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বারা দুঃখের চরম নিবৃত্তি হয়। ইহাই হইল অপবর্গ। পঞ্চভূত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গ হইতে 'নেতি নেতি' রূপ স্বাতন্ত্র্য বোধের অভ্যাস দ্বারা বিবেক উৎপন্ন হয়। সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সমুদায় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং ধ্যানের দ্বারা বিজ্ঞান বা বিবেক উপস্থিত হইলে প্রকৃতির আর কার্য্য থাকে না। পুরুষের ভোগের জন্য যে সর্গ বা সৃষ্টি তাহা নিরুদ্ধ হয়। পুরুষার্থ দ্বিবিধ, যথা ভোগ এবং অপবর্গ।

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥ (৩৭)

পদপাঠ। সর্ব্বং প্রতি উপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ। সা এব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান পুরুষ অন্তরং সূক্ষ্মম্।

অন্বয়ঃ। যস্মাৎ বুদ্ধিঃ সর্ব্বং পুরুষস্য প্রত্যুপভোগং সাধয়তি, সা এব পুনঃ চ সূক্ষ্মং প্রধানপুরুষান্তরং বিশিনষ্টি।

যস্মাৎ = যে হেতু; বুদ্ধিঃ; সাধয়তি = সাধন করে। কি সাধন করে? পুরুষস্য প্রত্যুপভোগং = পুরুষের প্রত্যেক উপভোগ। সর্ব্বং = সমস্তই, উপভোগের বিশেষণ। সা এব = সেই বুদ্ধি। পুনঃ চ = পুনরায় কি করে? বুদ্ধিঃ বিশিনষ্টি = প্রকাশ করে, বিশেষ করে। যাহারা জড়ান ছিল তাহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইয়া দেয়। কি প্রকাশ করে? প্রধান পুরুষান্তরং = প্রধান ও পুরুষের মধ্যে যে অন্তর বা ভেদ। সে

ভেদ কিরূপ ? সূক্ষ্মং বা দুর্লক্ষ্য। প্রধান ও পুরুষ যখন জড়াইয়া-ছিল তখন কে কি করিতেছে বুঝা যাইত না।

পুরুষের ভোগ বুদ্ধি কর্তৃক কিরূপে সাধিত হয় বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে আলোচনা, সংকল্প, অভিমান এবং অধ্যবসায়ের কথা বলা হইয়াছে। অন্তঃকরণের অপর নাম চিত্ত। চিত্ত আলোচনাদি প্রক্রিয়ার বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত হয়। ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার বুদ্ধির স্বকীয় ব্যাপার অধ্যবসায়ের সহিত এক ব্যাপার হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্ত ও বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ ঘটিলে চিত্ত ঐ বিষয়ের আকারে আকারিত হয়; ইহাই হইল চিত্তের উপরঞ্জন। বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব চিৎ সরোবরে পড়ে, যেমন তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের প্রতিবিম্ব সরোবরের জলে পড়ে। চিৎ, চৈতন্য পুরুষ, জ্ঞ এ সমুদয় একই পদার্থের ভিন্ন নাম। চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে পড়িলে চিত্তবৃত্তি পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হয়। পুরুষ বুদ্ধির প্রতি-সংবেদী। ধ্বনি প্রতিফলিত হইলে প্রতিধ্বনি হয়। পর্ব্বত নিকটে থাকিলে ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি হয়, বুদ্ধিবৃত্তি বা সংবেদের সেইরূপ চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ প্রতিসংবেদ হয়। বিম্বের প্রতিবিম্ব হয়; দর্পণ, সরোবর প্রতিবিম্বের আধার বা ফলক। বুদ্ধি বৃত্তির যে প্রতিসংবেদ তাহার আধার বা ফলক হইতেছে চিৎ বা পুরুষ। সরোবরের জলে বৃক্ষাদি না থাকিলেও যেমন বৃক্ষকে সরোবরের বলিয়া লক্ষিত হয়, সেইরূপ সুখ দুঃখ মোহা-ত্মক বুদ্ধি বা বুদ্ধির সুখ দুঃখ মোহ প্রতিসংবেদ হেতু চৈতন্যে লক্ষিত হয়। সুখ দুঃখের, অনুভবকে ভোগ বলে। উক্ত ভোগ বুদ্ধি বৃত্তিতে থাকে। আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ যে বৃত্তি ইহা বুদ্ধি-বৃত্তি। এই ভোগ চিৎ সরোবরে প্রতিবিম্বিত হইয়া

চিৎ বা পুরুষকে উপভোগ করায়। ইহা হইল পুরুষের ভোগ। অনেকটা ঠাকুর ভোগের মত; সেবাইত বিগ্রহের নিকট নৈবেদ্য ধরে বিগ্রহ তাহা ভোগ করে। বিষয় সংযোগে বুদ্ধিতে সতত পরিণাম ঘটিতেছে, বুদ্ধি কখন বৃক্ষ কখন নদী, কখন সুন্দর কখন কুৎসিত। তজ্জন্য বুদ্ধির নানামূর্ত্তি বা ভাব হইতেছে। বুদ্ধির সম্মুখে চিৎ দর্পণ। বুদ্ধি স্বীয় সতত পরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তি লইয়া এক বিরাট স্বচ্ছ বস্তুর সান্নিধ্যে বসিয়া আছে। সে জানে না যে তাহার সম্মুখে দর্পণ। দর্পণের যদি সে সীমা বা ফ্রেম দেখিতে পাইত, তবে তখনই বুঝিত তাহার সম্মুখে দর্পণ। কিন্তু এই স্বচ্ছ পদার্থ বিরাট। রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডব সভায় ময় দানব যে দর্পণ রচনা করিয়াছিল এবং যাহাতে দুর্য্যোধনেরও ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল তদপেক্ষা এই স্বচ্ছ পদার্থ কোটী কোটী গুণ বৃহৎ। বুদ্ধি প্রতিবিম্বকে বিম্বরূপে দেখিতে লাগিল। নকলকে আসল বলিয়া দেখিতে লাগিল। মুখ বিম্ব, এবং দর্পণস্থ মুখ প্রতিবিম্ব। ইহাই হইল ভোগ। বুদ্ধি যখন বুঝিবে একটি স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহাতেই তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, বস্তুতঃ স্বচ্ছ পদার্থে বিম্ব নাই, তাহার যথার্থ জ্ঞান ঘটিবে, পুরুষকে পৃথক বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞানের নাম বিবেক জ্ঞান। ইহার অপর নাম অপবর্গ।

পূর্ব্ব কারিকায় বলা হইয়াছে অহংকারাদি সকলেই বুদ্ধিতে বিষয় অর্পণ করে; কেন না বুদ্ধিই সাধয়তি বিষিনষ্টি। যস্মাৎ = কেন না, যে হেতু।

অর্থঃ—অহংকারাদি বুদ্ধিতে বিষয় অর্পণ করে, কেন না যে বুদ্ধি পুরুষের সমস্ত উপভোগ সাধন করে, সেই বুদ্ধিই পুনরায়

প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে সেই ভেদকে প্রকাশ করে। বুদ্ধি দ্বারাই বিবেক জ্ঞান হয়। একই বুদ্ধি ভোগ বা প্রকৃতি পুরুষের অভিন্ন ভাব জন্মায় এবং বিবেক ঘটায়।

৩৮

ইতিপূর্ব্বে করণদিগের সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে এইবার পঞ্চ-ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র সম্বন্ধে বলা হইবে।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চপঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥ (৩৮)

পদপাঠ। তন্মাত্রানি অবিশেষাঃ তেভ্যঃ' ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ। এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তাঃ ঘোরাঃ চ মূঢ়াঃ চ।

অন্বয়। তন্মাত্রানি অবিশেষাঃ; তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি (যায়ন্তে) এতে শান্তা ঘোরাঃ চ মূঢ়া চ স্মৃতাঃ।

তন্মাত্রানি = পঞ্চ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র এবং স্পর্শ তন্মাত্র।

ইহাদিগকে কি বলা হয়—অবিশেষাঃ। বিশেষের যাহা বিপরীত তাহা অবিশেষ।

তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ; তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃর বিশেষণ। সেই পঞ্চ হইতে অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে কি হয়? পঞ্চ ভূতানি জায়ন্তে —পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত। এতে = ইহারা; এই পঞ্চ ভূতেরা; কি প্রকার এই পঞ্চভূত? "শান্তাঃ, ঘোরাঃ চ, মূঢ়াঃ চ" = শান্ত এবং ঘোর এবং মূঢ়। স্মৃতাঃ = বলা হয়। পঞ্চভূতকে কি বলা হয়? বিশেষাঃ = বিশেষ।

তন্মাত্রের এক রস। উহাদের কোন বিশেষত্ব নাই। রূপ তন্মাত্র কেবল মাত্র রূপ। লাল, নীল, হরিদ্রা যেমন উপভোগের বিষয় কেবল মাত্র রূপ সেইরূপ নয়। যাহা দ্বারা সুখ দুঃখ এবং মোহ ঘটে তাহাই উপভোগের যোগ্য। ভূত সকল সুখকর, দুঃখকর এবং মোহকর বলিয়াই বিশেষ। শব্দ মাত্র হইতেছে সূক্ষ্ম। কিন্তু সা, রে, গা, মা প্রভৃতির সংযোগে ও মিশ্রণে যে সঙ্গীত জন্মে তাহা সুখকর। এক শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ। শব্দ ও স্পর্শ দুই তন্মাত্র হইতে বায়ু; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিন তন্মাত্র হইতে তেজ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস চারি তন্মাত্র হইতে জল; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি জন্মে। জল বলিতে যাহা বুঝি, ইহা যেন মনে থাকে সাংখ্যের জল সে জল নহে। চিনিও জল, তেঁতুলও জল। যাহা দ্বারা রস জ্ঞান জন্মে তাহাই জল। তন্মাত্র সকল পরস্পর পৃথক ভাবে আমাদিগের দ্বারা অনুভূত হয় না, এই নিমিত্ত উহাদিগকে অবিশেষ বলা হইয়া থাকে। ভূত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অর্থ :—পঞ্চ তন্মাত্রকে অবিশেষ বলা হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চভূতকে বিশেষ বলা হয়, যে হেতু উহারা সুখ, দুঃখ ও মোহকর।

৩৯

বিশেষ কতবিধ তাহা বলা হইতেছে। বিশেষ ত্রিবিধ, যথা —সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর এবং মহাভূত।

সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষা স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥ (৩৯)

পদপাঠ। সূক্ষ্মাঃ মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈঃ ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ। সূক্ষ্মাঃ তেষাং নিয়তাঃ মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে।

অন্বয়। সূক্ষ্মাঃ, মাতা-পিতৃজাঃ প্রভূতৈঃ সহ বিশেষাঃ ত্রিধাঃ স্যুঃ। তেষাং সূক্ষ্মাঃ নিয়তাঃ। মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে।

সূক্ষ্মাঃ = সূক্ষ্মশরীর সকল।

মাতা-পিতৃজাঃ = পিতা মাতা হইতে জাত শরীর সকল।

প্রভূতৈঃ সহ = প্রভূতের সহিত। প্রভূতৈঃ = (তৃতীয়ার বহু বচন স্থূল ভৌতিক শব্দার্থ সমূহের সহিত। বিশেষাং = পঞ্চভূত। ত্রিধাঃ = ত্রিবিধ স্যুঃ = হয়। পঞ্চভূত তিন শ্রেণীর পদার্থ লইয়া। যথা (১) সূক্ষ্মশরীর, (২) স্থূল শরীর, যাহা জীব পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত হয় এবং (৩) বাহ্য ভৌতিক জগৎ—এই তিন ভাগে বিভক্ত। যাহা স্থূল তাহা প্রত্যক্ষ গোচর। সূক্ষ্ম অনুমান গোচর। স্থূল শরীরকে ষাট্-কৌষিক বলে (ষট্কোষ + ষ্ণিক্) উহা ষট্ কোষে বা ছয় কোষে নির্ম্মিত। কোষ—আবরক। স্থূল দেহ অস্থি মজ্জাদি দ্বারা গঠিত। অস্থি মজ্জাদিকে কোশ বলে। সূক্ষ্ম শরীরের কথা ৪০ কারিকায় বলা হইবে। নদী, চন্দ্র, গিরি, মরু, ঘট, পট, মন্দির এ সমস্তই প্রভূত বা মহাভূতের অন্তর্গত। যাহা ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত তাহা ভৌতিক। পঞ্চভূত ব্যতীত বাহ্য জগতে আর কিছু নাই, এই জন্য পঞ্চভূতকে মহাভূত বলা যায়। ভৌতিকের অবস্থান্তর ঘটে কিন্তু পুরুষের মোটামুটি দেখিতে গেলে অবস্থান্তর ঘটে না। কেহ জন্ম হইতেই বিকলাঙ্গ, কেহ জন্ম হইতেই দুষ্ট। চৈতন্য বা পুরুষ বিকলাঙ্গ নহেন, দুষ্টও নহেন।

তেষাং = ঐ তিন প্রকার বিশেষে, কে কি প্রকার? সূক্ষ্মাঃ হইতে নিয়তাঃ। মাতা-পিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে; নিয়ত = অবিশ্রান্ত, বিশ্রাম বিহীন। সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই।

নিবর্ত্ততে = নিবৃত্ত হয়, কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, বিশ্রাম করিতে পারে। স্থূল শরীরের বিশ্রাম আছে, সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই। স্বপ্ন সূক্ষ্ম শরীরের কাজ। নিবৃত্তি (বৃৎধাতু) বিশ্রাম। নিদ্রাকালে স্থূল শরীর বিশ্রাম করে বটে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই; সূক্ষ্মশরীর স্বপ্নাদি ব্যাপারে ক্রিয়াশীল থাকে।

অর্থ:—পঞ্চভূত প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহ এবং বাহ্য ভৌতিক জগৎ। দেহ আবার স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে দ্বিবিধ। পিতা মাতা হইতে জাত দেহের নাম স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ প্রত্যক্ষের অগোচর। সূক্ষ্ম দেহের বিশ্রাম নাই, স্থূল ভূতের বিশ্রাম আছে। অতএব বিশেষ বা পঞ্চভূত ত্রিবিধ। ভৌতিক জগৎ, স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ। পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণাম স্থূল দেহ এবং প্রভূত। সূক্ষ্মদেহ হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের ত্রয়োদশ করণ সংযোগ বশতঃ যে পরিণাম সেই পরিণাম।

৪০

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥ (৪০)

পদপাঠ: পূর্ব্ব উৎপন্নম্ অসক্তম্ নিয়তম্ মহৎ আদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্। সংসরতি নিরুপভোগম্ ভাবৈঃ অধিবাসিতম্ লিঙ্গম্।

অন্বয়। পূর্ব্বোৎপন্নম্, অসক্তম্, নিয়তম্, নিরুপভোগম্ ভাবৈঃ অধিবাসিতম্ মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্ লিঙ্গম্ সংসরতি।

লিঙ্গং সংসরতি। লিঙ্গম্ = সূক্ষ্মশরীর ; সংসরতি, সং = সম্যক, সরতি (সৃধাতু) বিচরণ করে। যথা তথা বিচরণ করিতে পারে। সে সূক্ষ্ম শরীর কি প্রকার ? মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্ = মহৎ হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত। পূর্ব্বে ২০ কারিকায় লিঙ্গম্ শব্দের অর্থ বুদ্ধি লিখিয়াছি। বুদ্ধি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া বুদ্ধি লিখিয়াছি। ১০ কারিকায় লিঙ্গ অর্থ জ্ঞাপক।

সূক্ষ্ম শরীরের আর কি কি বিশেষণ আছে ? যথা ভাবৈঃ অধিবাসিতং, নিয়তম্ ইত্যাদি।

ভাবৈঃ অধিবাসিতম্ = ভাবের দ্বারা নিবাসিত ; ভাব যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সূক্ষ্মশরীর ভাবময়। সূক্ষ্মশরীরে কি কি ভাব আশ্রয় করে ? ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং তাহাদিগের বিপরীত অধর্ম্ম অজ্ঞান প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরে সংস্কার রূপে বিদ্যমান থাকে। অসক্তম্ = অপ্রতিহত। সূক্ষ্মশরীরে স্থূল শরীরের ন্যায় বাধা নাই। নিয়তম্ = অবিশ্রান্ত। সূক্ষ্মশরীর বিশ্রাম হীন।

নিরুপভোগম্ = সূক্ষ্মশরীর নিরুপভোগ। স্থূল শরীর ব্যতীত ইহা স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি জন্মায় না।

পূর্ব্বোৎপন্নম্ = যে হিসাবে বৃক্ষের বীজ বৃক্ষের পূর্ব্বে জন্মে সেই হিসাবে সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের পূর্ব্বে জন্মে। সূক্ষ্মশরীর পরে প্রস্ফুট হইয়া স্থূলশরীরে পরিণত হয় ; কচ্ছপের ডিম পেটের ভিতরে নরম, তুল্ তুল্ করে, পরে শক্ত সাদা খোসা হয়। যেমন পঞ্চভূতের কারণ পঞ্চতন্মাত্র, সেইরূপ স্থূলশরীরের কারণ সূক্ষ্মশরীর।

অর্থ:—সূক্ষ্মশরীর অপ্রতিহত, অবিশ্রান্ত; উহার উপাদান পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্রে সংগ্রহিত বুদ্ধি, অহংকার, মন এবং ইন্দ্রিয়-শক্তি। উহা ভাবময় এবং যথা তথা বিচরণ করিতে সমর্থ। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ মাত্রই সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি। স্থূল-শরীর সূক্ষ্মশরীরের বাহ্য মূর্ত্তি। সূক্ষ্মশরীর ভাবময়, শক্তিময় এবং নিরুপভোগ। প্রথমে সূক্ষ্মশরীর পরে আবরণরূপ স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়। স্থূল শরীর সূক্ষ্মশরীরের বাসা। গন্ধ যেমন পুষ্পকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাব ও শক্তি তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

৪১

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥ (৪১)

পদপাঠ। চিত্রং যথা আশ্রয়ম্ ঋতে স্থাণু আদিভ্যঃ যথা বিনা ছায়া। তৎ বৎ বিনা অবিশেষৈঃ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ম্ লিঙ্গম্।

অন্বয়। যথা আশ্রয়ম্ ঋতে চিত্রং যথা স্থাণ্বাদিভ্যঃ বিনা ছায়া, তদ্বৎ অবিশেষৈঃ বিনা লিঙ্গম্। (লিঙ্গম্) নিরাশ্রয়ং ন তিষ্ঠতি।

যথা বা যদ্বৎ আশ্রয় বিনা চিত্র, যদ্বৎ স্থাণু বিনা ছায়া, তদ্বৎ বা তথা অবিশেষ বিনা লিঙ্গ। এই লিঙ্গ নিরাশ্রয় তিষ্ঠতি ন অর্থাৎ থাকে না।

চিত্রম্=ছবি। ঋতে=বিনা, ব্যতীত=ব্যতিরেকে, ছাড়া; স্থাণু=ডালপালা শূন্য গাছ। ন=না; তিষ্ঠতি=থাকে। নিরাশ্রয়ম্=আশ্রয়শূন্য অবস্থা।

লিঙ্গম্ = সূক্ষ্ম শরীর। অবিশেষ = পঞ্চ তন্মাত্র। অপাদানে বা 'হইতে' অর্থে ঋতে যোগে দ্বিতীয়া এবং বিনা যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। আশ্রয় হইতে পৃথক চিত্র তুল্য, স্থাণু হইতে পৃথক ছায়া তুল্য হইতেছে, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পৃথক সূক্ষ্ম শরীর। যেমন ছবি দেওয়াল, পট কিংবা একটা কিছুর পর আঁকিতে হয়, ছবির যেমন দেওয়াল পটাদির সহিত সম্বন্ধ, সূক্ষ্ম দেহেরও সেইরূপ অবিশেষের সহিত সম্বন্ধ।

অর্থ :—চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি ব্যতীত থাকে না, তেমনি সূক্ষ্ম শরীরও পঞ্চ তন্মাত্র ব্যতীত থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর নিরাশ্রয় থাকে না, উহার আশ্রয় পঞ্চ তন্মাত্র। ভাবময় সূক্ষ্ম-শরীর পঞ্চ-তন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে, যেমন কাপড়ের উপর বুটি।

৪২

জীবন নাটকের অভিনয় হইতেছে ; দর্শক হইতেছেন বহবঃ পুরুষাঃ। অভিনেতা, অভিনেত্রী অনেক হইলেও নটের বা অধিকারীর কথামত তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চে আসিতে যাইতে হইবে। নাটকে প্রকৃত অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা হইয়া থাকে। প্রস্তাব হইতে প্রস্তাবনা হইয়াছে। প্রস্তাব এবং প্রসঙ্গ একই অর্থবাচক শব্দ। প্রতিপাদ্য বিষয় যে বাক্যাবলী দ্বারা উত্থাপিত হয় তাহাকে প্রস্তাবনা বা প্রসঙ্গ বলে। প্রস্তাবনায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংলাপ হইয়া থাকে। জীবন নাটকের প্রস্তাবনায় সংলাপ্য বিষয় হইতেছে নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক। নিমিত্ত = কারণ, নৈমিত্তিক = কার্য্য। প্রকৃতি হইতেছেন কারণ ; তাঁহার কার্য্য কি? তিনি ব্যক্ত জগৎরূপে পুরুষদিগের সুখ দুঃখ মুক্তি ঘটাইয়া থাকেন।

প্রকৃতি—শক্তিশালিনী এবং সর্ব্বব্যাপিনী। এ অভিনয়ে তিনি অভিনেতা এবং অভিনেত্রী যোগাইয়া থাকেন এবং বুদ্ধি প্রধান-লিঙ্গ নটরূপে সমুদয় ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য কি নর বা নারী-দেহ উভয় দেহই পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত। যে দেহধারী মুক্তি অপেক্ষা ভোগ প্রিয়তর বোধ করেন, তাঁহার দেহ নর-লক্ষণযুক্ত হইলেও তাঁহাতে নারী-অংশ নর-অংশ অপেক্ষা প্রবল-তর। দেহধারী কেহই কেবল নর কিংবা কেবল নারী নহেন।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিবিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥ (৪২)

পদপাঠ। পুরুষার্থ হেতুকম্ ইদম্ নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন। প্রকৃতেঃ বিভুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্।

অন্বয়। পুরুষার্থ হেতুকং ইদং লিঙ্গং নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন প্রকৃতেঃ বিভুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে।

পুরুষার্থ হেতুকম্=পুরুষার্থ যাহার হেতু বা প্রবর্ত্তক সেই। পুরুষার্থ যাহাকে প্রবৃত্ত করায়।

ইদম্=এই। লিঙ্গ=সূক্ষ্ম শরীর।

নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন=নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রস্তাবনা দ্বারা। নিমিত্ত=কারণ। নিমিত্ত+ষ্ণিক্=নৈমিত্তিক (তত্র ভব এই অর্থে ষ্ণিক্)=কার্য্য। প্রসঙ্গ=প্রস্তাবনা।

প্রকৃতেঃ=প্রকৃতির।

বিভুত্বের যোগ=বিভুত্ব যোগ ; তাহা হইতে বিভুত্ব যোগাৎ।

বিভু=সমর্থ, সর্ব্বব্যাপী ; বিভুর ভাব=বিভুত্ব ; যোগ=সাহায্য।

নটবৎ=রঙ্গশালার অধিকারীর ন্যায়।

ব্যবতিষ্ঠতে=(বি+অব+স্থা ধাতু) ব্যবস্থা করে।

অর্থ:—পুরুষার্থই সূক্ষ্ম শরীরের প্রবৃত্তির হেতু। প্রকৃতির বিভুত্ব সূক্ষ্ম শরীরের আয়ত্ত। প্রকৃতি অভিনেতা অভিনেত্রী যোগাইতেছেন এবং বুদ্ধিপ্রধান লিঙ্গশরীর নাট্যাচার্য্যের ন্যায় পুরুষের ভোগাপবর্গের ব্যবস্থা করিতেছেন। নাটকে যেমন প্রস্তাবনা থাকে, প্রস্তাবনা দ্বারা নাটক আরম্ভ করিতে হয়, সাংখ্য যে নাটকের কথা বলিতেছেন তাহার প্রস্তাবনা বা প্রসঙ্গ হইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

৪৩

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ।। (৪৩)

পদপাঠ। সাংসিদ্ধিকাঃ চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাঃ চ ধর্ম্ম আদ্যাঃ। দৃষ্টাঃ করণ আশ্রয়িণঃ কার্য্য আশ্রয়িণঃ চ কলল আদ্যাঃ।

অন্বয়। ধর্ম্মাদ্যাঃ ভাবাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ, (তে) প্রাকৃতিকাঃ চ বৈকৃতিকাঃ চ। (ধর্ম্মাদ্যাঃ) করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ কললাদ্যাঃ চ কার্য্যাশ্রয়িণঃ।

ধর্ম্মাদ্যাঃ ভাবাঃ=ধর্ম্ম আদি ভাব। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, জ্ঞান অজ্ঞান এই সকল ভাব।

সাংসিদ্ধিকাঃ=স্বতঃসিদ্ধ; ঐ ভাব যে মনের আছে তাহা সহজেই অনুভব হয়, উহার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না।

সংসিদ্ধ=সম্যকরূপে সিদ্ধ+ষ্ণিক্=সাংসিদ্ধিক। ঐ ভাব সকল দুই প্রকারের অন্তঃকরণের ভাব হইয়া থাকে, যথা প্রাকৃতিক এবং বৈকৃতিক।

প্রাকৃতিকাঃ=যাহারা প্রকৃতি জাত, যাহারা জন্মের সহিত উৎপন্ন। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার সে তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কারের বীজ শরীরের অন্তর্গত মনে থাকে; প্রয়োজন মত সময়ে ঐ সংস্কার কর্য্যে পরিণত হয়।

বৈকৃতিকাঃ=যাহা শিক্ষা ও আচরণ রূপ নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহার নাম বৈকৃতিকাঃ। (বিকৃত+ষ্ণিক্) কেহ অল্প বয়সেই গান শুনিয়া গান করিতে পারে, (স্বাভাবিক) কেহ তিন ওস্তাদকে বধ করিয়া অধিক বয়সে গান গাহিতে পারে। (বৈকৃতিক)

ধর্ম্মাদ্যাঃ করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ=করণ বা অন্তঃকরণকে যাহা আশ্রয় করে তাহাকে করণাশ্রয়ী বলে। করণশ্রয়িণঃ বহুবচন ধর্ম্মাদ্যাঃ শব্দের বিশেষণ।

দৃষ্টাঃ=দেখা হইয়াছে।

ধর্ম্মাদিরা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইহা দেখা গিয়াছে। কোথায়? ২৩ কারিকায়।

কললাদ্যাঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ। কললাদিরা কার্য্যকে বা (এ স্থলে) দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেহ পঞ্চভূতময়। পঞ্চ ভূতের কারণ যে পঞ্চ তন্মাত্র তাহা অহংকার নামক করণের পরিণাম বা কার্য্য, এই জন্য কার্য্যের অর্থ দেহ। কলল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি গর্ভে থাকা কালীন অবস্থা; বাল্য যৌবন, জরা আদি জীবিত কালীন অবস্থা শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

অর্থ:—ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি অন্তঃকরণের রূপ। ইহা কতক

জীব জন্মের সহিত প্রাপ্ত হয়, কতক বা শিক্ষা এবং আচরণ দ্বারা উপার্জ্জন করে। ধর্ম্মাদি অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভ্রূণ, বাল্য, শৈশব, যৌবনাদি দেহের অবস্থা। ইহা দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

৪৪

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যায়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥ (৪৪)

পদপাঠ। ধর্ম্মেণ গমনম্ ঊর্দ্ধং গমনম্ অধস্তাৎ ভবতি অধর্ম্মেণ। জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপর্য্যয়াৎ ইষ্যতে বন্ধঃ॥

অন্বয়। ধর্ম্মেণ ঊর্দ্ধং গমনং ভবতি। অধর্ম্মেণ অধস্থাৎ গমনং (ভবতি)। জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপর্য্যয়াৎ বন্ধঃ চ ইষ্যতে।

ধর্ম্মেণ = ধর্ম্মের দ্বারা ; ঊর্দ্ধং গমনং ভবতি = উর্দ্ধে গমন হয়। জীব উচ্চ হয়। অধর্ম্মেণ অধস্থাৎ গমনং ভবতি। অধস্থাৎ = অধদিকে, নিম্ন। অধর্ম্ম দ্বারা অধঃগমন হয়। জীব নীচ হয়।

জ্ঞানেন = জ্ঞানের দ্বারা, অপবর্গঃ = দুঃখের নিবৃত্তি।

বিপর্য্যয়াৎ = জ্ঞানের বিপর্য্যয় বা বিপরীত হইতে, অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে ; বন্ধঃ = বন্ধন। ইষ্যতে = অভিলষ্যতে ; ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত।

অর্থ :—ধর্ম্মে জীবের সুখ, অধর্ম্মে দুঃখ, জ্ঞানে দুঃখের অবসান, অজ্ঞানে বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত।

৪৫

সাংখ্য মতে বিজ্ঞানই দুঃখ হানির প্রকৃষ্ট উপায়। কেবলমাত্র বৈরাগ্যে সর্ব্ব দুঃখ দূর হয় না। বিরাগের ভাব বৈরাগ্য। বৈরাগ্য=রাগশূন্যতা। সুখ অনুভবে মনে সুখের সংস্কার থাকিয়া যায়। সেই সংস্কার বশতঃ বিষয় অভিমুখে যে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য লোভ তৃষ্ণা তাহাই হইতেছে রাগ। বৈরাগ্য বশতঃ ব্যক্তি বিশেষ বীতরাগ হইলেও সে যে ভয় ক্রোধ দ্বেষে অভিভূত হইবে না ইহা কে বলিতে পারে। শুদ্ধমাত্র বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতিলয়। জ্ঞান হীন বৈরাগ্যের দ্বারা যাহা চঞ্চল এবং চেতনাশূন্য সেই প্রকৃতিতে জীবের লয় হয় বা জীব প্রকৃতি শ্রেণীতে দাঁড়ায় অর্থাৎ সে চঞ্চল জড়বৎ হইয়া থাকে। মূর্খ বৈরাগী জড় তুল্য।

সংসার=সং+সৃ ধাতু। সৃ ধাতুর অর্থ সরা, ঘোরা। আবর্ত্তন করা, বৃত্ত পথে ঘোরা। বৃত্ত পথে আবর্ত্তন। বৃত্ত পথে আবর্ত্তনের ফল যেখান হইতে অগ্রসর হওয়া যায় সেইখানে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। সুখকর ভোগ্য বিষয়ের অভাব অনুভব করিলাম, অর্থাৎ তৃষ্ণা হইল, সুখকর বিষয় দেখিয়া ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইল, লোভ হইল; বিষয় লাভ করিলাম, আবার তৃষ্ণা আসিল, চাঞ্চল্য আসিল ইত্যাদি ইত্যাদি। যে তৃষ্ণা হইতে অগ্রসর হইয়াছিলাম সেই তৃষ্ণায় আবার উপস্থিত। তৃষ্ণার অবধি নাই, অন্তরে চির অতৃপ্তি : চিত্তে অবিশ্রাম বৃত্তির তরঙ্গমালা। ইহাই হইল সংসার। সদা চাঞ্চল্য।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ ॥ (৪৫)

পদপাঠ। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারঃ ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ। ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ বিপর্য্যয়াৎ তৎ বিপর্য্যাসঃ ॥

অন্বয়। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ ভবতি; রাজসাৎ রাগাৎ সংসারঃ (ভবতি)। ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ (ভবতি) বিপর্য্যয়াৎ তৎ বিপর্য্যাসঃ (ভবতি)।

বৈরাগ্যাৎ = বৈরাগ্যমাত্রাৎ; কেবলমাত্র বিষয় রাগের অভাব হইতে।

প্রকৃতিলয়ঃ = প্রকৃতিতে লয়; প্রকৃতির সহিত এক হওয়া— জড়ত্ব প্রাপ্তি।

ভবতি = হয়।

রাজসাৎ রাগাৎ = রাজসিক রাগ হইতে। সংসারঃ (ভবতি) = সদা চাঞ্চল্য (হয়)।

ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ (ভবতি) = স্বাধীনতা, প্রভুত্ব বা শক্তি হইতে।

অবিঘাতঃ = ইচ্ছার অপ্রতিবদ্ধ (হয়)।

বিপর্য্যয়াৎ = ঐশ্বর্য্যের বিপর্য্যয়, (উল্‌টা) অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্য।

অনৈশ্বর্য্য = দুর্ব্বলতা, পরাধীনতা। পরাধীনতা হইতে।

তদ্বিপর্য্যাসঃ (ভবতি)—তস্য অবিঘাতস্য বিপর্য্যাসঃ = তদ্বি-পর্য্যাসঃ। ইচ্ছার বিঘাত বা ব্যাঘাত হয়।

অর্থ :—মাত্র-বৈরাগ্যে জড়ত্ব ঘটে। বিষয়ানুরাগে সদা চাঞ্চল্য হয়। প্রভুত্বে ইচ্ছার পূর্ণতা এবং দাসত্বে ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটে। যে পরাধীন সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না।

৪৬

বুদ্ধির আট রূপ বা ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ঐ আট ভাবকে অন্য সংজ্ঞা দিয়া ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। চারি শ্রেণীর আখ্যা বা নাম হইতেছে বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি এবং

সিদ্ধি। বিপর্য্যয় শব্দে অজ্ঞান বুঝায়। ইন্দ্রিয় বিকল হইলে বুদ্ধির অসামর্থ্য বা অশক্তি ঘটে। সিদ্ধিতে জ্ঞানের আন্তর্ভাব আছে। বিপর্য্যয়ে অজ্ঞানের আন্তর্ভাব আছে। অশক্তিতে অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য এবং অধর্ম্মের আন্তর্ভাব আছে। তুষ্টিতে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের আন্তর্ভাব আছে। ধর্ম্ম, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য তুষ্টি শ্রেণীর অন্তর্ভূত। তুষ্টি=ইহাই যথেষ্ট, কেন বৃথা শ্রম এইরূপ মনোভাব জনিত আলস্য উদ্যমহীনতা ॥

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥ (৪৬)

পদপাঠ। এষ প্রত্যয় সর্গঃ বিপর্য্যয় অশক্তি তুষ্টি সিদ্ধি আখ্যঃ। গুণ বৈষম্য বিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাঃ তু পঞ্চাশৎ ॥

অন্বয়। বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ এষ প্রত্যয়সর্গঃ। গুণ বৈষম্যবিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাঃ তু পঞ্চাশৎ।

বিপর্য্যয় শক্তি তুষ্টি এবং সিদ্ধি আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহার তাহাকে বিপর্য্যয়-শক্তি-তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্য-কহে।

এষঃ=অয়ং পূর্ব্বোক্ত। (পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ৮টি বিষয়)।

প্রত্যয়সর্গঃ=যাহা দ্বারা অর্থের বোধ হয় তাহাকে প্রত্যয় বলে—বুদ্ধি। সর্গঃ=কার্য্য। বুদ্ধির কার্য্য।

এষপ্রত্যয়সর্গঃ=পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির কার্য্য।

গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাৎ=গুণ সকলের বিষমতা এবং অভিভব হইতে গুণ সকলের দুইটি এবং একটির অধিক-বলতা কিংবা ন্যূন-বলতাকে বৈষম্য বলে। উহাতে এক গুণ অন্য গুণের দ্বারা বিমর্দ্দিত হয়—কোন কোন গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তস্য চ

=তাহারও, বিপর্য্যয়াদিরও। ভেদাঃ—ভেদ; পঞ্চাশৎ (ভবন্তি) =৫০ প্রকার ভেদ হয়।

অর্থ:— পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধির কার্য্যের অন্য সংজ্ঞাও আছে, যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি। গুণ বিষমতায় এবং অভিভবে উহাদের মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ভেদ আছে।

৪৭

উক্ত ৫০ প্রকার ভেদের কথা বলা যাইতেছে।

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥ (৪৭)

পদপাঠ। পঞ্চ বিপর্য্যয় ভেদাঃ ভবন্তি অশক্তি চ করণ বৈকল্যাৎ। অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ তুষ্টিঃ নবধাঃ অষ্টধাঃ সিদ্ধি।

অন্বয়। পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদাঃ ভবন্তি। করণবৈকল্যাৎ অশক্তিঃ চ অষ্টাবিংশতিভেদাঃ, তুষ্টিঃ নবধাঃ, সিদ্ধিঃ অষ্টধাঃ।

পঞ্চ বিপর্য্যয় ভেদাঃ ভবন্তি=বিপর্য্যয়ের ভেদ হইতেছে পঞ্চবিধ।

বিপর্য্যয়=মিথ্যা জ্ঞান।

করণবৈকল্যাৎ=করণের বৈকল্য হইতে। করণের বৈকল্য =করণ বৈকল্য। বৈকল্য=বিকলতা, যথা চোখে ছানি পড়া।

অশক্তিঃ চ=অশক্তিও।

অষ্টাবিংশতি ভেদা=২৮ প্রকারের ভেদ যাহার তাহা অষ্টাবিংশতি ভেদা। অশক্তির বিশেষণ।

তুষ্টিঃ নবধাঃ=তুষ্টি ৯ প্রকার।

সিদ্ধিঃ অষ্টধাঃ=সিদ্ধি ৮ প্রকার।

৫ বিপর্য্যয়, করণ বিকলতা হেতু ২৮ অশক্তি, ৯ তুষ্টি, ৮ সিদ্ধি। সর্ব্বসমেত (৫+২৮+৯+৮) পঞ্চাশৎ।

(৪৮, ৪৯, ৫০, কারিকা দ্রষ্টব্য।)

৪৮

বিপর্য্যয় ৫টি। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্রঃ, অন্ধতামিস্রঃ ইহারা সংজ্ঞা মাত্র। ইহাদের অন্য সংজ্ঞাও আছে। যথা তমঃ = অবিদ্যা, মোহ = অস্মিতা, মহামোহ = রাগ, তামিস্রঃ = দ্বেষ, অন্ধতামিস্রঃ = ভয়। এই বিপর্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানের মূলে অবিদ্যা। অবিদ্যা যেন ক্ষেত্র, এবং অস্মিতাদি চতুষ্টয় ক্ষেত্রের ফসল। ৪৮ কারিকায় তমঃ এবং মোহের প্রত্যেকটিকে ৮ প্রকারে বা শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; মহামোহকে ১০ এবং তামিস্রঃকে ১৮ এবং অন্ধতামিস্রঃকে ১৮ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে অনেক বিপদ ঘটে। যে যে ভাবে দেখে সে সেই ভাবে শ্রেণী ভেদ করে। কেন যে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল তাহার উত্তর কারিকায় নাই।

এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞানের নাম তমঃ। দুইটি বিভিন্ন বস্তুকে এক স্বরূপ জ্ঞানের নাম মোহ। রজ্জুতে সর্পে জ্ঞান তমের উদাহরণ। চিত্ত এবং চৈতন্যের এক স্বরূপতা জ্ঞান মোহের উদাহরণ। সুখকর ভোগ্য বিষয়ের জন্য লোলীভাব, তৃষ্ণা এবং লোভের নাম মহামোহ। দুঃখ এবং ভয় অনেকটা এক শ্রেণীর। যদ্দ্বারা দুঃখ ঘটে তাহা ভয়প্রদ। চাবুকে দুঃখ হয় বলিয়া চাবুক ভয়প্রদ। দুঃখকর বিষয়ে যে চিত্তাবস্থা

হয় তাহাই তামিস্রঃ। অন্ধতামিস্রঃ হইতেছে ভয়ের একটি সংজ্ঞা।

ভয় ১৮ প্রকার যথা ১ মৃত্যুভয়

১১, ইন্দ্রিয় হানির ভয়, একাদশ ইন্দ্রিয়।

১, দেহ কষ্টের ভয়, যথা পিঠে চাবুক।

৫, বিষয় হানির ভয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়।

যাহা হইতে ভয় হয় তাহার প্রতি দ্বেষ বা তামিস্রঃ জন্মে; বাঘ দেখিলে ভয় হয় তাহার প্রতি দ্বেষ হয় অর্থাৎ বাঘকে মারিতে ইচ্ছা হয়। ভয় ১৮ প্রকার অতএব দ্বেষ বা তামিস্রঃও ১৮ প্রকার।

সুখকর বিষয় জীব দশ বাহেন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করে এইজন্য মহামোহ বা রাগ ১০ প্রকার।

ত্রি-অঙ্গযুক্ত অন্তঃকরণের মন এক অঙ্গ। মনের বৃত্তি ত্রিবিধ যথা সংস্কার এবং ত্রিবিধ সঙ্কল্প। কর্ম্মের মানস সঙ্কল্প এবং আলোচন জ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞানে পরিণত করা অন্য প্রকারের সঙ্কল্প। অহংকারের বৃত্তি 'অহংতা' ও 'মমতা' ভেদে দ্বিবিধ। অহংকারের বৃত্তির নাম অভিমান। বাহ্যবস্তু বহুবিধ, আমার চৈতন্য এক। বহুবিধ বাহ্য বস্তুর সহিত একমাত্র চৈতন্যের সংযোগ বশতঃ বহুবিধ সংযোগ হইলেও উহাদিগের মধ্যে যে সাধারণ ভাব থাকে অর্থাৎ বহু পুষ্প এক মাল্যরূপে যে সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হয় সেই সূত্রই আমি বা অভিমান। দেহ সম্বন্ধে অর্থাৎ চৈতন্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে সেই দেহ এবং দেহের অতিরিক্ত যে বাহ্য জগৎ আছে এই দুই বস্তুর সহিত চৈতন্যের দুই প্রকার সম্বন্ধ। এক প্রকার সম্বন্ধের নাম

অহংতা, অন্য প্রকারের নাম মমতা। উভয় সম্বন্ধের সাধারণ নাম অভিমান যাহা অহংকারের লক্ষণ। বুদ্ধির বৃত্তির নাম অধ্যবসায়। আত্মা ও বুদ্ধির এক-স্বরূপতা জ্ঞান যত ভ্রমের আকর। এই নাম অস্মিতা। কখন বুদ্ধির সহিত কখন বা অহংকারাদির সহিত চৈতন্য অভিন্ন হয় বলিয়া মোহ বহুবিধ।

যথা, চৈতন্যের	সহিত	বুদ্ধির	অভিন্নতা
”	”	অহংকারের	”
”	”	অন্তঃকরণের	”
”	”	দেহের	”
”	”	ইন্দ্রিয়ের	” ইত্যাদি।

তমঃ ৮ প্রকার। একটিকে আর একটি বলিয়া জানা। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, এবং ভয়ে এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। তমের এই হইল চারি ভাগ বা প্রকার। অপর চারি প্রকার কি? অপর চারি প্রকার হইতেছে যথা—

(১) অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা,

(২) অশুচিকে শুচি জ্ঞান করা,

(৩) দুঃখকে সুখ জ্ঞান করা,

(৪) অনাত্মকে আত্ম জ্ঞান করা,

প্রথমের দৃষ্টান্ত—চন্দ্র সূর্য্যকে নিত্য জ্ঞান করা,

দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত—প্রেমাস্পদের থুথুকে সুধামৃত জ্ঞান করা,

তৃতীয়ের দৃষ্টান্ত—গরমকালে রাজদরবারী পোষাকে গৌরব বোধ করা,

চতুর্থের দৃষ্টান্ত—বিগ্রহকে দেবতা জ্ঞান করা।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ ॥ (৪৮)

পদপাঠ। ভেদঃ তমসঃ অষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধঃ মহামোহঃ। তামিস্রঃ অষ্টাদশধা তথা ভবতি অন্ধতামিস্রঃ।

অন্বয়। তমসঃ মোহস্য চ অষ্টবিধঃ ভেদঃ। মহামোহঃ দশবিধঃ। তামিস্রঃ তথা অন্ধতামিস্রঃ অষ্টাদশধা ভবতি।

তথা = সেই সঙ্গে। অষ্টাদশবিধ, ১৮ প্রকারের।

অর্থ :—তমের এবং মোহের উভয়েরই ৮ রকম ভেদ। তামিস্রঃ এবং (তথা) সেই সঙ্গে অন্ধতামিস্রের ১৮ রকম ভেদ। এ ভেদ উভয়েরই। মহামোহ ১০ রকমের।

৪৯

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধেবিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্ ॥ (৪৯)

পদপাঠ। একাদশ ইন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈঃ অশক্তি উদ্দিষ্টা। সপ্তদশবধাঃ বুদ্ধেঃ বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টি সিদ্ধীনাম্।

অন্বয়। বুদ্ধিবধৈঃ সহ একাদশেন্দ্রিয় বধাঃ অশক্তি উদ্দিষ্টা, তুষ্টি সিদ্ধীনাম্ বিপর্য্যয়াৎ বুদ্ধেঃ বধা সপ্তদশ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অশক্তি ২৮ প্রকার। বধাঃ—শব্দের অর্থে বিঘাত, ব্যাঘাত, হানি, প্রতিবন্ধ। ইন্দ্রিয় সকলের হানি এবং বুদ্ধির হানিকে অশক্তি বলে। বধিরতা, এক প্রকার ইন্দ্রিয়-বধ, ইহা শ্রবণশক্তির অভাব। বধিরতা অন্ধতা জ্ঞানার্জ্জনের অনুকূল নহে। যাহা জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিকূল বা শত্রু তাহাকে অশক্তি বলা যায়। তুষ্টি ও সিদ্ধি বুদ্ধির রূপ। সিদ্ধি যথা জ্ঞানের

অনুকূল হইতেছে অধ্যয়ন। অধ্যয়নের বিপর্য্যয় বা অভাব বুদ্ধি-হানিকর; অতএব সিদ্ধির অভাব বুদ্ধিবধ অশক্তি বলিয়া কথিত। তুষ্টিও বধিরতার ন্যায় জ্ঞানের প্রতিকূল। যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছি, ইহাতেই লোকে পণ্ডিত বলিবে আর অধিক অধ্যয়নের আবশ্যক নাই এইরূপ ভাবের নাম তুষ্টি। ৮ প্রকার সিদ্ধি আছে। ৮ প্রকার সিদ্ধির অভাবকে বুদ্ধিবধ বলা যায়। ৯ প্রকার তুষ্টিও জ্ঞানের অনুকূল নহে বলিয়া বুদ্ধিবধ নামে আখ্যাত। ৮ এবং ৯ সর্ব্বসমেত ১৭ বুদ্ধিবধ। জ্ঞানেন্দ্রিয় বধ হইলে জ্ঞানে অশক্তি হয়। এইজন্য বধকে অশক্তি বলে। বধি-রতা হইলে শব্দ জ্ঞানে অশক্তি হয়।

বুদ্ধিবধৈঃ সহ=বুদ্ধির অসামর্থ্য, যে অপূর্ণতা, তাহা বুদ্ধিবধ বুদ্ধির অসামর্থ্য রূপ বধের সহিত। সহযোগে তৃতীয়া।

একাদশ ইন্দ্রিয় বধাঃ—যথা বধিরতা, কুষ্ঠ, অন্ধতা, জড়তা, অজিঘ্রতা, মূকত্ব, কৌণ্য, পঙ্গুতা ইত্যাদি এবং মন্দতা (মনের দোষ)।

বুদ্ধিবধ এবং ১১ ইন্দ্রিয় বধকে কি বলে? অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা=ইহারা অশক্তি বলিয়া উদ্দিষ্ট বা কথিত।

তুষ্টি=নববিধ তুষ্টি (৪ আধ্যাত্মিক এবং ৫ বাহ্য তুষ্টি) ৫০ কারিকা দ্রষ্টব্য।

(এবং) সিদ্ধীনাম্ বিপর্য্যয়াৎ=সিদ্ধির অভাব হইতে, ৮ সিদ্ধির বিপর্য্যয় হইতে।

বুদ্ধিঃ বধাঃ=বুদ্ধির বধ (ভবন্তি উহ্য) হইতেছে। সপ্তদশ= ১৭ প্রকার।

অর্থ—৮ তুষ্টি
৯ সিদ্ধি বিপর্য্যয়

———

১৭ বদ্ধিবধ
১১ ইন্দ্রিয়বধ

———

২৮ অশক্তি।

বুদ্ধিবধ ১৭ প্রকার—যথা ৮ তুষ্টি এবং ৯ সিদ্ধি বিপর্য্যয়।

অর্থ :—ইন্দ্রিয়বধ, ১১ ইন্দ্রিয়ের ১১ হানি বশতঃ ১১ প্রকার। ১৭ বুদ্ধিবধ, ১১ ইন্দ্রিয়বধ, মোট ২৮ বধকে অশক্তি বলে।

৫০

৫০ কারিকায় তুষ্টির বিষয় বলা হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥ (৫০)

পদপাঠ। আধ্যাত্মিক্যঃ চতস্রঃ প্রকৃতি উপাদান-কাল-ভাগ্য-আখ্যাঃ। বাহ্যাঃ বিষয় উপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়ঃ অভিমতাঃ॥

অন্বয়। আধ্যাত্মিক্যঃ চতস্রঃ প্রকৃতি-উপাদান-কাল-ভাগ্য-আখ্যাঃ। বাহ্যাঃ বিষয়-উপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়ঃ অভিমতাঃ॥

আধ্যাত্মিক্যঃ=আত্মবিষয়ে (তুষ্টি)।

চতস্রঃ=চারি প্রকার।

"প্রকৃতি অতিরিক্ত আত্মা আছে ইহা (প্রতিপাদ্য) অবগত হইয়া" যে ব্যক্তি অসাধু উপদেশে তুষ্ট হইয়া শ্রবণ মননাদির দ্বারা

বিবেক সাক্ষাৎকারের জন্য প্রযত্ন করেন না সেই ব্যক্তির চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টি হয় (বাচস্পতিমিশ্র)। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চতুষ্টয় কি কি ?

প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ—প্রকৃতি উপাদান কাল এবং ভাগ্য আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহাদের তাহারা।

প্রকৃতি তুষ্টি, উপাদান তুষ্টি, কাল তুষ্টি এবং ভাগ্য তুষ্টি এই চতুর্ব্বিধ তুষ্টির নাম আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

সহজ সহজ কাজ করিব অথচ কোন শ্রম করিব না আর বলিব সহজ কাজেই হইবে, শ্রমের কাজের দরকার নাই, উদ্যমের দরকার নাই, ইহাই হইল তুষ্টি। তুষ্টি অর্থ—এতেই হইবে আর দরকার নাই।

প্রকৃতিই অপবর্গ নিষ্পন্ন করেন, অতএব ধ্যান অনুশীলন নিরর্থক—এইরূপ ঠিক করিয়া যিনি নিশ্চেষ্ট তাঁহাকে প্রকৃতি তুষ্ট বলা যায়। কেহ বলেন, বিবেক খ্যাতি প্রকৃতির কর্ম্ম বটে, কিন্তু বিবেক খ্যাতির জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ঠিক নয়। উহার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ আবশ্যক। প্রব্রজ্যায় দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিতে হয়। যিনি ধ্যান অনুশীলন না করিয়া প্রব্রজ্যায় তুষ্ট তাঁহাকে উপাদান তুষ্ট বলা যায়। কেহ বলেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেই সদ্য সদ্য বিবেক আসিবে, তাহা নহে। বিবেকের জন্য কালের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কাল মুখাপেক্ষী যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুষ্টি। কেহ কেহ বলেন, ভাগ্যে না থাকিলে কোন কালেও বিবেক হইবে না। বিবেকের জন্য প্রযত্ন নিরর্থক, ভাগ্যে যদি থাকে বিবেক অল্প হইতে পারে, ভাগ্যে যদি না থাকে তবে কোনও

কালেও বিবেক হইবে না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি।

উপরম=যদ্দ্বারা উপরত বা উদাসীন হয় তাহাকে উপরম বলে—বৈরাগ্য।

বিষয়=শব্দাদি পঞ্চ ভোগ্য বিষয়।

বাহ্যাঃ—বাহ্য তুষ্টিসমূহ।

পঞ্চ—পঞ্চবিধ।

বিষয়োপরমাৎ বাহ্যাঃ পঞ্চ=বিষয় বৈরাগ্য হইতে যে সব তুষ্টি হয় তাহাদিগকে বাহ্য তুষ্টি বলে। বাহ্য তুষ্টি পঞ্চবিধ।

মহদাদি অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জানেন এইরূপ ব্যক্তির বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি হয় তাহাকে বাহ্য তুষ্টি বলে। বিষয় উপার্জ্জনে, বিষয় রক্ষায়, বিষয় ক্ষয়ে, বিষয় উপভোগে এবং ভোগের জন্য অপরকে পীড়নে যে সমুদয় দুঃখঃএবং দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উপরমকে পঞ্চবিধ বলা যায়।

(১) ধনোপার্জ্জনের উপায় সকল দুঃখকর, (২) উপার্জ্জিত ধন দস্যু, অগ্নি, জল-প্লাবনাদি হইতে বিনষ্ট হয় সুতরাং উহা রক্ষা করা কষ্টকর, (৩) কষ্টে উপার্জ্জিত ধন উপভোগে ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের চিন্তা কষ্টকর, (৪) ভোগে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, উপভোগ্য বিষয়ের অভাবে বিষয় লোলুপের দুঃখ হয়, (৫) প্রাণীগণের পীড়ন না করিয়া বিষয়ের উপভোগ সম্ভব হয় না, সুতরাং উপভোগে হিংসা জনিত দুঃখ হয়। যাহা দুঃখকর তাহা দোষযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ দোষ চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য হয় তাহাকে বাহ্যতুষ্টি বলে। ৯ বিধ তুষ্টি

মোক্ষের অনুকূল নহে। অনেকের বিশ্বাস বৈরাগ্যেই অপবর্গ এবং ঐ বিশ্বাসে ধ্যান অনুশীলন না করিয়া প্রাগুক্ত বৈরাগ্য-তুষ্ট থাকেন।

অর্থ :—তুষ্টি নয় প্রকার। তাহার মধ্যে ৪টি আধ্যাত্মিক এবং ৫টি বাহ্য। আধ্যাত্মিক ৪টির নাম—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদান তুষ্টি, কালতুষ্টি এবং ভাগ্যতুষ্টি। উপার্জ্জনাদি দোষজাত ৫ তুষ্টির নাম বাহ্যতুষ্টি। তুষ্টি হইতেছে বিজ্ঞানের পথের এক প্রকার বাধা।

৫১

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥ (৫১)

পদপাঠ। উহঃ শব্দঃ অধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাঃ ত্রয়ঃ সুহৃৎ-প্রাপ্তি। দানম্ সিদ্ধয়ঃ অষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বঃ অঙ্কুশঃ ত্রিবিধঃ।

অন্বয়। সিদ্ধয়ঃ অষ্টৌ শব্দঃ, অধ্যয়নং উহঃ, সুহৃৎপ্রাপ্তি দানম্ চ ত্রয়ঃ দুঃখবিঘাতাঃ; সিদ্ধেঃ পূর্ব্বঃ ত্রিবিধঃ অঙ্কুশঃ।

সিদ্ধি অর্থ যাহা সাধন করিতে হইবে। পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাই সিদ্ধি। ৮ সিদ্ধির মধ্যে তিন দুঃখবিঘাত মুখ্য প্রয়োজন, অপর ৫টি গৌণ প্রয়োজন।

শব্দঃ = শাস্ত্র শ্রবণ।

অধ্যয়নম্ = শাস্ত্র পাঠ।

উহঃ = মনন, বিচার (নিজে নিজে যুক্তি প্রয়োগে শ্রুত ও পঠিত জ্ঞানের আলোচনা)।

সুহৃদ্প্রাপ্তি = জ্ঞানার্থী বন্ধু সহ তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য আলাপ ইহাও মনন।

দানম্ = (দৈধাতু) শোধন ও বা বিশুদ্ধ করা একাগ্র মনে বহুক্ষণ ধরিয়া কোন বিষয় চিন্তন এবং মননের নাম ধ্যান। দান শব্দের অর্থ হইতেছে ধ্যান। দানের দ্বারা জ্ঞান বিমল হয়। শব্দ, অধ্যয়ন, উহ, সুহৃদপ্রাপ্তি এবং দানকে গৌণসিদ্ধি বলে। পঞ্চ গৌণ সিদ্ধি দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখ বিঘাতাঃ সিদ্ধি ঘটিবে। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।

সিদ্ধেঃ = সিদ্ধির, পূর্ব্বঃ ত্রিবিধ = বিপর্য্যয়, অশক্তি তুষ্টি হইতেছে সিদ্ধির পূর্ব্ব ত্রিবিধ। বিপর্য্যয়াদি ৪ ভাবের প্রথম ত্রিবিধ ভাব। উহারা কি? অঙ্কুশ, প্রতিবন্ধক। বিপর্য্যয়, অশক্তি তুষ্টি সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

অর্থ :—তত্ত্ব কথা শ্রবণ, তত্ত্ব কথা পাঠ, তত্ত্ব কথা স্বয়ং মনন, সুহৃদগণের সহিত মনন, ধ্যান এই পাঁচটি গৌণ সিদ্ধি। ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ এই তিনটি মুখ্য সিদ্ধি। বিপর্য্যয়, অশক্তি তুষ্টি এবং সিদ্ধির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অশক্তি এবং তুষ্টি হইতেছে সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

৫২

ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্ব্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ ॥ (৫২)

পদপাঠ। ন বিনা ভাবৈ লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাব নির্ব্বৃত্তিঃ। লিঙ্গ আখ্যঃ ভাব আখ্যঃ তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।

অন্বয়। ভাবৈঃ বিনা ন লিঙ্গং; লিঙ্গেন বিনা ন ভাব নিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ লিঙ্গাখ্যঃ ভাবাখ্যঃ দ্বিবিধঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে।

ভাবৈঃ বিনা ন লিঙ্গং=ভাব বিনা না সূক্ষ্ম শরীর=ভাব বিনা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্য হয় না। কেবল সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মাদি ভিন্ন কোন ভোগ জন্মাইতে পারে না।

লিঙ্গেন বিনা ন ভাব নিবৃত্তি=সূক্ষ্ম শরীর যাহা পঞ্চ তন্মাত্র এবং ত্রয়োদশ করণের সমষ্টি, যাহার অপর নাম লিঙ্গ, সেই লিঙ্গ (ব্যতীত) বিনা ভাব নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ভাব নিষ্পন্ন হয় না। পুরুষের ভোগের জন্য উভয়ই আবশ্যক। তস্মাৎ=সেই নিমিত্ত। কি হয়? দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্ত্ততে= (বীজ এবং অঙ্কুরের ন্যায়) দুই রূপ সর্গ ঘটিয়া থাকে। উহার কি দুই রূপ? লিঙ্গ এবং ভাব, লিঙ্গ যাহার আখ্যা সে লিঙ্গাখ্য। ভাব যাহার আখ্যা সে ভাবাখ্য। লিঙ্গ এবং ভাব সহভাবী; লিঙ্গ শক্তি; ভাব হইতেছে শক্তির ব্যক্তভাব বা ক্রিয়া জনিত সংস্কার। চিত্র এবং কাগজের ন্যায় ভাব এবং লিঙ্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। সত্য বটে সমস্ত সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে হয়, কিন্তু ঐ সৃষ্টি দুই দিক হইতে দুই রকম দৃষ্ট হয়। ভাবের দিক হইতে দেখিলে সৃষ্টি এক রকম দেখায়, আবার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গের দিক দেখিলে ঐ সৃষ্টি আর এক রকম দেখায়। দেখার দিক হইতে সৃষ্টি দ্বিবিধ—লিঙ্গ সর্গ, ভাব সর্গ। (২২ কারিকা দ্রষ্টব্য)

অর্থ :—ধর্ম্মাদি ভাব লিঙ্গের কল্পনা বিনা হয় না। লিঙ্গ বিনা ধর্ম্মাদি ভাব নিষ্পন্ন হয় না; এই জন্য সৃষ্টি দ্বিবিধ—লিঙ্গ নামক সৃষ্টি, এবং ভাব নামক সৃষ্টি।

৫৩

অশেষ বিচিত্রতাময় প্রকৃতির সীমা সাধারণ মানুষের কল্পনায় আসে না, এই প্রকৃতির গর্ভে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গ্রহ তারা বিচরণ করিতেছে। এই বিশাল প্রকৃতির গর্ভে বিভিন্ন মূর্ত্তির আবরণে লক্ষ লক্ষ জীব জীবনের খেলা করিতেছে। মূর্ত্তি সকল ইন্দ্রিয়-ভূমি এবং অবয়ব বিশিষ্ট। প্রত্যেক মূর্ত্তির অভ্যন্তরে আবার যত মূর্ত্তি তত সূক্ষ্ম শরীর বিরাজ করিতেছে। সূক্ষ্ম শরীর ভাব ও শক্তিময়। মাতা-পিতৃজ মূর্ত্তি সংক্ষেপতঃ চতুর্দ্দশ প্রকার।

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥ (৫৩)

পদপাঠ। অষ্টবিকল্পঃ দৈবঃ তৈর্য্যগ্‌ যোনঃ চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যঃ চ একবিধঃ সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ।

অন্বয়। দৈবঃ অষ্টবিকল্পঃ, তৈর্য্যগ্‌ যোনঃ চ পঞ্চধা, মানুষ্যঃ একবিধঃ, সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ ভবতি।

সমস্ত শরীরই বিশ্লেষণ করিলে তন্মাত্র এবং ভাবে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহ মাঝামাঝি অবস্থা, দৈব দেহ ভাব প্রধান, তৈর্য্যক্‌দেহ তন্মাত্র প্রধান। ৮ বিধ ভাবের কোন একটির প্রাবল্য হেতু দৈব যোনি অষ্টবিধ। যে দৈবদেহে জ্ঞানের প্রাবল্য তাহার নাম ব্রহ্ম। যে দৈব দেহে অজ্ঞানতার প্রাবল্য তাহার নাম পৈশাচ। পঞ্চ তন্মাত্রের কোন একটির প্রাবল্য বশতঃ তৈর্য্যক্‌দেহ পঞ্চবিধ। পশুর ঘ্রাণশক্তি, অন্যান্য তৈর্য্যক্‌ জাতি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। তৃণজীব মৃগের শ্রবণ শক্তি, পক্ষীর

দৃষ্টিশক্তি, কীটের (যথা কেন্নো) স্পর্শ শক্তি, উদ্ভিদের ফল শক্তি প্রবল।

সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ ভবতি = সংক্ষেপতঃ (ইহাই) দেহ সম্বন্ধীয় সৃষ্টি হইতেছে। পঞ্চভূত হইতে দেহ এবং প্রভৃতের সৃষ্টি। ঘট, পট, চন্দ্র, সূর্য্যাদি প্রভৃত। মাতা-পিতৃজ দেহও ভৌতিক।

অষ্ট বিকল্প = অষ্টবিধ।

তির্য্যগ্‌যোনৌ ভব = তৈর্য্যগ্‌যোনৌ তির্য্যক্‌দেহ হইতে জাত, অর্থাৎ তির্য্যক্‌জাতি। পঞ্চধা = পাঁচ প্রকার। মনুষ্য + ষ্ণ মানুষ্য।

অর্থ :—দৈবজাতি ৮ প্রকার, তির্য্যক্‌জাতি ৫ প্রকার, মনুষ্য জাতি ১ প্রকার সংক্ষেপতঃ ভৌতিক সর্গ ১৪ প্রকার।

৫৪

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ॥ (৫৪)

পদপাঠ। ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালঃ তমঃ বিশালঃ চ মূলতঃ সর্গঃ। মধ্যে রজঃ বিশালঃ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তঃ।

অন্বয়। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ (ভৌতিকসর্গঃ স্যাৎ) ঊর্দ্ধং সত্ত্ব-বিশালঃ, মূলতঃ তমো বিশালঃ মধ্যে রজো বিশালঃ সর্গঃ (স্যাৎ)।

ঊর্দ্ধং = ঊর্দ্ধে, মূলতঃ (মূল + ৭মীতে তস্) মূলে বা নীচে। মধ্যে = মাঝখানে।

তমঃ = তির্য্যক জাতীয় উদ্ভিদের সর্ব্বনিম্ন যে তৃণ তাহার পত্র।

ব্রহ্ম = ব্রাহ্ম দেহধারী জাতি, দেবজাতি। সত্ত্ব যাহাতে

বিশাল অর্থাৎ রজঃ তমঃ হইতে প্রবল তাহা, সত্ত্ব বিশাল; সত্ত্ব প্রধান।

অর্থ:—দৈব ব্রহ্ম হইতে তৈর্য্যক্ তৃণ-জাতি পর্য্যন্ত (ভৌতিক সর্গ বিস্তৃত) ১৪শ সর্গ। এই ভৌতিক সর্গের সর্ব্বোর্দ্ধে সত্ত্ব-প্রধান ব্রহ্ম, সর্ব্ব নিম্নে তমঃ প্রধান তৃণ-সর্গ। মধ্যে ইন্দ্র মনুষ্যাদি ১২শ বিধ সর্গ রজঃ-প্রধান। উর্দ্ধে জ্ঞানময় দৈব দেহধারী ব্রহ্মা, নিম্নে অজ্ঞান তির্য্যক্ দেহধারী তৃণ, মধ্যে রাগযুক্ত ইন্দ্র, প্রজাপতি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিশাচ মানুষ পশু পক্ষী মৃগ সরীসৃপ এবং উচ্চজাতীয় উদ্ভিদ।

৫৫

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাঽবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥ (৫৫)

পদপাঠ। তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ, লিঙ্গস্য অবিনিবৃত্তেঃ তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন।

অন্বয়। তত্র জরামরণ কৃতং দুঃখং লিঙ্গস্য অনিবৃত্তেঃ চেতনঃ পুরুষঃ প্রাপ্নোতি; তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন।

প্রধান পদ—পুরুষঃ দুঃখং প্রাপ্নোতি=পুরুষ দুঃখ পায়। পুরুষ কিরূপ?—চেতন।

কোথায়=তত্র, পূর্ব্বোক্ত দেবাদি দেহে; পূর্ব্বোক্ত দেহ ধরিয়া কিরূপ দুঃখ পায়?

জরা মরণ কৃতং দুঃখং=জরা মৃত্যুর ভয় হেতু যে দুঃখ। ব্যাধি শোক তাপ হেতু যে দুঃখ।—কেন? লিঙ্গস্য অনিবৃত্তে= "লিঙ্গশরীরস্য পুরুষাৎ ভেদ অগ্রহাৎ।" লিঙ্গ শরীরের অনিবৃত্তি

হেতু ; লিঙ্গ শরীরের পুরুষ হইতে যে ভেদ তাহা না বুঝিবার নিমিত্ত।

তস্মাৎ=পূর্ব্বোক্ত কারণে ভেদ বুঝিতে না পারার দরুণ কি হয়? দুঃখং স্বভাবেন=দুঃখই যেন মামুলি বন্দোবস্ত ইহা মনে হয়।

অর্থ :—পুরুষ চেতন। শরীরে অবস্থিত হইয়া সে নানাবিধ দুঃখ পায়। এই দুঃখ প্রাপ্তির কারণ হইতেছে লিঙ্গ-শরীর এবং চৈতন্যের অভেদ জ্ঞান। জরা মরণাদি দুঃখ চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধির অবিবেকতা বশতঃ লিঙ্গ-শরীরের সুখ দুঃখ মোহ পুরুষের উপরে পতিত হয়।

৫৬

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ॥ (৫৬)

পদপাঠ। ইতি এষ প্রকৃতি কৃতঃ মহৎ-আদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ। প্রতি পুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থে আরম্ভঃ।

অন্বয়। মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ ইতি এষ আরম্ভঃ। প্রতি পুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থে প্রকৃতিকৃতঃ।

আরম্ভঃ প্রকৃতিকৃতঃ। আরম্ভ=চেষ্টা, সৃষ্টি ; প্রকৃতিকৃতঃ= প্রকৃতির দ্বারা কৃত অন্য কাহারও দ্বারা কৃত নহে। আরম্ভ কি? মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ=মহৎকে আদি করিয়া বিশেষ-ভূত বা পঞ্চভূত পর্য্যন্ত যে সকল চেষ্টা। কি মহৎ, কি মন, কি চক্ষু, কি রূপ, কি ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ই প্রকৃতির কার্য্য।

প্রকৃতির আরম্ভ কেন? প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং=প্রত্যেক পুরুষের বিমোক্ষ বা মুক্তির জন্য। এই আরম্ভ কি রূপে হয়?

"স্বার্থ ইব পরার্থে"=দেখিতে প্রকৃতির স্ব বা নিজ অর্থে প্রয়োজনবশতঃ বস্তুতঃ পরার্থে, পরের প্রয়োজন বশতঃ। পর=পুরুষ।

ইব=মতন। শুভাকাঙ্ক্ষী পাচক যখন পরিপাটি ভাবে রন্ধন করে মনে হয় যেন সে নিজের জন্যই রন্ধন করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ সে প্রভুর প্রয়োজন বশতঃ রন্ধন করে।

অর্থ :—মহৎ হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে বিকাশ তাহা প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত। প্রকৃতির চেষ্টা নিজের চেষ্টার মত দেখাইলেও ইহা পর বা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ঘটিয়া থাকে।

৫৭

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥ (৫৭)

পদপাঠ। বৎস বিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিঃ অজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষ নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।

অন্বয়। যথা বৎস্যবিবৃদ্ধিনিমিত্তং অজ্ঞস্য ক্ষীরস্য প্রবৃত্তিঃ (উপজায়তে) তথা পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ (উপজায়তে)।

যথা=যেমন; বৎস=বাছুর। বিবৃদ্ধি=পোষণ, বৃদ্ধি করা, বড় করা। অজ্ঞস্য, ক্ষীরস্য শব্দের বিশেষণ। ক্ষীরস্য শব্দের সহিত প্রবৃত্তির সম্বন্ধ কারক।

অজ্ঞ=অচেতন; ক্ষীর=দুগ্ধ।

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং=বাছুরকে বড় করিবার জন্য।

প্রবৃত্তিঃ=কার্য্যে প্রেরণী। উপজায়তে (উহ্য) জন্মে;

তথা=সেইরূপ; পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্তং=পুরুষের মুক্তির জন্য; প্রধানস্য=প্রধান বা প্রকৃতির; (প্রবৃত্তিঃ উপজায়তে)

অর্থ :—বৎস চোষণের জন্য বাঁট হইতে জড় দুগ্ধের নিঃসরণ হয় যেরূপ, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির চেষ্টা হয়। বৎস বড় হইলে আর দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না। বিবেক জ্ঞানের পর প্রকৃতির আর চেষ্টা হয় না, বিবেকী পুরুষের নিকট প্রকৃতি থাকিয়াও নাই।

৫৮

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্॥ (৫৮)

পদপাঠ। ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ। পুরুষস্য বিমোক্ষ অর্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বৎ অব্যক্তম্।

অন্বয়। যথা লোকঃ ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে, তদ্বৎ অব্যক্তম্ পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং (সৃষ্টিব্যাপারায়) প্রবর্ত্ততে।

যথা=যেইরূপ, লোকঃ=লোক, জন, মানুষ, ব্যক্তি।

ঔৎসুক্য নিবৃত্তি-অর্থং; ঔৎসুক্য=ইষ্টার্থে ব্যগ্রতা; ব্যগ্রতা থামাইবার জন্য। ক্রিয়াসু=ক্রিয়তে, প্রবর্ত্ততে=প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রবর্ত্ততে ধাতুর বিশেষ্য প্রবৃত্তি, ইহা নিবৃত্তির বিপরীত।

ব্যগ্রতা হয় কেন? একটা কিছু ফলের জন্য। সেই হেতু লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যথন অভীষ্ট ফল লাভ হয় তথন কার্য্যও স্থগিত হয়।

অব্যক্তম্=প্রকৃতিও, তদ্বৎ=সেইরূপ।

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থম্—পুরুষের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য; (সৃষ্টি ব্যাপারে) প্রবর্ত্তে।

অর্থ :—সাধারণ লোক যেমন ব্যগ্রতা নিবৃত্তির জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়।

৫৯

প্রকৃতির অভিপ্রায় হইতেছে যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করে। সেই জন্যই প্রকৃতির চেষ্টা।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে যথা নর্ত্তকী নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥ (৫৯)

পদপাঠ। রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে যথা নর্ত্তকী নৃত্যাৎ, পুরুষস্য তথা আত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।

অন্বয়। যথা নর্ত্তকী রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নৃত্যাৎ নিবর্ত্ততে, তথা প্রকৃতিঃ পুরুষস্য আত্মানং প্রকাশ্য (সৃষ্টি ব্যাপারাৎ) নিবর্ত্ততে।

যথা = যেইরূপ ; নর্ত্তকী = নাচওয়ালি, নটী প্রকৃতি যেন নর্ত্তকী।

রঙ্গস্য = (কর্ম্মে ষষ্ঠী) রঙ্গ, হাব ভাব নাচ। দর্শয়িত্বা = করাইয়া, দেখাইয়া। নৃত্যাৎ = নৃত্য হইতে, রং তামাসা ঢং নাচ হইতে। নিবর্ত্ততে = নিবৃত্ত হয়। (সভাজন উহ্য)

তথা = সেইরূপ, প্রকৃতি। প্রকাশ্য ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম, পুরুষ এবং আত্মা।

পুরুষস্য আত্মানং প্রকাশ্য = পুরুষকে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, পুরুষকে স্বরূপ দেখাইয়া, সৃষ্টি ব্যাপার হইতে (উহ্য) নিবর্ত্তিত হয়।

অর্থ :—নর্ত্তকী সভাজনকে রঙ্গ দেখাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত

হয়। প্রকৃতি নর্ত্তকী তুল্য। তিনি পুরুষকে নানারূপে আপনাকে দেখাইয়া সৃষ্টি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন।

৬০

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি ॥ (৬০)

পদপাঠ। নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ উপকারিণী অনুপকারিণঃ পুংসঃ। গুণবতী অগুণস্য সতঃ তস্য অর্থং অপার্থকং চরতি।

অন্বয়। উপকারিণী গুণবতী নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ তস্য অনুপকারিণঃ অগুণস্য সতঃ পুংসঃ অর্থং অপার্থকং চরতি।

গুণবতী (অর্থাৎ প্রকৃতি) পুংসঃ অর্থং চরতি—ইহা মূল বাক্য। প্রকৃতি পুরুষের অর্থ চরতি বা সাধন করে।

কিরূপে সাধন করে—(১) নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ, (২) অপার্থকম্। অপার্থকম্=বৃথা, বিফল ভাবে। অপার্থকম্—চরতি ক্রিয়ার বিশেষণ।

নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ=নানাবিধ বিশেষণ, তৃতীয়া বিভক্তি। নানাবিধ উপায়দ্বারা।

প্রকৃতির অপর নাম গুণবতী, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণ-স্বরূপা।

গুণবতী, চরতি ক্রিয়ার কর্ত্তা। ইহার বিশেষণ উপকারিণী বা উপকারী।

পুংসঃ=পুমান শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচন। "অর্থম্"এর সহিত সম্বন্ধ। অর্থম্—প্রয়োজন। অনুপকারিণঃ, অগুণস্য, তস্য, সতঃ ইহারা সকলেই ৬ষ্ঠীর ১ বচন—এবং "পুংসঃ"র বিশেষণ।

তস্য=তাহার গুণবতীর সর্ব্বনাম। উপকারী গুণবতী তাহার

পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে। পুরুষটি কি রূপ? নির্গুণ, সৎ এবং অনুপকারী। সতঃ, সৎ শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচন, বর্ত্তমান, নিকটস্থ।

অগুণস্য=নির্গুণ, (সেইজন্য) অনুপকারিণঃ=উপকার করিতে অসমর্থ।

অর্থ:—প্রকৃতি গুণবতী এবং পুরুষের উপকারী। পুরুষ গুণহীন এবং তজ্জন্য উপকার করিতে অক্ষম। প্রকৃতি নানাবিধ উপায়ে এবং স্বার্থশূন্য ভাবে তাহার নির্গুণ অকৃতজ্ঞ পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে।

৬

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্নদর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥ (৬১)

পদপাঠ। প্রকৃতেঃ সুকমারতরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি ইতি মে মতিঃ ভবতি। যা দৃষ্টা অস্মি ইতি পুনঃ ন দর্শনম্ উপৈতি পুরুষস্য।

অন্বয়। প্রথম ছত্রে পরিবর্ত্তন নাই। যা দৃষ্টা অস্মি ইতি পুনঃ পুরুষস্য দর্শনং ন উপৈতি।

(যে সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কারিকা লিখিয়াছিলেন, তখন এই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষবৎ ছিল।)

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি। (অনেক সুন্দরী আছে, কিন্তু) প্রকৃতি অপেক্ষা কেহই সুকুমারতর (ন+অস্তি) নাস্তি বা নাই।

সুকুমার=কোমল, স্পর্শ-কাতর, লজ্জাবতী।

ইতি=ইহাই। মে মতিঃ ভবতি=আমার অভিমত হইতেছে।

ইতি মে মতিঃ=আমার মতে। আমার মতে প্রকৃতি অপেক্ষা অধিকতরা সুকুমারী কেহ নাই। কেন?

যা=যিনি, দৃষ্টা অস্মি ইতি=আমি দৃষ্ট হইয়াছি ভাবিয়া; ইতি=এইরূপ ভাবিয়া। তিনি কি করেন? পুনঃ পুরুষস্য দর্শনং ন উপৈতি=পুনরায় পুরুষের দর্শন পথে পতিত হন না। "কি লজ্জা, আমায় দেখে ফেলেছে"—এই ভাবিয়া আর তিনি পুনরায় পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হন না।

অর্থ:—প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমারী। পুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াছে, ইহা জানা মাত্রই তিনি পুরুষের দর্শন পথে উপস্থিত হন না। সুতরাং তাহা হইতে পুরুষের ভোগ আর ঘটে না।

৬২

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥ (৬২)

পদপাঠ। তস্মাৎ ন বধ্যতে অদ্ধা ন মুচ্যতে ন অপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানা আশ্রয়া প্রকৃতিঃ।

অন্বয়।—তস্মাৎ অদ্ধা কশ্চিৎ (পুরুষঃ) ন বধ্যতে ন মুচ্যতে ন অপি, সংসরতি নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ (এব) সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ।

তস্মাৎ=সেই হেতু (পুরুষ নির্গুণ এবং প্রকৃতি অতি সুকুমারী বলিয়া) কশ্চিৎ (বহু পুরুষের মধ্যে এক জনও) কেহই, কোন পুরুষই।

অদ্ধা=সত্য, বাস্তবিক পক্ষে।

ন বধ্যতে = বদ্ধ হয় (বধ্) না।

ন অপি মুচ্যতে = (মুচ্) মুক্তও হয় না।

ন অপি সংসরতি = সংসর = গতি, বন্ধন এবং মুক্তি এই দুই অবস্থার মধ্যে যে গতি চাঞ্চল্য বা চেষ্টা। অর্থাৎ চঞ্চলও হয় না।

প্রকৃতি নানাশ্রয়া = প্রকৃতি নানা পুরুষের আশ্রয়ে থাকেন।

প্রকৃতিঃ বধ্যতে (ইত্যাদি) = প্রকৃতিই বাঁধা পড়েন।

অর্থ :—বাস্তবিক পক্ষে কোন পুরুষই বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, চঞ্চলও হয় না। নানা পুরুষাশ্রিত প্রকৃতিই বাঁধা পড়েন, বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য চেষ্টা করেন, এবং শেষে ছাড়া পান। প্রকৃতির অবস্থা সুন্দর সুধী ব্যক্তিকে মজাইবার অভিলাষিণী কুলটার তুল্য।

৬৩

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ (৬৩)

পদপাঠ। রূপৈঃ সপ্তভিঃ এব তু বধ্নাতি আত্মানং আত্মনা প্রকৃতিঃ। সা এব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়তি এক রূপেণ।

অন্বয়। পুরুষার্থং প্রতি প্রকৃতিঃ সপ্তভিঃ এব রূপৈঃ তু আত্মনা আত্মানং বধ্নাতি, সা এব চ একরূপেণ (আত্মানম্) বিমোচয়তি।

পুরুষার্থং প্রতি। প্রতি যোগে দ্বিতীয়া। প্রতি—অভিমুখ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুষার্থং = পুরুষ + অর্থ, পুরুষের প্রয়োজন অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ। প্রতি = অভিমুখ, উদ্দেশ্য। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যে কি হয়? দুই কাজ। একটি কাজে প্রকৃতি বদ্ধ হন, আর একটি কাজে প্রকৃতি বিমুক্ত হন। (মুচ্ + ক্ত = মুক্ত)। তিনি প্রকৃতি জাত

বুদ্ধির যে অষ্টরূপ বা ভাব আছে তদ্দারাই কাজ সম্পন্ন করেন। বুদ্ধির অষ্টভাব কি কি? জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম। প্রকৃতি এক জ্ঞানভাব দ্বারা "বিমোচয়তি", এবং বৈরাগ্যাদি সপ্তভাব দ্বারা "বধ্নাতি"। প্রকৃতি কাহাকে "বিমোচয়তি" বা মুক্ত করেন আবার কাহাকে "বধ্নাতি" বদ্ধ করেন? আত্মানম্ = আপনাকেই। আত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে আত্মনা, আপনাদ্বারাই। একরূপেণ অর্থ জ্ঞানরূপ এক রূপের দ্বারা।

সপ্তভিঃ হইতেছে রূপৈঃএই পদের বিশেষণ। সপ্তভিঃ এব রূপৈঃ = সপ্ত রূপেরই দ্বারা। অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা। সা = প্রকৃতি, এব = ই, চ = আবার।

সা এব চ = প্রকৃতিই আবার। প্রকৃতি আপনাদ্বারাই আপনাকে বদ্ধ করেন।

অর্থ:— বুদ্ধিরূপ প্রকৃতিই পুরুষার্থের জন্য জ্ঞান ব্যতীত যে সপ্তভাব আছে তদ্দারা আপনাকে বদ্ধ করেন, এবং একমাত্র জ্ঞানভাবদ্বারা আপনাকে মুক্ত করেন। ভোগের জন্য সপ্তভাব, অপবর্গের জন্য এক ভাব। ভোগ এবং অপবর্গকে পুরুষার্থ বলে। ভোগের জন্য প্রকৃতি সপ্তাম্বরা, মুক্তির জন্য একাম্বরা। নীলাম্বরী, পট্টবস্ত্র, ঢাকাইশাড়ী, বেণারসী প্রভৃতি বসন ভোগের জন্য—একমাত্র গেরুয়াবাস অন্য প্রয়োজনে।

৬৪

ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগ-বিরাগ, পাপ-পুণ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারাই পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বন্ধন হয়। আর পুরুষ ইহা

তাহার নিজের বন্ধন বিবেচনা করে। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তি হইতে পারে।

ইহার জন্য বিচার, শ্রবণ, অধ্যয়ন, সুহৃৎপ্রাপ্তি, দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন, ইহাই জ্ঞানের প্রধান উপকরণ। সাংখ্যকার বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এই শ্রেষ্ঠজ্ঞান উৎপন্ন হইবে যে,—'আমি কেহ নহি, আমার কেহ নহে'।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ (৬৪)

পদপাঠ। এবম্ তত্ত্ব অভ্যাসাৎ ন অস্মি ন মে ন অহম্ ইতি অপরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধম্ কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

অন্বয়। তত্ত্বাভ্যাসাৎ ন অস্মি ন মে, ন অহং এবং ইতি অপরিশেষং জ্ঞানং উৎপদ্যতে। (তৎ জ্ঞানং) অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলম্ (চ)

তত্ত্বাভ্যাসাৎ=সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব অভ্যাস হইতে। অভ্যাস =পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ধ্যান। অভ্যাস হইতে কি হয়? জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে=জ্ঞান জন্মে। কিরূপ জ্ঞান? অপরিশেষম্। অপরিশেষং=অবশিষ্ট হীন। যে জ্ঞানে কোন অজ্ঞাত বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। সম্পূর্ণ, ব্যাপক। সে জ্ঞানের স্বরূপ কি? ন অস্মি, ন মে, ন অহম্ এবম্ ইতি। আমি করি না, আমার বলিয়া কিছু নাই, আমি কর্ত্তা নহি এইরূপ জ্ঞান।

কৃ, ভূ, এবং অস্ ধাতু সাধারণ ক্রিয়ার বাচক। ন অস্মি

শব্দদ্বয়ে পুরুষের নিষ্ক্রীয়তা বুঝাইতেছে। অহং=কর্ত্তা। ন মে=নহে আমার, (সম্বন্ধ বুঝাইতেছে)।

অবিপর্য্যয়াৎ :—সংশয় এবং ভ্রম হইতেছে জ্ঞানের মল স্বরূপ উহাকে বিপর্য্যয় বলে। অবিপর্য্যয়াৎ=বিপর্য্যয়ের অভাব হইতে। জ্ঞান অভ্যাস হেতু ভ্রম সংশয় শূন্য হইলে কি হয় ? সেই জ্ঞানকে "বিশুদ্ধং কেবলং" বলে। দীর্ঘকালস্থায়ী ধ্যানের নাম সমাধি। একাগ্র মনে কোন বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া ধারণা অর্থাৎ চিন্তা ও মননের নাম ধ্যান।

কেবলং=একমাত্র জ্ঞান, যাহাকে পরাভব করিয়া অন্য জ্ঞান আসিতে পারে না।

অর্থ :—তত্ত্ব সমূহের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে, 'আমার কোন ক্রিয়া নাই, কোন বিষয়ে সম্বন্ধ নাই, আমি কর্ত্তা নহি' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। ঐ জ্ঞান সর্ব্ব-বিষয়-ব্যাপক। উক্ত জ্ঞান যখন ভ্রম সংশয় শূন্য হয় তখন উহা একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়। ইহার তুলনায় অন্যান্য জ্ঞান সংকীর্ণ এবং সংশয়পূর্ণ।

৬৫

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥ (৬৫)

পদপাঠ। তেন নিবৃত্ত প্রসবাং অর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ।

অন্বয়। তেন স্বস্থঃ প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ পুরুষঃ নিবৃত্ত-প্রসবাং অর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাং প্রকৃতিং পশ্যতি।

পুরুষঃ প্রকৃতিং পশ্যতি=পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করে। তখন

অর্থাৎ তত্ত্ব সাক্ষাতের পর—পুরুষেরই বা অবস্থা কেমন, এবং প্রকৃতিরই বা অবস্থা কেমন?

প্রকৃতির অবস্থা—

তেন নিবৃত্তপ্রসবাং, অর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। বুদ্ধিরূপা প্রকৃতির অষ্টবিধ রূপ, যথা জ্ঞান, ধর্ম্মাদি। প্রকৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়া পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের জন্য। প্রকৃতির অষ্টবিধ রূপের বা ভাবের মধ্যে জ্ঞান-ভাব অপবর্গের অনুকূল, এবং ধর্ম্মাদি সপ্তভাব ভোগের অনুকূল। অপবর্গ=ভোগের নিবৃত্তি। ১১ কারিকায় ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়কে প্রসবধর্ম্মী বলা হইয়াছে। প্রকৃতির প্রসব বা পরিণামের দুই প্রয়োজন, প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান। প্রকৃতির প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়াতে তাঁহার ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, বিবেক জ্ঞান হেতু ধর্ম্মাদি সপ্তভাবের নাশ ঘটে। তেন—তত্ত্বজ্ঞানেন।

নিবৃত্ত হইয়াছে প্রসব যাহার তাহা নিবৃত্ত প্রসবা।

অর্থবশাৎ=বিবেক জ্ঞানরূপ যে অর্থ তাহার বশ বা সামর্থ্য হইতে।

বিবেকের সামর্থ্য দ্বারা কি হয়? প্রকৃতি সপ্তরূপবিনিবৃত্তা হন। তত্ত্ব জ্ঞানের বিরোধী প্রকৃতির যে সপ্তবিধ রূপ, প্রকৃতি সেই সপ্তবিধ রূপ শূন্যা হন। উপরে প্রকৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে। পুরুষের অবস্থা কিরূপ হয়?

স্বস্থঃ এবং প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ। স্বস্থঃ=সুস্থ, যেন স্কন্ধ হইতে পেত্নী নামিয়াছে। প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ—প্রেক্ষক= দর্শক; প্রেক্ষা=নৃত্য দর্শন। প্রেক্ষা গৃহ=নাচঘর। অবস্থিতঃ= স্থির, অবিচলিত।

অর্থ :—তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির প্রসব নিরুদ্ধ হয়। বিবেক-বলে প্রকৃতির জ্ঞান বিরোধী ধর্ম্মাদি রূপের নাশ হয়। তখন ভদ্র দর্শক যেমন নর্ত্তকীর নৃত্য দর্শন করেন সেইরূপ সুস্থ পুরুষ অবিচলিত ভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করেন।

৬৬

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥ (৬৬)

পদপাঠ। দৃষ্টা ময়া ইতি উপেক্ষকঃ একঃ দৃষ্টা অহম্ ইতি উপরমতি অন্যা। সতি সংযোগে অপি তয়োঃ প্রয়োজনং ন অস্তি সর্গস্য।

অন্বয়। ময়া দৃষ্টা ইতি একঃ উপেক্ষকঃ অহং দৃষ্টা ইতি অন্যা উপরমতি। তয়োঃ সংযোগে সতি অপি সর্গস্য প্রয়োজনং ন অস্তি।

মাথায় পরচুলা, মুখে রং মাখিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রকৃতি পুরুষকে মজাইতেছিলেন! দমকা বাতাসের সহিত বৃষ্টি পড়িল। প্রকৃতির পরচুলা উড়িয়া গেল, রং গলিল, বসন বিপর্য্যস্ত হইল। পুরুষের তখন আর ঝোঁক নাই, প্রকৃতির মাথা হেঁট। তখনও উভয়ে একস্থানে, কিন্তু প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার গান, হাব ভাবে আর কোন ফল হইবে না। বিবেক আসিলে প্রকৃতি এবং পুরুষের অবস্থা যেরূপ হয় তাহাই ৬৬ কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। উপেক্ষায় তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, উপরমে গ্লানির ভাব আছে।

একঃ=পুরুষ; অন্যা=প্রকৃতি। ময়া=আমার দ্বারা। দৃষ্টা

ইতি=প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়াছেন সেই জন্য। একঃ=অর্থাৎ পুরুষ। উপেক্ষকঃ=উপেক্ষাকারী ঈক্ষ ধাতু দেখা হইতে (উপেক্ষক) দর্শন হইতে নিবৃত্ত। অহম্=প্রকৃতি। দৃষ্টা ইতি=পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি সেইজন্য। অন্যা,=অপর ব্যাক্তি বা প্রকৃতি। উপরমতি=বিরত হয়। তয়োঃ=এক এবং অন্যা এই উভয়ের। সংযোগে সতি অপি=সংযোগ থাকিলেও, ভাবে সপ্তমী। সর্গস্য =সৃষ্টির শব্দাদি বিষয়ের। প্রয়োজনং=ভোগের জন্য প্রয়োজন। ন অস্তি=থাকে না।

অর্থ :—আমি দেখিয়াছি ইহা ভাবিয়া একজন উপেক্ষক হন, আর আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে ইহা ভাবিয়া অন্যজন বিরত হন। তখন সংযোগ থাকিলেও ভোগের আবশ্যকতার অভাবে আর সর্গ হয় না। উভয়ের অবস্থা তখন 'আর কেন ঢের হয়েছে'।

৬৭

সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ ॥ ৬৭

পদপাঠ। সম্যক্ জ্ঞান অধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনাম্ অকারণ প্রাপ্তৌ। তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ।

অন্বয়। সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনাং অকারণপ্রাপ্তৌ ধৃতশরীরঃ সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ তিষ্ঠতি।

শরীরের সুখ দুঃখ মোহ যখন আত্মায় আরোপিত হয় না তখন জীবন ধারণ চক্রভ্রমী তুল্য। শরীরে অনেক স্ফোটক হইয়াছে, কবিরাজের ঔষধ রোগী সেবন করিল। ঔষধ সেবনের ফলে নূতন স্ফোটক জন্মিল না, কিন্তু পূর্ব্বেকার

স্ফোটক ধীরে ধীরে সারিয়া আসিলেও কিছুদিন থাকে। বিবেক জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানীর অবস্থা এই কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

সম্যগ্ জ্ঞান-অধিগমাৎ=তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তি হেতু।

ধর্ম্মাদীনাম্=ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ কার্য্য সমূহের।

অকারণ প্রাপ্তৌ=অকারণ প্রাপ্তি হেতু, ধর্ম্মাদির ব্যর্থতা হেতু; কর্ম্মের যে ফল সুখ দুঃখ মোহ নিষ্প্রয়োজন হওয়াতে।

ধৃতশরীরঃ=শরীরধারী। তিষ্ঠতি=থাকে মাত্র। কি প্রকার? সংস্কারবশাৎ চক্র ভ্রমিবৎ=ঘট গড়া হইয়া গিয়াছে তখনও যেরূপ কুমারের চাক পূর্ব্বের বেগ বা ঝোঁক বশতঃ ভ্রমণ করে, তদ্রূপ।

সংস্কার বশাৎ=গতির বেগকে সংস্কার বলে।

চক্রভ্রমিবৎ=চাক ঘোরার মত।

অর্থ :—তত্ত্ব জ্ঞান হইলে, ধর্ম্মাদির কোন সার্থকতা থাকে না। যে দুই প্রয়োজনে (ভোগ ও বিবেক) প্রকৃতি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা তখন সিদ্ধ হইয়াছে; তবে যে তখন চৈতন্য ও দেহের সম্পর্ক থাকে, দেহের কার্য্য দৃষ্ট হয় তাহাতে কোন ফল ফলে না।

কুম্ভকারের চক্র ঘটাদি নির্ম্মাণ ক্রিয়া শেষ হইলেও যেরূপ পূর্ব্ব বেগের বশে কিছুক্ষণ নিষ্ফল ভ্রমণ করে শরীরের অবস্থাও তখন তদ্রূপ হয়।

৬৮

পুরুষের ভোগ ও বিবেক ঘটিলে প্রকৃতি চরিতার্থ হন। প্রকৃতি চরিতার্থ হইবার দরুণ প্রকৃতির আর কার্য্য থাকে না; প্রকৃতির কার্য্যের বা প্রসবের বা পরিণামের বা সর্গের নিবৃত্তি হয়।

দেহ বা শরীর সম্বন্ধও অবসান হয়। বিবেক হওয়ার দরুণ শরীরের সহিত পুরুষের যে বিচ্ছেদ হয় তাহাতেই দুঃখত্রয়ের চরম নির্ব্বাণ।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥ (৬৮)

পদপাঠ। প্রাপ্তে শরীর ভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ। ঐকান্তিকং আত্যন্তিকং উভয়ং কৈবল্যং আপ্নোতি ॥

অন্বয়। চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ, শরীরভেদে প্রাপ্তে (পুরুষ) ঐকান্তিকং আত্যন্তিকং উভয়ং কৈবল্যং আপ্নোতি।

(পুরুষ) কৈবল্যং আপ্নোতি। পুরুষ উহ্য। পুরুষ কৈবল্য পায়। কৈবল্যম্ = মুক্তি, সঙ্গশূন্যতা। কিরূপ কৈবল্য? (একান্ত + ষ্ণিক) ঐকান্তিকম্ = নিশ্চিত। আত্যন্তিকম্ = (অত্যন্ত + ষ্ণিক্) অতিশয়; উভয়ম্ উভয়ই, একান্ত এবং অত্যন্ত এই উভয় বিধ, অর্থাৎ চরম।

কখন পুরুষ এবংবিধ কৈবল্য পায়?

চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ, (এবং) শরীরভেদেপ্রাপ্তে। বিনিবৃত্তৌ ও ভেদে (ভাবে সপ্তমী)।

চরিতার্থ হইতে প্রধানের বিনিবৃত্তিতে ও শরীর ভেদ প্রাপ্তিতে প্রধান বিনিবৃত্ত হইলে এবং শরীর ভেদ ঘটিলে উক্ত কৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐ ভেদ এবং বিনিবৃত্তির কারণ কি? চরিতার্থত্বাৎ = ভোগ ও বিবেকরূপ যে পুরুষার্থ তাহার চরিতার্থতা নিবন্ধন। চরিত + অর্থ = চরিতার্থ। চরিতার্থতা = প্রয়োজন সিদ্ধি। শরীর ভেদ = শরীর আত্মা হইতে ভিন্ন এই দৃঢ় জ্ঞান হইলে। শরীর = চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমন্বিতদেহ।

অর্থ :—প্রকৃতির দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হন এবং ভোগায়তন দেহেরও আবশ্যকতা থাকে না। পুরুষ তখন সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে। ব্যক্ত হইতে জ্ঞ ভিন্ন হইয়া যায়, আর ত্রিতাপ জ্ঞকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থার নাম কৈবল্য। ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞএর বিজ্ঞান হইতে কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে।

৬৯

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥ (৬৯)

পদপাঠ। পুরুষার্থ জ্ঞানং ইদং গুহ্যং পরমঋষিণা সমাখ্যাতম্। স্থিতি উৎপত্তি প্রলয়াঃ চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥

অন্বয়। ইদম্ গুহ্যং পুরুষার্থজ্ঞানং পরম ঋষিণা সমাখ্যাতম্; যত্র ভূতানাং স্থিতি উৎপত্তি প্রলয়া চিন্ত্যন্তে।

ইদম্ = পূর্ব্বোক্ত।

পুরুষার্থ জ্ঞানম্ = দুঃখ নিবৃত্তির জ্ঞান, জ্ঞ, ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিজ্ঞান।

গুহ্যম্ = দুর্ব্বোধ, রহস্য পরিপূর্ণ।

পরমঋষিণা = মহর্ষি কপিলের দ্বারা।

সমাখ্যাতম্ = কীর্ত্তিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে।

যত্র = যে জ্ঞানে, যে জ্ঞানের নিমিত্ত।

ভূতানাম্ = ভূত সমূহের।

স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ = (চিন্ত্যন্তে ক্রিয়ার কর্ত্তা) স্থিতি উৎপত্তি লয়।

চিন্ত্যন্তে=চিন্তা করা হইয়াছে।

যে জ্ঞানের নিমিত্ত ভূত সকল কি ভাবে আদি কারণে স্থিত ছিল, কি ভাবে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার কি ভাবে তাহারা আদি কারণে মিশিয়া যাইবে এই সমুদয় চিন্তা করিতে হয়।

অর্থ :—যে জ্ঞানের নিমিত্ত ভূতগণের স্থিতি উৎপত্তি লয় চিন্তা করিতে হয়, যে জ্ঞানের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের চরম নিবৃত্তি হয়, এবং যে জ্ঞান অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, সেই জ্ঞান ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলদ্বারা (প্রাচীন কালে) কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

৭০

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥

পদপাঠ। এতৎ পবিত্রম্ অগ্র্যং মুনিঃ আসুরয়ে অনুকম্পয়া প্রদদৌ। আসুরিঃ অপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥

অন্বয়। (কপিলঃ) মুনিঃ এতৎ পবিত্রম্ (জ্ঞানং) আসুরয়ে অনুকম্পয়া প্রদদৌ। আসুরিঃ অপি (উক্তং জ্ঞানং) পঞ্চশিখায় (প্রদদৌ)। তেন চ তন্ত্রম্ বহুধা কৃতং।

আসুরয়ে=আসুরি শব্দের সম্প্রদানে চতুর্থী। আসুরিঃ= কপিলের শিষ্য, পঞ্চশিখায়=আসুরির শিষ্যকে। তন্ত্রম্=শাস্ত্র, সাংখ্য শাস্ত্র। তেন পঞ্চশিখেন।

অর্থ :—কপিল মুনি এই পবিত্র, অগ্র্য বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান আসুরিকে অনুকম্পাবশতঃ প্রদান করিয়াছিলেন। আসুরিও উক্ত জ্ঞান পঞ্চশিখ নামক শিষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক

সাংখ্য শাস্ত্র বহুধা কৃত অর্থাৎ বহুভাবে বিভক্ত হইয়াছিল। পঞ্চশিখ যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা লুপ্ত। এইরূপ কিম্বদন্তী— তাঁহার গ্রন্থ ৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। ঐ গ্রন্থের নাম ছিল ষষ্টিতন্ত্র।

অধ্যায় সমূহ—যথা,

১০ মৌলিক পদার্থ	সম্বন্ধে	১০	অধ্যায়
৫ বিপর্য্যয়	”	৫	”
৯ তুষ্টি	”	৯	”
২৮ অশক্তি	”	২৮	”
৮ সিদ্ধি	”	৮	”

সর্ব্ব সমেত ৬০ অধ্যায়।

দশটি মৌলিক পদার্থ, যথা (১) অস্তিত্ব (২) একত্ব (৩) অর্থমত্ত্ব (৪) পরার্থত্ব (৫) অন্যত্ব (৬) অকর্ত্তৃত্ব, (৭) যোগ (৮) বিয়োগ, (৯) বহু (১০) শরীরের শেষ বৃত্তি স্থিতি।

(১) (১৫, ১৬, ১৭ কারিকা, অব্যক্তম্ অস্তি, পুরুষাঃ অস্তি) পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব!

(২) (১০ কারিকা বিপরীতম্ অব্যক্তম্) প্রধানের একত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

(৩) প্রীতি অপ্রীতি বিষাদাত্মক ও ত্রিগুণাত্মক জগৎ (ইত্যাদি) বলিয়া অর্থমত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (১২ কারিকা)

(৪) নানাবিধ উপায়ের দ্বারা আত্মার কার্য্য করিতেছে বলিয়া পরার্থত্ব সিদ্ধ। (৬০ কারিকা)

(৫) ত্রিগুণ অবিবেকী ও বিষয়াত্মক বলিয়া ইহার অন্যত্ব (পুরুষ হইতে ভিন্নত্ব) সিদ্ধ হইতেছে। (১১ কারিকা)

(৬) তাহার বিপর্য্যয় (বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া) অকর্ত্তৃত্ব (পুরুষের) সিদ্ধ হইল। (১৯ কারিকা)

পুরুষের দর্শনের জন্য ও কৈবল্য জন্য (পুরুষ দেখিতে পাইবে এবং দেখিয়া মুক্ত হইবে বলিয়া) এবং প্রধানেরও সেই অভিপ্রায়ে পরস্পরের যোগ্য সিদ্ধ হইতেছে। (২১ কারিকা)

(৮) পুরুষের অর্থসিদ্ধি হইলে (চরিতার্থ হইলে) শরীর হইতে তাহার ভেদ (বিচ্ছেদ) সম্পাদিত হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে বিয়োগ সিদ্ধ হইতেছে। (৬৮ কারিকা)

(৯) জন্ম, মরণ, ও করণ (১০) হইতে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (১৮ কারিকা)

(১০) (কুম্ভকারের) চক্রভ্রমণবৎ শরীরের (মুক্তির পরেও) স্থিতি (রূপ) বিশেষ বৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে। এই দশ মৌলিকার্থ ব্যাখ্যাত হইল। (৬৭ কারিকা) "দীপিকা"

৭১

শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্‌বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥ (৭১)

পদপাঠ। শিষ্যপরম্পরয়া আগতং ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চ এতৎ আর্য্যাভিঃ। সংক্ষিপ্তং আর্য্যমতিনা সম্যক্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্।

অন্বয়। শিষ্যপরম্পরয়া আগতং এতৎ আর্য্যমতিনা ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চ। সিদ্ধান্তং সম্যগ্‌ বিজ্ঞায় আর্য্যাভিঃ সংক্ষিপ্তং।

এতৎ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ সংক্ষিপ্তম্ = এতৎ সাংখ্য-শাস্ত্রম্ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ সংক্ষেপেণ প্রোক্তম্। কারিকায় সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বরকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

এতৎ বা সাংখ্য শাস্ত্র কিরূপ? শিষ্যপরম্পরায়া (তৃতীয়া বিভক্তি) আগতম্। কপিল হইতে শিষ্য প্রশিষ্যাদি ক্রমে আগত। ঈশ্বরকৃষ্ণ—কিরূপ? আর্য্যমতিনা এবং সিদ্ধান্তং সম্যগ্‌ বিজ্ঞায়। বিজ্ঞায় অসমাপিকা ক্রিয়া—জানিয়া; ইহার কর্ত্তা ঈশ্বরকৃষ্ণ। আর্য্যমতিনা=আর্য্য হইয়াছে মতি যাঁহার, তাঁহার দ্বারা উচ্চমতি। সিদ্ধান্তং সম্যগ্‌ বিজ্ঞায়=সাংখ্যের সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে জানিয়া অর্থাৎ যিনি সাংখ্যশাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে বুঝিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তম্=সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। কিসে, গদ্যে না পদ্যে না সূত্রে?

আর্য্যাভিঃ=আর্য্যাচ্ছন্দে পদ্যে। আর্য্যাচ্ছন্দে ৪ পাদ। ১ম পাদে ১২, ২য় পাদে ১৮, ৩য় পাদে ১২ এবং ৪র্থ পাদে ১৫ মাত্রা।

হ্রস্বস্বর এবং হ্রস্বস্বরযুক্ত বর্ণের একমাত্রা। দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা। যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দুই মাত্রা। এতদ্ব্যতীত (ং) এবং (ঃ) যুক্ত শব্দের এবং অবয়বের শেষবর্ণের দুই মাত্রা দুই বা একহইতে পারে।

শি=২	মী=২	সং=২	স=২
ষ্য=১	শ্ব=১	ক্ষি=২	ম্য=২
	র=১		
প=১	কৃ=২	প্ত=১	গ্বি=২
	ষ্ণে=২		
র=২	ণ=১	মা=২	জ্ঞা=২
ম্প=১	চৈ=২	র্য্য=১	য়=১
	ত=১		
র=১	দা=২	ম=১	সি=২

য়া = ২	র্য্যা = ২	তি = ১	দ্ধা = ২
গ = ১	ভিঃ = ২	না = ২	ন্তম্ = ২
ত = ১			
১২	১৮	১২	১৫

অর্থ :—উচ্চমতি ঈশ্বরকৃষ্ণ কপিল হইতে শিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত সাংখ্য সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে জানিয়া আর্য্যাচ্ছন্দে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৭২

সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃতস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি॥ (৭২)

পদপাঠ। সপ্তত্যা কিল যে অর্থাঃ তে অর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য। আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ পরবাদ বিবর্জ্জিতাঃ চ অপি।

অন্বয়। সপ্তত্যা যে অর্থাঃ তে অর্থাঃ কৃতস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য কিল, আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ, পরবাদ বিবর্জ্জিতাঃ চ অপি।

সপ্তত্যা (তৃতীয়া)। ৭০ শ্লোকের দ্বারা; যে অর্থাঃ = যে সমুদায় পদার্থ। ৭০ শ্লোকের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে। তে অর্থাঃ = সেই সমুদায় পদার্থ। সেই সমুদায় পদার্থ গোড়াতে কাহার ছিল? কৃতস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য কিল = ষষ্টিতন্ত্রেরই। কারিকা, এবং ষষ্টিতন্ত্রে তবে তফাৎ কোথায়? ষষ্টিতন্ত্রে আখ্যায়িকা ছিল, (যথা পিঙ্গলার আখ্যান) পর মত খণ্ডন ছিল (যথা যজ্ঞে মুক্তিরূপ পরমত)। কিন্তু কারিকায় তাহা নাই। কারিকার পদার্থ সমূহ কিরূপ? আখ্যায়িকা বিরহিত এবং পরবাদ বিবর্জ্জিত।

বিরহিতাঃ = রহিত, শূন্য।

বিবর্জ্জিতাঃ = শূন্য।

পরবাদ = অপর মত খণ্ডন।

অর্থ :—ষষ্টিতন্ত্রে যে সমুদায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কারিকার প্রথম হইতে ৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত সেই সমুদায়বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ষষ্টিতন্ত্রে অনেক মত খণ্ডন এবং আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু কারিকায় তাহা নাই।

শেষ।

পরিশিষ্ট।

গ্রন্থারম্ভেই "সাংখ্য-তত্ত্ব-সমাসের" উল্লেখ করিয়াছি। উহা সূত্রাকারে রচিত। জনশ্রুতি এই যে উহাই মহর্ষি কপিলের মূল সূত্র। তত্ত্ব সমাসে ২৩টি সূত্র আছে। তত্ত্ব সমাসের 'দীপিকা' নামে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। তত্ত্বসমাসে সাংখ্য দর্শনের সমস্ত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে লেখা আছে। নিম্নে তত্ত্বসমাসের সূত্রগুলি এবং দীপিকার ৫টি বিষয়ের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

১। অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ।

তত্ত্ব সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি, মঙ্গল হউক, তত্ত্ব সকল সংক্ষেপে বলি।

২। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। প্রকৃতি ৮ প্রকার

৩। ষোড়শকস্তু বিকারঃ। বিকার ১৬ প্রকার।

৪। পুরুষঃ। আর এক তত্ত্ব হইতেছে পুরুষ।

৫। ত্রৈগুণ্যম্। তিনগুণ; যথা—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ।

৬। সঞ্চরঃ প্রতি সঞ্চরঃ। উৎপত্তি এবং প্রলয়।

৭। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্। গুণ অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব ভেদে ব্যবস্থিত।

৮। পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ। অভিবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টি।

৯। পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫টি।

১০। পঞ্চ বায়বঃ। শরীরে ৫ বায়ু

১১। পঞ্চ কর্ম্মাত্মনঃ। কর্ম্মের ৫ স্বরূপ।

১২। পঞ্চ পর্ব্বাবিদ্যা। অবিদ্যার ৫ পর্ব্ব বা বিভাগ।

১৩। অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিঃ। অশক্তি ২৮ প্রকার।

১৪। নবধা তুষ্টিঃ। তুষ্টি ৯ প্রকার

১৫। অষ্টধা সিদ্ধিঃ। সিদ্ধি ৮ প্রকার

১৬। দশমৌলিকার্থাঃ। মূল-বিষয় ১০ প্রকার

১৭। অনুগ্রহঃ সর্গঃ। গুণের পরস্পর অনুগ্রহে সর্গ বা সৃষ্টি হয়।

১৮। চতুর্দ্দশধা ভূতসর্গঃ। ভৌতিক সৃষ্টি ১৪ প্রকার।

১৯। ত্রিবিধো বন্ধঃ। বন্ধন ৩ প্রকার

২০। ত্রিবিধো মোক্ষঃ। মুক্তি ৩ প্রকার

২১। ত্রিবিধং প্রমাণম্। প্রমাণ ৩ প্রকার

২২। ত্রিবিধং দুঃখম্। দুঃখ ৩ প্রকার

২৩। এতৎ সম্যক জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্য স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেনানুভূয়তে।

এই তত্ত্ব সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইলে মানুষ কৃতার্থ হয়, সে আর ত্রিবিধ দুঃখ অনুভব করে না।

অব্যক্ত :—ইহাই হইতেছে মূল প্রকৃতি। লোকে যেমন ঘট, বন, শয়ন, ধন কামনাকে জানে ইহাকে সেরূপ ভাবে জানা যায় না,—এই জন্য মূল প্রকৃতির নাম অব্যক্ত। অব্যক্তের পর্য্যায় শব্দ—প্রকৃতি, প্রধান, অক্ষর, ক্ষেত্র। ইহাই অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ও অব্যয়, অথচ নিত্য, রস গন্ধাদি বর্জ্জিত। সূরিগণ বলেন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব। ইহা সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই। ইহা

প্রসবধর্ম্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল)। ইহার অব্যক্ত।

তন্মাত্র :—শব্দ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র প্রভৃতি ৫ তন্মাত্র। শব্দ তন্মাত্র :—ইহা হইতে শব্দ উপলব্ধি হয়। স্থূল শব্দে উদাত্ত, অনুদাত্ত, ষড়জ গান্ধারাদি শব্দ বিষয়ের প্রভেদ বিশেষ উপলব্ধি হয়। কিন্তু মূল শব্দ তন্মাত্রের কোন বিশেষ নাই।

অহংকার :—অভিমান। আমি শব্দ করিতেছি আমি স্পর্শ করিতেছি, আমি রূপ দেখিতেছি, আমি রসাস্বাদন করিতেছি, আমি গন্ধ উপভোগ করিতেছি, আমিই স্বামী, আমিই ধনবান, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি ধার্ম্মিক, আমি ইহাকে হত্যা করিয়াছি, আমি বলশালী শত্রুকে হনন করিব,—ইত্যাদি যে প্রতীতি, ইহাই অহঙ্কার।

পুরুষ :—পুরুষ অনাদি, চেতন, অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিদ্, অমল, ও অপ্রসবধর্ম্মী।

সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া 'চেতন'।

ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ, বা তমঃ গুণ নাই বলিয়া ইহা 'নির্গুণ'।

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া নিত্য। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া ইহা 'দ্রষ্টা'।

চেতন জন্য সুখ, দুঃখ, পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা 'ভোক্তা'।

উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা' অকর্ত্তা'।

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা 'ক্ষেত্রবিৎ'।

ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া ইহা 'অমল'।

নির্বীজ বলিয়া ইহা 'অপ্রসবধর্ম্মী' অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন করেনা।

প্রমাণ :—প্রমাণ ত্রিবিধ—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্ত-বচন এই ত্রিবিধ।

১। দৃষ্ট প্রমাণ কি ? পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ যখন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তখন দৃষ্ট বলে।

২। লিঙ্গ দর্শনে যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে। যেমন, মেঘোদয়ে বৃষ্টি সিদ্ধ হয়। বকশ্রেণী দেখিলে জলের অস্তিত্ব বুঝা যায়। ধূম হইতে অগ্নি। এই অনুমানই শ্রেষ্ঠ।

৩। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা যাহা সিদ্ধ না হয়, তাহা আপ্ত-বচন হইতে প্রমাণ হয়। যেমন ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা, উত্তর কুরু, সুবর্ণময় মেরু পর্ব্বত, স্বর্গে অপ্সরাগণ আছে ইত্যাদি। এই ইন্দ্রাদি প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বশিষ্টাদি মুনিগণ বলিয়াছেন ইন্দ্রাদি আছে, ইহা ব্যতীত আগমেও আছে। ইহাও আপ্ত বচন।

যিনি স্বকর্ম্মে অভিযুক্ত, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, জ্ঞানবান, শীলসম্পন্ন তাদৃশ লোককেই আপ্ত বলিতে হইবে।

এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় কথিত হইল। এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা কি সাধিত বা প্রমাণিত হয় ? যেমন লোকে মানযন্ত্র দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করে, যেমন প্রস্থের দ্বারা ধান্য, এবং তুলা যন্ত্রের দ্বারা চন্দন-কাষ্ঠ প্রভৃতির পরিমাণ হয়, সেই রূপ এই প্রমাণের দ্বারাও তত্ত্ব সকল, ভাব এবং ভূতের জ্ঞান হয়।

শব্দানুক্রমিক সূচী

(কারিকায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহ ও কারিকার সংখ্যা)

শব্দানুক্রমিক সূচী।